চালু হল
'দুরন্ত বার্তা'
অ্যাপ
ডাউনলোড করুন
প্লে-স্টোর থেকে

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 29, Issue No.: 82 Wednesday, 21 February, 2024 ✱ ২৯ বর্ষ, ৮২ সংখ্যা ✱ ৮ ফাল্গুন, ১৪৩০, বুধবার, ২১ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ ✱ আজ ৮ পাতা ✱ মূল্য- ৩ টাকা

ফের চালু হচ্ছে শ্রীরামপুরের রাধাবল্লভ ঘাট থেকে ব্যারাকপুর রানি রাসমণি ঘাটের মধ্যে ফেরি চলাচল। পরিষেবা চালু হতে আরও কয়েকদিন সময় লাগবে। ...বিস্তারিত পাতা ৩

লোকসভা নির্বাচনের মুখে বিজেপি সাংসদের 'গ্রাম চলো অভিযানে'র ভূমিকায় অসন্তোষ প্রকাশ করলেন পুরাতন মামলা এলাকার দুঃস্থ পরিবারগুলি। ...বিস্তারিত পাতা ৫

সালে অমিত শাহকে 'হত্যায় অভিযুক্ত' বলেছিলেন। তার জেরে সুলতানপুরের এক বিশেষ আদালতে আত্মসমর্পণ করতে হল রাহুল গান্ধিকে। ...বিস্তারিত পাতা ৬

আইপিএলপ্রেমীদের জন্য সুখবর। এমনটা বললে ভুল বলা হবে না। ভারতের সেরা সামার ফেস্টিভ্যাল কবে শুরু হবে, এই নিয়ে এল বড় আপডেট। ...বিস্তারিত পাতা ৮

সন্দেশখালিতে পুলিশ অফিসারকে খালিস্তানি বলায় গর্জে উঠলেন মমতা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২০ ফেব্রুয়ারিঃ মঙ্গলবার সকাল থেকে সন্দেশখালিতে দফায় দফায় অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি অব্যাহত। হাইকোর্টের নির্দেশ পেয়ে শেষ পর্যন্ত সন্দেশখালিতে ঢোকেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। প্রাথমিকভাবে বাধার মুখে পড়লেও পরে সিপিএম নেত্রী বৃন্দা কারাতও গ্রামে যান। এরই মাঝে সন্দেশখালিতে পুলিশের সঙ্গে বচসার সময়ে কর্তব্যরত এক শিখ পুলিশ আধিকারিককে বিজেপির তরফে 'খলিস্তানি' বলা হয়। সেই ভিডিও পোস্ট করে গর্জে উঠলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রতিবাদে বিজেপি অফিস ঘেরাও করে শিখ সম্প্রদায়ের মানুষজন। মঙ্গলবার সকালে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে বিজেপির একটি প্রতিনিধি দল সন্দেশখালির উদ্দেশে রওনা দেয়। ধামাখালিতে তাঁদের বাধা দেওয়া হয়। বিজেপি নেত্রী অগ্নিমিত্রা পল সহ একাধিক বিজেপি নেতৃত্ব পুলিশের সঙ্গে বচসায় জড়িয়ে পড়েন। সেখানেই পুলিশের ব্যারিকেডের মাঝে এক শিখ পুলিশ

প্রতিবাদে বিজেপি অফিস ঘেরাও

আধিকারিককে 'খলিস্তানি' বলা হয়েছে বলে অভিযোগ। এরকম বলার জন্য ওই পুলিশ আধিকারিক সংবাদমাধ্যমের সামনে প্রতিবাদ করেন। এদিন সন্দেশখালিতে ঢোকার মুখে বিজেপির সঙ্গে পুলিশের বচসার মাঝেই ওই অফিসারকে খালিস্তানি বলা হয়। মুখ্যমন্ত্রীর পোস্ট করা ভিডিওতে ওই অফিসারকে বার বার বলতে শোনা যায়, ''আমি পাগড়ি পরে আছি বলে খালিস্তানি বলছেন।

আমি তো আপনার ধর্ম নিয়ে বলছি না। আপনি কেন আমার ধর্ম নিয়ে কথা বলছেন?'' তবে তাঁকে কে খালিস্তানি বলেছেন, সে ব্যাপারে নির্দিষ্ট করে কিছু জানা যায়নি। বিজেপি নেতৃত্বের মধ্যে থেকেই কেউ এরকম বলেছেন বলে দাবি ওই পুলিশ কর্তার। এই ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ করেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি এক্স হ্যান্ডেলে লেখেন, 'আজ, বিজেপির বিভাজনের রাজনীতি নির্লজ্জভাবে সাংবিধানিক সীমা অতিক্রম করেছে। বিজেপির কাছে পাগড়ি পরা প্রত্যেক ব্যক্তিই খালিস্তানি? আমি আমাদের শিখ ভাই ও বোনদের খ্যাতি ক্ষুন্ন করার এই প্রচেষ্টার তীব্র নিন্দা জানাই। আমরা বাংলায় সামাজিক সম্প্রীতি রক্ষায় দৃঢ়ভাবে রয়েছি এবং এমন পরিস্থিতি প্রতিরোধে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা নেব।' যদিও বিজেপির বিরুদ্ধে এই অভিযোগ মানতে নারাজ শুভেন্দু অধিকারী। ঘটনাটির প্রসঙ্গে পাল্টা তাঁর দাবি, ''ওই অফিসার নিজের নম্বর বাড়ানোর জন্য এমন করেছেন। আমরা এই ধরনের কাজ কখনোই করি না। কাউকে ব্যক্তিগত আক্রমণ আমি বা আমার সাথীরা করে না।'' ঘটনাটির প্রতিবাদে এদিন কলকাতার বিজেপির অফিস ঘেরাওয়ের সিদ্ধান্ত নেয় শিখ সম্প্রদায়ের মানুষজন। একইসঙ্গে আসানসোলেও বিক্ষোভ দেখান তাঁরা।

শাহজাহানকে পুলিশ গ্রেফতার করতে পারবে না, জানিয়েছেন রাজীব, দাবি মহিলা কমিশনের চেয়ারম্যানের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২০ ফেব্রুয়ারিঃ সন্দেশখালির মহিলাদের অভিযোগ খতিয়ে দেখতে সেখানে গিয়েছিল জাতীয় মহিলা কমিশনের প্রতিনিধি দল। তার পর এ ব্যাপারে রাজ্য পুলিশের ডিজি রাজীব কুমারের সঙ্গে দেখা করেছেন মহিলা কমিশনের চেয়ারম্যান রেখা শর্মা। মঙ্গলবার সংবাদসংস্থা এএনআইকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বড় দাবি করেছেন রেখা। তাঁর দাবি, রাজ্য পুলিশের ডিজি রাজীব কুমার তাঁকে জানিয়ে দিয়েছেন যে শাহজাহানের বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ নেই। তাই পুলিশ তাঁকে গ্রেফতার করতে পারবে না। তাঁকে গ্রেফতার করার হলে ইডি করুক। রেখা শর্মা এদিন বলেন, ''আমি বাংলায় সাত-আট বার এসেছি। সাধারণত রাজ্য পুলিশের ডিজি দেখা করতে চান না। এবার ডিজি যে দেখা করেছেন সেটাই বড় ব্যাপার।'' রেখার কথায়, এটা ইতিবাচক যে সন্দেশখালিতে পুলিশের ভূমিকায় খামতি থাকার ব্যাপারটা স্বীকার করেছেন ডিজি। তা শুধরে নেওয়ার কথাও বলেছেন। তবে তাঁর সঙ্গে কথোপকথন চলার সময়ে হঠাৎ ডিজির কাছে একটা-দুটো ফোন আসে। এর পরই তিনি মিটিং কাটছাঁট করে দেন। রেখা শর্মা এএনআইকে আরও বলেছেন, শাহজাহানের প্রসঙ্গ তুলতেই রাজীব বিচলিত হয়ে পড়েন। ডিজি জানিয়ে দেন, শাহজাহানের বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ নেই। এদিন রেখা শর্মা ডিজির সঙ্গে সাক্ষাতের পর যে দাবি করেছেন, সে ব্যাপারে রাজ্য পুলিশ তথা ডিজির অফিস এখনও কোনও প্রতিক্রিয়া জানায়নি। প্রসঙ্গত, সন্দেশখালির তণমূল নেতা শাহজাহান শেখ এখনও পলাতক। এ ব্যাপারে এদিন কলকাতা হাইকোর্টও পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে। উচ্চ আদালত পর্যবেক্ষণে জানিয়েছে, শেখ শাহজাহানের বিরুদ্ধে একাধিক ফৌজদারি অভিযোগ রয়েছে। ইডির অফিসারদের উপর হামলার অভিযোগও রয়েছে। অথচ রাজ্য পুলিশ এখনও তাকে আটক করতে পারেনি। এটা আশ্চর্যের বিষয়, যে ব্যক্তি গোটা ঘটনার মূলে সে এখনও পালিয়ে বেড়াচ্ছে। আদালতের কথায়, আমরা জানি না তাকে আড়াল করে রাখা হয়েছে কিনা, কিন্তু এটা দেখতে পারছি পুলিশ তাকে এখনও ধরতে পারেনি।

মৃত চার শিশুর পরিবারকে লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণের আশ্বাস আনন্দ বোসের

দুরন্ত বার্তা, চোপড়া, ২০ ফেব্রুয়ারিঃ চোপড়ায় গেলেন রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোস। চার শিশুর পরিবারের সঙ্গে দেখা করেন রাজ্যপাল। প্রত্যেক শিশুর পরিবারকে ১ লক্ষ টাকার ক্ষতিপূরণ দেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন তিনি। সন্দেশখালি ইস্যুতে এমনিতেই তপ্ত বাংলা। ইতিমধ্যেই সন্দেশখালির নির্যাতিতাদের সঙ্গে দেখা করেন রাজ্যপাল। আর মাঝেই আজ চোপড়া গিয়ে চার শিশুর পরিবারের সঙ্গেও কথা বলেন তিনি। তবে তৃণমূলের দাবি ছিল, এই ঘটনায় কর্তব্যে গাফিলতির দায়ে বিএসএফ কর্তাদের গ্রেফতার করতে হবে। রাজ্যপাল এদিন ওই চার শিশুর পরিবারের সঙ্গে কথা বলেন। তিনি জানান, যা দেখলেন, শুনলেন দিল্লিতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকে জানাবেন। রাজ্যপাল বোস বলেন, ''প্রত্যেক পরিবারকে এক

লক্ষ টাকা সাহায্য ঘোষণা করছি। বিএসএফের বিরুদ্ধে কিছু অভিযোগ শুনেছি। রিপোর্ট চেয়েছি। কথা বলব বিএসএফ কর্তাদের সঙ্গেও।'' তারপরই তৃণমূলের তরফ থেকে প্রশ্ন তোলা হয়, সন্দেশখালি গেলেও চোপড়ায় কেন গেলেন না রাজ্যপাল? বিএসএফকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে চার শিশুমৃত্যু নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিল তৃণমূল। এরই মধ্যে চোপড়ায় শিশু সুরক্ষা কমিশনের প্রতিনিধিরা যান। সোমবার চোপড়ায় যান মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। এরপরেই মঙ্গলবার চোপড়ায় যান রাজ্যপাল বোস। সেখানে তাঁকে স্বাগত জানান রাজ্যের মন্ত্রী গুলাম রব্বানী ও জেলা তৃণমূল সভাপতি কানাইয়ালাল আগরওয়ালা। এদিন তৃণমূলের ধর্ণামঞ্চর পাশ দিয়েই এলাকায় যান রাজ্যপাল। গায়ে প্ল্যাকার্ড ঝুলিয়ে সঙ্গে সঙ্গে এলাকায় যান মন্ত্রী গুলাম রব্বানীও। সন্দেশখালিতে উত্তপ্ত পরিস্থিতির প্রসঙ্গত, গত সোমবার চোপড়ার চেতনাগাছে বিএসএফ-এর খোঁড়া নর্দমার মাটি চাপা পড়ে ৪ শিশুর মৃত্যু হয়। সোমবার ঘটনাস্থলে গিয়ে কেন্দ্রকে নিশানা করেন মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। তাঁর অভিযোগ, বেআইনিভাবে কাজ করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মীদের ডাকা হতে পারে বলে ইঙ্গিত দেন রাজ্যের মন্ত্রী। বিএসএফ-এর গাফিলতির অভিযোগ তুলে সরব শাসক দল। রাজ্যপালের কাছে দরবার করেন তৃণমূলের প্রতিনিধিরা। এই প্রেক্ষাপটে চোপড়ায় গিয়ে ক্ষতিপূরণ ঘোষণা করলেন বোস।

মাত্র ৩ আসন নিয়ে তুমুল ঝগড়া! উত্তর প্রদেশেও ভাঙার মুখে 'ইন্ডিয়া' জোট

লখনউ, ২০ ফেব্রুয়ারিঃ গত দুই মাসে একের পর এক ধাক্কা খেয়েছে ইন্ডিয়া জোট। বাংলা, পঞ্জাবে আসন ভাগাভাগি হয়নি। জোট ভেঙে বেরিয়ে গিয়েছে নীতীশ কুমারের জেডিইউ, জয়ন্ত চৌধুরির আরএলডি। কংগ্রেসের সঙ্গে আসন ভাগাভাগিতে যারপরনাই অনিচ্ছা দেখা যাচ্ছে জোটের অন্যান্য শরিকদের মধ্যে। তবে, মঙ্গলবার (২০ ফেব্রুয়ারি), সম্ভবত সবথেকে বড় ধাক্কাটা খেল, ২৫-২৬টি বিরোধী দলের এই জোট। সূত্রের খবর, উত্তর প্রদেশেও সম্ভবত আসন ভাগাভাগি হচ্ছে না ইন্ডিয়া জোটের। ইন্ডিয়া জোটের একমাত্র আশার আলো ছিল এই উত্তর প্রদেশই।

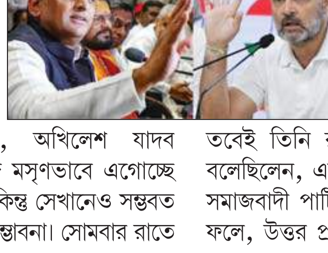

আরএলডি বেরিয়ে গেলেও, অখিলেশ যাদব জানিয়েছিলেন, কংগ্রেসের সঙ্গে মসৃণভাবে এগোচ্ছে আসন ভাগাভাগির আলোচনা। কিন্তু সেখানেও সম্ভবত ধাক্কা খাচ্ছে আসন ভাগাভাগির সম্ভাবনা। সোমবার রাতে আসন ভাগাভাগি নিয়ে আরেক দফা আলোচনায় বসেছিল কংগ্রেস এবং সমাজবাদী পার্টির নেতারা। কিন্তু, তাঁরা কোনও ঐক্যমতে আসতে পারেননি। সূত্রের খবর, কংগ্রেসকে ১৭টি লোকসভা আসন ছাড়ার প্রস্তাব দিয়েছে সমাজবাদী পার্টি। মূল সমস্যা তৈরি হয়েছে তিনটি আসন নিয়ে। মোরাদাবাদ, বালিয়া এবং বিজনোর আসন কংগ্রেসকে ছাড়তে নারাজ সপা প্রধান অখিলেশ যাদব। বালিয়া আসন থেকে কংগ্রেস, তাদের উত্তর প্রদেশের রাজ্য সভাপতি অজয় রাইকে প্রার্থী করতে চায়। তবে, এই লোকসভা কেন্দ্রটি সমাজবাদী পার্টির একটি শক্ত ঘাঁটি হিসাবে পরিচিত। কাজেই এই আসন যে সমাজবাদী পার্টি ছাড়বে না, তা প্রত্যাশিত। মোরাদাবাদ আসনেও পাঁচ বছর আগের ভোটে জিতেছিল সপা। তবে, মোরাদাবাদের মেয়র নির্বাচনে ভাল ফল করেছিল কংগ্রেস। এদিকে, এই তিন আসন নিয়ে ঐক্যমতে না আসতে পারার প্রভাব পড়তে চলেছে রাহুল গান্ধির ন্যায় যাত্রাতেও। আসন ভাগাভাগি নিয়ে আলোচনা চূড়ান্ত না হওয়ায়, সপা সুপ্রিমো ন্যায় যাত্রায় যোগ দেবেন না। অখিলেশ আগেই জানিয়েছিলেন, কংগ্রেসের সঙ্গে আসন ভাগাভাগি চূড়ান্ত হলে, তবেই তিনি রাহুলের যাত্রায় অংশ নেবেন। তিনি বলেছিলেন, একবার আসন বন্টন চূড়ান্ত হয়ে গেলে, সমাজবাদী পার্টি কংগ্রেসের ন্যায় যাত্রায় যোগ দেবে। ফলে, উত্তর প্রদেশে জোটের যে ঐক্যবদ্ধ রূপ দেখা যেতে পারত, তার সম্ভাবনা কমল। ভারতীয় রাজনীতিতে কিন্তু বলা হয়, দিল্লির ক্ষমতা দখলের রাস্তা উত্তর প্রদেশ হয়ে যায়। কাজেই উত্তর প্রদেশে জোট অটুট রাখতে পারলে, সারা দেশের রাজনীতিতেই তার প্রভাব পড়তে পারে। তবে, ইতিমধ্যেই, উত্তর প্রদেশে দুই দফায় ২৭ জন প্রার্থীর নাম ঘোষণা করেছে সমাজবাদী পার্টি। তালিকায় নাম রয়েছে কারাদণ্ড প্রাপ্ত মাফিয়া-রাজনীতিবিদ মুখতার আনসারির ভাই এবং বিএসপি সাংসদ আফজল আনসারির।

লোকসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে রাজ্য প্রশাসনে রদবদল, বদলি হয়েছেন একাধিক আমলা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২০ ফেব্রুয়ারিঃ দুয়ারে লোকসভা নির্বাচন। যদিও এখনও নির্ঘণ্ট প্রকাশ করেনি জাতীয় নির্বাচন কমিশন। এই আবহে রাজ্য প্রশাসনিক স্তরে একাধিক রদবদল করা হচ্ছে। এবার সচিব পর্যায়ে বড় রদবদলের সিদ্ধান্ত নিয়েছে নবান্ন। আজ এই মর্মে একটি নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে। কর্মী বিনিয়োগ এবং প্রশাসনিক দফতরের পক্ষ থেকে বিজ্ঞপ্তি জারি করে অফিসারদের নতুন বদলির কথা ঘোষণা করা হয়েছে। কিছুদিন আগে পুলিশ কর্তাদের ক্ষেত্রেও রদবদল করা হয়। সব মিলিয়ে প্রশাসনিক শীর্ষ পদে এখন তোলপাড় কাণ্ড শুরু হয়েছে। এদিকে পুর ও নগরোন্নয়ন দফতরের প্রধান সচিব খলিল আহমেদকে পশ্চিমাঞ্চল উন্নয়ন দফতরে বদল করা হয়েছে। দীর্ঘদিন হিডকোর চেয়ারম্যান পদে ছিলেন আইএএস অফিসার দেবাশিস সেন। তিনি অবসর নেওয়ার পর সেই দায়িত্ব পান সঞ্জয় বনসল। তবে এবারের রদবদলে যুগ্ম দায়িত্ব পেয়েছেন সঞ্জয় বনসল। অনগ্রসর কল্যাণ দফতরের সঙ্গে অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসাবে পুর ও নগরোন্নয়ন দফতরের সচিব এবং হিডকোর ম্যানেজিং ডিরেক্টর করা হয়েছে সঞ্জয় বনসলকে। আর নীলম মিনাকে ক্রেতা সুরক্ষা দফতরের প্রধান সচিবের দায়িত্বে আনা হয়েছে। পরিবেশ-মৎস্য এবং ক্রেতা সুরক্ষা দফতরের দায়িত্বে থাকা রোশনি সেনকে স্থানান্তরিত করা হয়েছে শিল্পোন্নয়ন নিগমের চেয়ারম্যান ও এমডি পদে। অন্যদিকে ইনস্টিটিউট অফ এনভায়রনমেন্টাল স্টাডিজ অ্যান্ড ওয়েটল্যান্ডের অধিকর্তা পদের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে অভিনব চন্দ্রকে। নবান্ন সূত্রে খবর, এই বদলি রুটিন। মার্চ মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে লোকসভা নির্বাচনের নির্ঘণ্ট প্রকাশ হওয়ার একটা সম্ভাবনা রয়েছে। লোকসভা নির্বাচনের জন্য দীর্ঘদিন এক পদে থেকে যাওয়া অফিসার, শীর্ষ কর্তাদের বদলি আবশ্যিক হয়ে পড়েছিল। সেই নিয়ম মেনেই রাজ্য প্রশাসনের শীর্ষ স্তরে এই রদবদল করা হয়েছে। নবান্ন কর্তাদের কথায়, এই বদলি একেবারেই রুটিন। আমলাদের যে বদলি করতে হবে তা নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই। সার্ভিস রুল অনুযায়ী এই বদলি হয়ে থাকে। রাজ্য প্রশাসন সূত্রে খবর, মার্চ মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে আগামী লোকসভা নির্বাচনের নির্ঘণ্ট ঘোষণা করতে পারে জাতীয় নির্বাচন কমিশন। তার আগেই প্রশাসনে রদবদল সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ সেরে ফেলতে চায় নবান্ন। তাই এই রদবদলের পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। গত চার বছর যদি কোনও অফিসার এক জেলাতে তিন বছর কাজের সময় কাটান তাঁকে নির্বাচনের কাজে যুক্ত করা যাবে না। ২০২৪ সালের ৩০ জুনের মধ্যে এই সময়সীমা ধরতে হবে। সম্প্রতি সময়ে একগুচ্ছ ডব্লুবিসিএস অফিসারও বদলি হয়েছেন।

চালু হল মহিলাদের জন্য ভ্রাম্যমান বায়ো টয়লেট বাস

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২০ ফেব্রুয়ারিঃ পূর্ব ঘোষণামত মহিলাদের জন্য বায়ো টয়লেট বাসের উদ্বোধন করলেন কলকাতা পৌরসভার মেয়র ফিরহাদ হাকিম। এদিন কলকাতা পৌরসভার সামনে একটি আধুনিক মহিলা টয়লেট বাসের শুভসূচনা হয়। হাজির ছিলেন একঝাঁক মহিলা তৃণমূল কাউন্সিলররা। এই অত্যাধুনিক বাসে মহিলাদের জন্য বিভিন্ন পরিষেবা প্রদান করা হচ্ছে। একদিকে মহিলাদের জন্য রয়েছে বায়ো টয়লেট অন্যদিকে রয়েছে ব্রেস্ট ফিডিং রুম রয়েছে মহিলাদের জন্য চেঞ্জিং রুম। আগেই মেয়র ফিরহাদ হাকিম এই বাসের কথা জানিয়েছিলেন। সেই প্রতিশ্রুতির মত আজকে পতাকা দেখিয়ে এই বাসের পরিষেবা প্রদানের জন্য ছাড়া হল। এই বাস শহরের বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে ঘনবসতি অঞ্চলসহ অফিস পাড়া ও মার্কেট ও বাজার অঞ্চলে ঘুরবে। অনেক সময় কাজের ক্ষেত্রে বাইরে বেরোনোর সময় মহিলাদের বিভিন্ন সময় শৌচালয় নিয়ে সমস্যায় পড়তে হয়। আবার অনেক সময় শিশুকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে সমস্যার সম্মুখীন হন। তাদের সুবিধার্থে এই বায়ো টয়লেট বাস পরিষেবার ব্যাবস্থা গ্রহন করেছে কলকাতা পৌর সংস্থা।

জানি না কেউ তাঁকে নিরাপত্তা দিচ্ছেন কি না প্রধান বিচারপতি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২০ ফেব্রুয়ারিঃ সন্দেশখালি প্রসঙ্গে এই প্রথম মুখ খুললেন কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম। সন্দেশখালিতে রাজ্য বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী যাওয়ার অনুমতি সংক্রান্ত মামলার শুনানি চলাকালীন প্রধান বিচারপতি সন্দেশখালি প্রসঙ্গে বলেন, ''তিনি (শেখ শাহজাহান) একজন জেলা পরিষদের সদস্য। তিনি কোনওভাবেই আইন অমান্য করতে পারেন না।'' প্রধান বিচারপতির বক্তব্য, ''স্বতঃপ্রণোদিত মামলায় তাঁকে আত্মসমর্পণ করার নির্দেশ দিতে পারি।'' সন্দেশখালি প্রসঙ্গে প্রধান বিচারপতি আরও বলেন, ''তিনি পালিয়ে বেড়াচ্ছেন। ১৮ দিন কেটে গেলেও কিছু হয়নি। জানি না কেউ তাঁকে নিরাপত্তা দিচ্ছেন কি না।''

একশো দিনের কাজে টাস্ক ফোর্স গড়ে দিল নবান্ন

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২০ ফেব্রুয়ারিঃ একশো দিনের কাজের টাকা দেবে রাজ্য সরকার। কেন্দ্রীয় সরকার এই টাকা আটকে রেখেছে বলে অভিযোগ। এই টাকা দেওয়ার কথা আগেই ঘোষণা করেছেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এবার সেই টাকা দিতে টাস্ক ফোর্স গঠন করল রাজ্য সরকার। আগামী ২৬ ফেব্র্যারি থেকে ১০০ দিনের কাজের টাকা দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তাই গঠন করা হয়েছে এই টাস্ক ফোর্স। এই টাস্ক ফোর্সের মাথায় রয়েছেন পঞ্চায়েত দফতরের সচিব পি উলগানথন। তাঁর সঙ্গে ওই কমিটিতে রয়েছেন আরও তিন আইএএস অফিসার। সূত্রের খবর, মোট আটজন সরকারি অফিসার এই টাস্ক ফোর্সে কাজ করবেন। এদিকে আর পাঁচদিন পর থেকে একশো দিনের কাজ প্রকল্পে ২১ লক্ষ শ্রমিকের বকেয়া টাকা ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে পাঠাতে শুরু করবে নবান্ন। এই টাকা যেন দু'বার একজনের কাছে না যায়। কোনও জবকার্ড হোল্ডার যেন অভিযোগ করতে না পারেন যে টাকা পেলেন না। আর ভুয়ো কেউ যেন টাকা না পায় তাই এই টাস্ক ফোর্স গঠন করা হয়েছে। নবান্ন সূত্রে খবর, টাকা দেওয়ার কাজ নির্বিঘ্নে করতেই আজ টাস্ক ফোর্স গঠন করা হয়েছে। গ্রামবাংলার মোট ২৪ লক্ষ ৫০ হাজার লাখ মানুষ এই টাকা পাবেন।

শাহজাহান সন্দেশখালিতেই রয়েছে, সিবিআই অভিযান চালালেই ধরা পড়বে, বললেন শুভেন্দু

দুরন্ত বার্তা, সন্দেশখালি, ২০ ফেব্রুয়ারিঃ সন্দেশখালির নির্যাতিতারা বারবার অভিযোগ করেছেন তাঁদের উপর অত্যাচারের কথা। কেউ বলেছেন বাড়ি ঘর ভেঙে দেওয়া হয়েছে। কেউ জানিয়েছেন, কোল থেকে বাচ্চা ফেলে দেওয়া হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে মঙ্গলবার সন্দেশখালির গ্রামে পৌঁছতেই বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীকে নিজেদের ভয়ের কারণ জানালেন গ্রামবাসীরা। রাত্রিবেলা গ্রামে ঢুকে কীভাবে ভয় দেখানো হচ্ছে তাঁদের সে কথাও জানান তাঁরা। পাল্টা শুভেন্দু অধিকারী সকলকে একজোট হয়ে লড়াইয়ের পরামর্শ দেন। এ দিন শুভেন্দু সন্দেশখালির ৮ নম্বর মাঝেরপাড়ার বিনাপানি সমাজ কল্যাণের মাঠে বসে গ্রামবাসীদের সঙ্গে কথা বলেন। তিনি নন্দীগ্রামের প্রসঙ্গ তোলেন। বিরোধী দলনেতা বলেছেন, ''সন্ধ্যের পর কোনওভাবে বহিরাগতদের দেখেন, তাহলে শাঁখ বাজাবেন। সেই সময় সবাই সতর্ক হয়ে যাবেন। একজোট হয়ে লড়াই করবেন।'' প্রসঙ্গত, এর আগে যে নির্যাতিতার অভিযোগের ভিত্তিতে প্রথমে উত্তম সর্দারের বিরুদ্ধে গণধর্ষণের মামলা রুজু হয়েছিল, তাঁর বাড়িতে রাত্রিবেলা ভাঙচুরের অভিযোগ ওঠে। অভিযোগকারিনী জানান, ''আমার বাড়িঘর ভেঙে দিয়েছে। ঘরের নিচটা ভেঙে দিয়ে দেখার চেষ্টা করছিল আমি ঘরে আছি কি না। রাত সাড়ে এগোটা নাগাদ এসেছিল। আমি বাচ্চা নিয়ে লুকিয়ে রয়েছি। রাতে থাকলে, আজ টিভিতে আমার বডি দেখাত।'' তার আগে এই সন্দেশখালিরই অপর এক মহিলা

তথা বিজেপি কর্মী ভুজঙ্গ দাসের স্ত্রী অভিযোগ করেছিলেন, পুলিশের পোশাকে তাঁর বাড়িতে কয়েকজন ঢোকেন। তারপর তাঁর সন্তানকে কোল থেকে ফেলে দেন। ভাঙচুর করেন বাড়িঘর। ওই মহিলা জানিয়েছিলেন, ''পুলিশের সঙ্গে দুষ্কৃতী এসেছিল। গেটে লাথি মারছিল। আমার কোলের বাচ্চাকে ফেলে দিয়েছিল। এমনকী পুরুষ পুলিশ আমার হাতের পলা ভেঙেছে। চুল টেনেছে, নাইটি ধরে টেনেছে। তারপর গ্রামের লোক ঘটনাস্থলে আসতেই ওরা পালিয়ে যায়। এমনকী একটা পুলিশের তো লাথি মারতে গিয়ে প্যান্ট ফেটে গিয়েছে।'' ফলত, বারবার যে অভিযোগ আসছিল, বহিরাগতরা এসে এলাকা ভাঙচুর করছে এবার তারই উপায় বাতলে দিলেন শুভেন্দু। শুভেন্দুর অভিযোগ, গরিব মানুষের এক হাজার একরের বেশি জমি দখল করে রেখেছে শাহজাহান এবং তাঁর দলবদল। শুভেন্দুর কথায়, ''এসসি, এসটিদের জমিও ছাড়েনি। নিজের চোখে ৭০৩ বিঘার জলা জমি দেখে এলাম। সবাইকে বলেছি, নিজেদের পজিশন নিন। তবে আইন হাতে তুলে নেবেন না।'' এরপরই শুভেন্দুর দাবি, ''শাহজাহান এলাকাতেই রয়েছে। সিবিআই যদি আগামীকাল থেকে মাঠে নামে, কেন্দ্রীয় বাহিনী নিয়ে তল্লাশি চালায়, তাহলে শাহজাহান ধরা পড়বে। তবে কোনও কারণে যদি বাংলাদেশে পালিয়ে গিয়ে থাকে বা চেষ্টা করে, সেক্ষেত্রে বিএসএফকে বলব সতর্ক থাকতে।'' আগামী সোমবার ফের সন্দেশখালিতে আসবেন জানিয়ে বিরোধী দলনেতা বলেন, ''সন্দেশখালিতে আমরা ক্যাম্প চালু করছি। অত্যাচারিত মানুষকে আইনি সেবা এবং মেডিকেল সেবা দেওয়ার জন্য এই ক্যাম্প চালু করা হচ্ছে।'' গত বৃহস্পতিবারের পর এদিনও সন্দেশখালিতে যাওয়ার পথে পুলিশি বাধার মুখে পড়েন বিরোধী দলনেতা। তবে আদালত অনুমতি দেওয়ায় সন্দেশখালিতে পৌঁছন বিরোধী দলনেতা। পরে কলকাতা হাইকোর্টের রায়কে ঐতিহাসিক আখ্যা দিয়ে বিরোধী দলনেতা বলেন, ''এত বাধার নিট ফল জিরো। ভারতবর্ষে সংবিধান শেষ কথা বলে, সেটা প্রমাণ হয়েছে। আমরা ধৈর্য্য রেখেছিলাম বলেই একটা লক্ষ্য আজ পৌঁছতে পারলাম।'' সন্দেশখালিতে পৌঁছে এদিন বিরোধী দলনেতার দাবি, শাহজাহান ফিনিশ। এলাকার বাসিন্দাদের পাশে থাকার আশ্বাস দিয়ে তিনি বলেন, ''আপনারা পাশে থাকুন। সন্দেশখালির সবকিছু পরিবর্তন হবে।''

'ভুয়ো খবর ছড়িয়ে ফায়দা তুলতে চাইছেন মুখ্যমন্ত্রী', মোদিকে চিঠি শুভেন্দুর

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২০ ফেব্রুয়ারিঃ আধার বিতর্ক ক্রমেই বাড়ছে। ইতিমধ্যেই ক্ষোভ প্রকাশ করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে চিঠি লিখেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তা নিয়ে রাজনৈতিক মহলে চাপানউতোর চলছিলই। এবার পাল্টা আসরে নামলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তিন পাতার চিঠি চলে গিয়েছে মোদির কাছে। শুভেন্দুর অভিযোগ, রাজনৈতিক লাভের জন্য আধার ইস্যুতে আতঙ্ক তৈরি করছেন মুখ্যমন্ত্রী। আধার কার্ডের পরিবর্তে সরকারের পক্ষ থেকে যে বিকল্প কার্ডের কথা বলা হচ্ছে তা সম্পূর্ণভাবে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যেই। এ বিষয়ে একটি টুইটও করেছেন শুভেন্দু। সেখানেই শুভেন্দু লেখেন, 'মুখ্যমন্ত্রী ইচ্ছাকৃতভাবে রাজনৈতিকভাবে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভুয়ো খবর ছড়িয়ে করে রাজ্যের জনগণের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি করছেন। আধার কার্ডের বিকল্প হিসাবে একটি পরিচয়পত্র দেওয়ার আশ্বাসও সংবিধান বিরোধী। আমি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে এ বিষয়ে চিঠি লিখে জানিয়েছি।' শুভেন্দুর এই পোস্ট সামনে আসতেই তা নিয়ে নতুন করে শোরগোল শুরু হয়েছে রাজনৈতিক মহলে। এদিকে মমতা আবার আগেই মোদিকে যে চিঠি লিখেছেন তাতে আধার কার্ড ডিঅ্যাক্টিভেশন নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করতে দেখা গিয়েছে তাঁকে। সাফ লিখেছেন, 'ইউআইডিএআই কোনও ফিল্ড এনকোয়ারি ছাড়া এই কাজ করেছে। রাজ্যকে না জানিয়েই আধার কার্ড ডিঅ্যাক্টিভেশনের নোটিস পাঠিয়েছে একাধিক বাড়িতে। আগাম না জানিয়ে কীভাবে এটা করা হতে পারে অবাক লাগছে।' মমতার প্রশ্ন, লোকসভা ভোটের আগে ভয়ের আবহ তৈরি করতেই কী এটা করা হচ্ছে? এরপরই নবান্ন থেকে তাঁর গলায় আশ্বাসবাণী। বলতে শোনা যায়, আধার কার্ড নিয়ে যারা ছেলেখেলা করছেন, মানুষকে বঞ্চিত করার চেষ্টা করছেন, আঁধার জগতে মানুষ তাদের ফেলবে। বিকল্প কার্ড দেব আমরা। এরইমধ্যে পাল্টা শুভেন্দুর চিঠি যেতেই শোরগোল। যদিও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণবের সঙ্গে দেখা করার আশ্বাসের সুর শোনা গিয়েছে কেন্দ্রীয় জাহাজ প্রতিমন্ত্রী তথা বনগাঁর সাংসদ শান্তনু ঠাকুরের গলায়। বলছেন, দ্রুত সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।

লখনউয়ের রিং রোড পরিদর্শন করলেন রাজনাথ, জানালেন ২৮ ফেব্রুয়ারির মধ্যেই শেষ হবে কাজ

লখনউ, ২০ ফেব্রুয়ারিঃ লখনউয়ের রিং রোড পরিদর্শন করলেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। মঙ্গলবার সুলতান রোড সাইড থেকে লখনউ রিং রোড পরিদর্শন করার পর প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং বলেছেন, নির্মাণের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিংরা বলেছেন, এটি ২৮ ফেব্রুয়ারির মধ্যে শেষ হবে। মার্চের প্রথম সপ্তাহে ১০৪ কিলোমিটার লখনউ রিং রোডের উদ্বোধন করা হবে। যানজট থেকে মুক্তি পাবেন লখনউয়ের বাসিন্দারা।সুলতান রোড সাইড থেকে লখনউ রিং রোড পরিদর্শন করার পরে প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং আরও বলেছেন, ১০৪ কিলোমিটার দীর্ঘ লখনউ রিং রোড আমাদের স্বপ্নের প্রকল্প ছিল। এটি একটি ৮-লেনের রাস্তা। ফেব্রুয়ারির শেষ অথবা মার্চের প্রথম সপ্তাহে সমগ্র রাস্তাটি শেষ হবে। এরপর প্রধানমন্ত্রী মোদী উদ্বোধন করবেন।

তুষারপাতের পর বরফে ঢাকা গুলমার্গ মজায় পর্যটকেরা, তুষারধসেরও আশঙ্কা

শ্রীনগর, ২০ ফেব্রুয়ারি ঃ যে দিকে চোখ যায়, শুধু বরফ আর বরফ। গুঁড়ো গুঁড়ো বরফের চাদরে মোড়া চারপাশ। নতুন করে তুষারপাতের পর সেই দৃশ্যই চোখে পড়ল জম্মু ও কাশ্মীরের গুলমার্গে। উচ্ছ্বসিত পর্যটকেরা। বরফ দেখার জন্য প্রতি বছর জম্মু ও কাশ্মীরের গুলমার্গে হাজির হন পর্যটকেরা। নৈসর্গিক দৃশ্যের পাশাপাশি স্কিয়িং-সহ বিভিন্ন খেলাধুলোরও ব্যবস্থা থাকে এখানে।এ বছর শীতের শুরুতে বরফের দেখা মেলেনি গুলমার্গে, কিন্তু ফেব্রুয়ারি মাসের তুষারপাতে বরফের চাদরে ঢাকা পড়েছে চারিদিক। বিগত ২৪ ঘন্টাতেও ভালোই তুষারপাত হয়েছে। ২১ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত এমনই আবহাওয়া থাকবে। সমতলে বৃষ্টি ও পাহাড়ে তুষারপাতের সম্ভাবনার কথা জানানো হয়েছে। গুলমার্গের মতো বরফের চাদরে ঢাকা পড়েছে কার্গিলও। এদিকে, জম্মু ও কাশ্মীরের ১০টি জেলায় হালকা, মাঝারি ও প্রবল তুষারধসের আশঙ্কার কথা জানানো হয়েছে। আগামী ২৪ ঘন্টার মধ্যে অনন্তনাগ, কুলগাম, ডোডা, কিশতওয়ার, পুঞ্চ, রামবান, বান্দিপোরা এবং বারামুল্লা জেলায় তুষারধসের সম্ভাবনা রয়েছে।

ফের বিভ্রাট মেট্রো পরিষেবায়, অফিস টাইমে গুরুত্বপূর্ণ সেবা বন্ধ হওয়ায় ভোগান্তি যাত্রীদের

কলকাতা, ২০ ফেব্রুয়ারি ঃ অফিস টাইমে থমকে গিয়ে ফের যাত্রী ভোগান্তি বাড়াল কলকাতা মেট্রো। মঙ্গলবার সকালে গিরিশ পার্ক মেট্রো স্টেশনে থমকে যায় একটি মেট্রো। এর ফলে দক্ষিণেশ্বর থেকে ময়দান পর্যন্ত পরিষেবা বন্ধ থাকে, দুর্ভোগে পানে যাত্রীরা। তবে, ময়দান থেকে কবি সুভাষ পর্যন্ত মেট্রো পরিষেবা স্বাভাবিক ছিল।মেট্রো কর্তৃপক্ষের তরফে জানানো হয়েছে, এসপ্ল্যানেড এবং পার্ক স্ট্রিট মেট্রো স্টেশনের মাঝের ডাউন লাইনে আচমকা একটি আলোর ফুলকি লক্ষ্য করেন মোটরম্যান। কী কারণে আলোর ফুলকি দেখা গেল, তা এখনও জানা যায়নি। ডাউন লাইনের কোনও ত্রুটি রয়েছে কি-না, তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। আপাতত গিরীশ পার্ক মেট্রো স্টেশন থেকে কবি সুভাষগামী ট্রেন থেকে যাত্রীদের নামতে বলা হয়। ফাঁকা ট্রেনটি প্ল্যাটফর্ম থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়।

দেখতে দেখতে ৩ বছর অতিক্রান্ত

ভোপাল, ২০ ফেব্রুয়ারি ঃ মধ্যপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান ৩ বছর আগে প্রতিদিন একটি করে চারাগাছ লাগানোর প্রতিজ্ঞা করেছিলেন। মঙ্গলবার সেই প্রতিজ্ঞার ৩ বছর পূর্ণ হয়ে চতুর্থ বছরে পড়ল। চতুর্থ বছরের প্রথম দিনে শিবরাজ সিং চৌহান, তাঁর স্ত্রী সাধনা এবং অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে স্মার্ট সিটি পার্কে ১০৮টি চারাগাছ রোপণ করেন।প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান ২০২১ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি নর্মদা জয়ন্তীতে প্রতিদিন একটি করে

কৃষক স্বার্থে নয় এমএসপি নিয়ে সরকারের প্রস্তাব ফিরিয়ে দিলেন অন্নদাতারা, দিল্লি যাওয়ার হুঁশিয়ারি

নয়াদিল্লি, ২০ ফেব্রুয়ারি ঃ এমএসপি নিয়ে ভারত সরকারের পক্ষ থেকে কৃষকদের যে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল, তা ফিরিয়ে দিলেন কৃষকরা। কৃষকদের পক্ষ থেকে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, এই সিদ্ধান্ত কৃষক স্বার্থে নয়। তাই কৃষক নেতারা ৫ বছরের জন্য এমএসপি-তে ডাল, ভুট্টা, তুলা সংগ্রহে কেন্দ্রের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছেন। সোমবার রাতে কৃষক নেতা সারওয়ান সিং পান্ধের বলেছেন, এই সিদ্ধান্ত কৃষক স্বার্থে নয়, আমরা তা খারিজ করছি। আমরা ২১ ফেব্রুয়ারি সকাল ১১টায় দিল্লির উদেশ্যে যাত্রা শুরু

করব।কৃষক নেতা সারওয়ান সিং পান্ধের আরও বলেছেন, পঞ্জাবের ৭টি জেলায় ইন্টারনেট পরিষেবা স্থগিত করা হয়েছে। পঞ্জাব সরকারকে স্পষ্ট করা উচিত, তাঁরাও অনুমতি দিয়েছে কিনা, তাঁরাও চায় কি না... হরিয়ানার সঙ্গে যোগসাজশ করে আপনার অপারেশন চলছে? পঞ্জাবে ইন্টারনেট সাসপেন্ড হওয়া উচিত নয়। আমি মনে করি না রাজ্য সরকারকে না বলে, ইন্টারনেট সাসপেন্ড করার অধিকার রয়েছে কেন্দ্রের। পান্ধের আরও বলেছেন, আমরা সরকারের কাছে আবেদন করছি, হয় আমাদের সমস্যাগুলি সমাধান করুন অথবা ব্যারিকেডগুলি সরিয়ে দিন এবং শান্তিপূর্ণভাবে প্রতিবাদ করার জন্য আমাদের দিল্লিতে যাওয়ার অনুমতি দিন।এদিকে, মঙ্গলবার সকালে পান্ধের বলেছেন, সরকারের অভিপ্রায় খুব স্পষ্ট, তাঁরা যে কোনও মূল্যে আমাদের দিল্লিতে প্রবেশ করতে দেবে না। আপনি যদি কৃষকদের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে সমাধান পেতে না চান, তাহলে আমাদের দিল্লির দিকে যাত্রা করার অনুমতি দেওয়া উচিত। পান্ধের উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেছেন, হরিয়ানার অবস্থা কাশ্মীরের মতো। আমরা ২১ ফেব্রুয়ারি দিল্লির দিকে মিছিল করব, সরকার আমাদের একটি প্রস্তাব দিয়েছে যাতে আমরা আমাদের মূল দাবি থেকে পিছিয়ে যাই। এখন যা ঘটুক তার জন্য সরকার দায়ী থাকবে।

ফের সন্দেশখালির পথে শুভেন্দুকে বাধা, ধামাখালিতে আটকে বৃন্দাও,ফের আদালতে যাওয়ার হুঁশিয়ারি

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃরাজ্যের বিরোধী দলনেতাকে ফের সন্দেশখালি যেতে বাধা। ধামাখালিতে শুভেংদু অধিকারীকে আটকানো হয়েছে। সোমবার কলকাতা হাইকোর্ট তাঁকে সন্দেশখালি যাওয়ার অনুমতি দিয়েছিল। তা সত্ত্বেও তাঁকে মঙ্গলবার আটকানো হয়েছে। মঙ্গলবার সন্দেশখালি অভিমুখে যাত্রা করেন সিপিএমের পলিটব্যুরো সদস্য বৃন্দা কারাটও। তাঁকে ধামাখালিতে আটকে দেয় পুলিশ। এ নিয়ে পুলিশের সঙ্গে বচসায় জড়িয়ে পড়েন সিপিএম নেত্রী। আটকে দেওয়া হয় শুভেন্দু-সহ ছ'জনকেও। সন্দেশখালিতে ঢোকার জন্য রয়েছে মোট পাঁচটি ঘাট। ধামাখালি ঘাট, সন্দেশখালি ঘাট, ভোলাখালি ঘাট, খুলনা ঘাট এবং জেলেখালি ঘাট- এই পাঁচটি ঘাটেই মঙ্গলবার সকালে নতুন করে ১৪৪ ধারা জারি করা

হয়। ধামাখালিতে আটকে দেওয়া হয় শুভেন্দুদের। পুলিশকে শুভেন্দু জানান, তাঁর সঙ্গে আদালতের দেওয়া ছাড়পত্র রয়েছে। তাও কেন তাঁদের সন্দেশখালি ঢুকতে দেওয়া হবে না? বিরোধী দলনেতা জানান, তাঁকে ঢুকতে দেওয়া না হলে তিনি আবার কলকাতা আদালতের দ্বারস্থ হবেন। শুভেন্দু বলেন, ' ১ ঘণ্টা অপেক্ষা করব। বেলা ১২টা ১০ মিনিটে আমি গাড়ি ঘুরিয়ে কলকাতা হাই কোর্টের বিচারপতি কৌশিক চন্দ্রের দ্বারস্থ হব। হাই কোর্টকেও মানছে না মমতার সরকার।''সন্দেশখালি রওনা দেওয়ার আগে শুভেন্দু দাবি করেছিলেন, রাজ্য সরকার এ নিয়ে ডিভিশন বেঞ্চের দ্বারস্থ হতে পারে বলে তাঁর কাছে খবর আছে। সে ক্ষেত্রে যদি হাই কোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ যদি তাঁকে সন্দেশখালি ঢুকতে নিষেধ করে, তাহলে তিনি ফিরে আসবেন।শুধু শুভেন্দুদেরই নয়, ধামাখালিতে আটকে দেওয়া হয় বন্দাদাদেরও। পুলিশের সঙ্গে বচসায় জড়িয়ে পড়েন বৃন্দারা। তিনি বলেন, ' আমাদের ঢুকতে দেওয়া হল না। এটা অগণতান্ত্রিক। শেখ শাহজাহানকে পুলিশ খুঁজে পায় না। কারণ, তিনি তৃণমূলের ছত্রছায়ায় রয়েছেন। কেউ কেউ বাংলায় রাষ্ট্রপতি শাসনের দাবি করছেন। আমি বলতে চাই, রাষ্ট্রপতির বকলমে বিজেপি শাসন চালাতে চায়। একে আমি বলি, জলে কুমীর, ডাঙায় বাঘ! বিকল্প সরকার চায় মানুষ। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অগণতান্ত্রিক শাসন বা রাষ্ট্রপতি শাসনের বকলমে বিজেপির শাসন চায় না মানুষ।''

হাইকোর্টের স্থগিতাদেশের পর নতুন করে সন্দেশখালির ১২ জায়গায় ১৪৪ ধারা জারি

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ কলকাতা হাইকোর্ট অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ দিয়েছিল সোমবারই। মঙ্গলবার আবার সন্দেশখালিতে ১৪৪ ধারা জারি।ভোলাখালি ঘাট, সন্দেশখালি ঘাট, খুলনা ঘাট, জেলেখালি ঘাট সহ ১২ জায়গায় ১৪৪ ধারা করা হয়েছে। উত্তপ্ত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে প্রথমে গোটা সন্দেশখালিতে ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছিল। কিন্তু কলকাতা হাইকোর্ট সেই নির্দেশ খারিজ করে। পরবর্তী সময়ে ১৯ জায়গায় ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছিল। কিন্তু পরিস্থিতি খতিয়ে দেখে সন্দেশখালির দাউদপুর, গোপালের ঘাট, পুলেপাড়া, আতাপুরে ধারা তুলে নেওয়া হয়েছিল পুলিশ প্রশাসনের তরফে। কিন্তু এখন নতুন করে ফের ১২ জায়গায় ১৪৪ ধারা জারি করা হল। কলকাতা হাইকোর্ট সোমবার রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীকে সন্দেশখালি যাওয়ার অনুমতি দিয়েছে। মঙ্গলবার সকালেই তিনি সন্দেশখালি রওনা দেন। তবে এদিনও তাঁকে সংঃদেশখালি যেতে পুলিশ বাধা দিচ্ছে বলে অভিযোগ করেছেন শুভেন্দু। ধামাখালি এলাকাতেই তাঁকে আটকানো হয়েছে। আদালতের নির্দেশও মানা হচ্ছে না বলে সরব হয়েছেন বিরোধী দলনেতা। সোমবার হাইকোর্টের বিচারপতি কৌশিক চন্দ্র জানিয়েছিলেন, সন্দেশখালির নির্দিষ্ট কয়েকটি জায়গায় যেতে পারবেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা। তবে কোনও প্ররোচনা দেওয়া যাবে না। বিচারপতির পর্যবেক্ষণ ছিল, প্রশাসন কোনও জায়গায় বিধিনিষেধ আরোপ করতেই পারে, কিন্তু কোনও নির্দিষ্ট ব্যক্তি সেখানে যাবেন না, এটা বলতে পারে না। শুভেন্দু অধিকারীকে সন্দেশখালিতে যেতে দিতে হবে।

বৃন্দা কারাটের নেতৃত্বে CPM-এর মহিলা ব্রিগেড যাচ্ছে সন্দেশখালিতে, ধামাখালির আগেই আটকাল পুলিশ

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ মঙ্গলবার সন্দেশখালি যাচ্ছেন সিপিএম নেত্রী বন্দা কারাট। ইতিমধ্যেই রওনা হয়ে গিয়েছেন তিনি। সন্দেশখালিতে ১৪৪ ধারার উপর স্থগিতাদেশ জারি করেছিল কলকাতা হাইকোর্ট। তবে নতুন করে আরও পাঁচটি জায়গায় নতুন করে ১৪৪ ধারা জারি হয়েছে সংঃদশখালিতে। এই পরিস্থিতিতে সিপিএম নেত্রী বৃন্দা কারাট তিনি আজ সেখানে যাচ্ছেন।এদিন সন্দেশখালি যাওয়ার পথে ধামাখালিতে এদিন বৃন্দা কারাতকে আটকায় পুলিশ। পুলিশের সঙ্গে সিপিএম কর্মীদের বচসা শুরু হয়ে যায়। চার জনকে নিয়ে তিনি সংঃদশখালি যেতে চাইলেও পুলিশের তরফে অনুমতি দেওয়া হয়নি বলে জানান কারাত। তিনি বলেন বৃন্দা, ' অগণতান্ত্রিক। পুলিশের যদি এত ক্ষমতা থাকে, তাহলে কেন শাহজাহান শেখকে গ্রেফতার করা যাচ্ছে না?সন্দেশখালিতে মেয়েদের অবস্থা শোচনীয় বলে অভিযোগ করেন বৃন্দা কারাত। এপ্রসঙ্গে তিনি বলেন, জাতীয় মহিলা কমিশন এবং এসসি কমিশন উত্তরপ্রদেশ এবং মণিপুর যাচ্ছে না। অথচ বাংলায় তারা রাষ্ট্রপতি শাসনের দাবি করছে। '' যদিও রাষ্ট্রপতি শাসনের বিরোধিতা করেছেন সিপিএম নেত্রী। তাঁর মতে, রাষ্ট্রপতি মানে বিজেপি শাসন। আমরা বিকল্প সরকার চায় মানুষ। অগণতান্ত্রিক শাসন বা রাষ্ট্রপতি শাসনের বকলমে বিজেপির শাসন চায় না মানুষ।''মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ৪টে নাগাদ সিপিএমের মহিলা সংগঠন এআইডিডব্লিউএ-এর কলকাতার অফিসে পৌঁছন সিপিএমের পলিটব্যুরো সদস্য বৃন্দা কারাত। সেখানে প্রাথমিক বৈঠক করে সন্দেশখালির উদ্দেশে রওনা দেন তিনি। সঙ্গে রয়েছেন কনিনীকা বোস ঘোষ সহ পাঁচজনের মহিলা ব্রিগেড। এদিন কলকাতায় পৌঁছে বৃন্দা কারাত বলেন, সারা দেশে সন্দেশখালির মতো ঘটনা প্রথম

ম্যারাথন জেরা শেষে নিয়োগ দুর্নীতির মামলায় ইডির জালে মিডলম্যান প্রসন্ন রায়

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ সিবিআইয়ের (CBI) পর নিয়োগ দুর্নীতিতে এবার ইডির জালে মিডলম্যান প্রসন্ন রায় (Prasanna Roy)। ট্রাভেল এজেন্সির আড়ালে কীভাবে ৪০০ কোটির সম্পত্তির মালিক? চাকরি চুরির কালো টাকাতেই কি ৪০০ থেকে ৪৫০টি সম্পত্তি? সিজিও কমপ্লেক্সে প্রায় ১০ ঘণ্টা জেরার পরে প্রসন্ন রায় গ্রেফতার । এই প্রসন্ন রায়ের বাড়ি থেকেই সিবিআই উদ্ধার করেছিল বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষের বাড়ির দলিলের কপি। স্তনিযগে দুর্নীতিতে আগেই প্রসন্নকে গ্রেপ্তার করেছিল সিবিআই। তবে কয়েক মাস আগেই উচ্চ আদালত থেকে জামিন পান। তিনি পার্থ চট্টোপাধ্যায. ও চাকরিপ্রার্থীদের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপনের কাজ করতেন, এমনই অভিযোগ। বিপুল পরিমাণ টাকা নেওয়ার অভিযোগও রয়েছে প্রসন্নর বিরুদ্ধে। নিয়োগ দুর্নীতির টাকায় তিনি প্রচুর সম্পত্তি কেনেন বলে যে অভিযোগ ওঠে, তারই তদন্তে নামে ইডি। সেই সূত্রেই প্রসন্নকে একাধিকবার তলব করা হয়। সোমবারও প্রসন্নকে ডেকে সিজিও কমপ্লেক্সের দপ্তরে জেরা করেন ইডি আধিকারিকরা। প্রায় ১১ ঘণ্টা জেরার পর রাতে প্রসন্নকে গ্রেপ্তার করা হয়। মঙ্গলবার প্রসন্ন রাযকে আদালতে পেশ করবে ইডি।মঙ্গলবার প্রসন্ন রায়কে আদালতে পেশ করবে ইডি।ইডি এবং সিবিআই সূত্রে খবর, নামে-বেনামে কমপক্ষে ৮০টির উপর সংস্থা রয়েছে প্রসন্নের। এ ছাড়া তাঁর স্ত্রী এবং নিজের নামে রয়েছে বিপুল সম্পত্তি। তার কিছু রয়েছে বিধাননগর, নিউ টাউনে বাকি শহরের অন্যান্য জায়গায়। এসএসসি নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় প্রসন্নের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল তিনি উপদেষ্টা কমিটির প্রাক্তন প্রধান শান্তিপ্রসাদ সিংহের ' এক জন ' রাজ্যের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গেও তাঁর যোগাযোগ ছিল।স্ড২০২২ সালের নভেম্বর মাসে শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় গ্রেপ্তার হন পার্থ চট্টোপাধ্যায় ' মিডলম্যান প্রসন্ন রায়। তাঁর গ্রেপ্তারির পর থেকে একের পর এক সম্পত্তির খোঁজ পাওয়া যায়। কেংদ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সূত্রে খবর, হাওড়ার গাদিয়াড়ার পাশাপাশি সুন্দরনেও প্রায় ৫০ কোটি টাকার দু'টি হোটেলের মালিক প্রসন্ন। দ্বিতীয় বিয়ের পর স্ত্রী নীলিমাকে বিলাসবহুল হোটেল দুটি উপহার দিয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, সুন্দরবনে পর্যটন ব্যবসা পোক্ত করার জন্য তিনটি বিলাসবহুল জলযানও কিনেছিলেন। তদন্তকারীদের দাবি, নিয়োগের জন্য নেওয়া ঘুষের টাকায় একের পর এক সম্পত্তি কেনা হয়েছিল।

জনাদেশকে কোনও গুরুত্ব দেন না নীতীশ কুমারঃতেজস্বী যাদব

পাটনা, ২০ ফেব্রুয়ারি ঃআরজেডি-র সঙ্গে জোট ভেঙে নীতীশ কুমার এখন এনডিএ-তে। আবারও বিহারের মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন তিনি। এই নীতীশ কুমারের এবার তীব্র সমালোচনা করলেন তাঁরই প্রাক্তন ডেপুটি তেজস্বী যাদব। মঙ্গলবার নীতীশ কুমারের তীব্র সমালোচনা করে তেজস্বী যাদব বলেছেন, জনাদেশকে কোনও গুরুত্ব দেন না নীতীশ কুমার।আরজেডি নেতা তেজস্বী যাদব মঙ্গলবার পাটনা থেকে 'জন বিশ্বাস যাত্রা'-র সূচনা করেছেন, তার আগে এদিন সকালে পাটনায় নিজ বাসভবনে তিনি পূজার্চনা করেন। উপস্থিত ছিলেন তাঁর বাবা লালুপ্রসাদ যাদব, মা

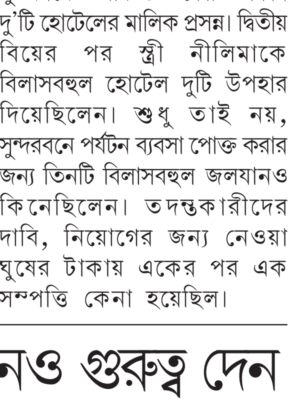

রাবড়ি দেবী ও অন্যান্যরা। নীতীশ কুমারের সমালোচনা করে তেজস্বী যাদব এদিন বলেছেন, আজ থেকে আমরা জনগণের মাঝে যাচ্ছি। নীতীশ কুমারের জোট বদলানোর কোনও দৃষ্টিভঙ্গি অথবা কোনও কারণ নেই। আমরা ১৭ মাস ধরে যে কাজ করেছি, জনগনের সামনে তা উপস্থাপন করব। মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার জনগণের রায়কে গুরুত্ব দেন না, জনগণ এর জবাব দেবে।

উপত্যকায় প্রথম বৈদ্যুতিক ট্রেনের সূচনা, বিভিন্ন প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করলেন প্রধানমন্ত্রী

জম্মু, ২০ ফেব্রুয়ারি ঃ কাশ্মীর উপত্যকা পেল প্রথম বৈদ্যুতিক ট্রেন। মঙ্গলবার জম্মুর মৌলানা আজাদ স্টেডিয়ামে আয়োজিত এক অনুষ্ঠান থেকে এই বৈদ্যুতিক ট্রেনের যাত্রার শুভ সূচনা করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। পাশাপাশি স্বাস্থ্য, শিক্ষা, রেল, সড়ক, বিমান চলাচল, পেট্রোলিয়াম, নাগরিক পরিকাঠামো-সহ বিভিন্ন সেক্টরের সঙ্গে সম্পর্কিত বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করেছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী।প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এদিন সবুজ পতাকা নেড়ে উপত্যকায় প্রথম বৈদ্যুতিক ট্রেনের যাত্রার সূচনা করেছেন। সাঙ্গলদান স্টেশন এবং বারামুল্লা স্টেশনের মধ্যে এই ট্রেনটি আপাতত চলবে। এই অনুষ্ঠান থেকেই জম্মু ও কাশ্মীরে নতুন সরকারি নিয়োগপ্রাপ্তদের হাতে চাকরির নিয়োগ পত্র বিতরণ করেছেন প্রধানমন্ত্রী। মোট ১৫০০ জনের হাতে চাকরির নিয়োগপত্র তুলে দেওয়া হয়। পাশাপাশি বিকশিত ভারত, বিকশিত জম্মু কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলেছেন প্রধানমন্ত্রী।

আধার বাতিল নিয়ে সরব সাকেত গোখলে,কর্তৃপক্ষের ব্যাখ্যা চাইলেন তৃণমূল সাংসদ

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সোমবারই রাজ্যের মানুষের আধার কার্ড বাতিল হওয়া নিয়ে সরব হয়েছিলেন । প্রশাসনিক স্তরেও এই বিষয়ে কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের উপর চাপ তৈরি করতে চাইছে রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল। শনিবারই এই বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীকে নরেন্দ্র মোদীকে চিঠি দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এ বার কার্ড নিষ্ক্রিয় হওয়া সংক্রান্ত বিতর্কে আধার কর্তৃপক্ষের বক্তব্য জানতে চেয়ে তাদের চিঠি দিলেন তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ, দীর্ঘ দিন তথ্য জানার অধিকার (আরটিআই) আইন নিয়ে কাজ করা সাকেত গোখলে।মঙ্গলবার আধার নিয়ামক সংস্থা ইউনিক আইডেন্টি ফিকেশন অথরিটি অফ ইন্ডিয়া (ইউআইডিএআই)-র সিইও অমিত আগরওয়ালকে চিঠি দিয়েছেন সাকেত। চিঠিতে চার দফা প্রশ্ন রেখেছেন তৃণমূলের রাজ্যসভার এই সাংসদ। বনগাঁর বিজেপি সাংসদ এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর এবং রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী সোমবার জানিয়েছিলেন, ' ত্রুটি'র কারণেই রাজ্যের কিছু বাসিন্দা আধার কার্ড নিষ্ক্রিয় হয়ে গিয়েছে। এই প্রযুক্তিগত ত্রুটি নিয়ে বিস্তারিত তথ্য দেওয়ার জন্য আধার কর্তৃপক্ষকে আর্জি জানিয়েছেন সাকেত।স্ড২০২০ সালের জানুয়ারি মাস থেকে এখনও পর্যন্ত আধার কার্ড নিষ্ক্রিয় হওয়ার কত গুলি ঘটনা ঘটেছে, তা-ও জানতে চেয়েছেন সাকেত। তা ছাড়াও চলতি বছরের জানুয়ারি মাস থেকে এখনও পর্যন্ত কোন কোন রাজ্যে আধার কার্ড নিষ্ক্রিয় হওয়ার ঘটনা ঘটেছে, সে নিয়ে প্রশ্ন রেখেছেন তিনি। আধার কর্তৃপক্ষের কাছে সাকেতের চতুর্থ প্রশ্ন, আধার কার্ড নিষ্ক্রিয় হলে কোন কোন পরিষেবা থেকে বঞ্চিত হবেন নাগরিকেরা? বিষয়টিকে ' বলে অভিহিত করে সাকেতের আর্জি, চিঠি পাওয়ার পাঁচ দিনের মধ্যে জবাব দিক আধার কর্তৃপক্ষ।স্ডআধার কার্ড বাতিল নিয়ে রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় অনেক মানুষের কাছে চিঠি পৌঁছেছে। গত কয়েক দিন ধরেই এ নিয়ে উদ্বেগ জানাচ্ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। যে সমস্ত মানুষের কাছে এই চিঠি আসছে তাঁদের অভিযোগ শোনার জন্য নতুন পোর্টালও শুরু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে নবান্ন। সোমবার সাংবাদিক বৈঠক করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ' আধার বাতিল হয়েছে তাঁদের আলাদা কার্ড দেবে রাজ্য। ব্যাঙ্ক বা অন্য কাজে কারও সমস্যা হবে না।''স্ডআইনি পদক্ষেপের হুঁশিয়ারির পাশাপাশি, কার্ড বাতিলের উদ্দেশ্য নিয়ে প্রশ্ন তুলে সরাসরি প্রধানমন্ত্রী মোদীকেও চিঠি দেন মমতা। প্রধানমন্ত্রীকে লেখা চিঠিতে মমতার অভিযোগ, আধার নিয়ামক সংস্থা বিধি না মেনেই অনেকের আধার বাতিল করছে। যাঁদের মধ্যে তফসিলি জাতি, জনজাতি এবং অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণিভুক্ত মানুষ রয়েছেন। মানুষের মধ্যে ' ছড়ানো এবং তাঁদের নানা পরিষেবা থেকে ' করাই এর লক্ষ্য কি না, চিঠিতে তা-ও জানতে চান তিনি।স্ডসোমবার দিল্লিতে সাংবাদিক বৈঠক করে আধার সমস্যার জন্য সাধারণ মানুষের কাছে ক্ষমাও চেয়ে নেন শান্তনু। তিনি বলেন, ' প্রযুক্তিগত ত্রুটির জন্যই এই সমস্যা হয়েছে। এ নিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং তথ্য-প্রযুক্তি মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণবের সঙ্গে আমার বৈঠক হয়েছে। সেখানে রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারও ছিলেন। বৈঠকে শাহ আমাকে এই সমস্যা মেটানোর দায়িত্ব দিয়েছেন।''স্ডঅঙ্গলবার আধার নিয়ামক সংস্থা ইউনিক আইডেন্টি ফিকেশন অথরিটি অফ ইন্ডিয়া (ইউআইডিএআই)-র সিইও অমিত আগরওয়ালকে চিঠি দিয়েছেন সাকেত। চিঠিতে চার দফা প্রশ্ন রেখেছেন তৃণমূলের রাজ্যসভার এই সাংসদ। বনগাঁর বিজেপি সাংসদ এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর এবং রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী সোমবার জানিয়েছিলেন, ' ত্রুটি'র কারণেই রাজ্যের কিছু বান্দিার আধার কার্ড নিষ্ক্রিয় হয়ে গিয়েছে। এই প্রযুক্তিগত ত্রুটি নিয়ে বিস্তারিত তথ্য দেওয়ার জন্য আধার কর্তৃপক্ষকে আর্জি জানিয়েছেন সাকেত।২০২০ সালের জানুয়ারি মাস থেকে এখনও পর্যন্ত আধার কার্ড নিষ্ক্রিয় হওয়ার কত গুলি ঘটনা ঘটেছে, তা-ও জানতে চেয়েছেন সাকেত। তা ছাড়াও চলতি বছরের জানুয়ারি মাস থেকে এখনও পর্যন্ত কোন কোন রাজ্যে আধার কার্ড নিষ্ক্রিয় হওয়ার ঘটনা ঘটেছে, সে নিয়ে প্রশ্ন রেখেছেন তিনি। আধার কর্তৃপক্ষের কাছে সাকেতের চতুর্থ প্রশ্ন, আধার কার্ড নিষ্ক্রিয় হলে কোন কোন পরিষেবা থেকে বঞ্চিত হবেন নাগরিকেরা? বিষয়টিকে ' বলে অভিহিত করে সাকেতের আর্জি, চিঠি পাওয়ার পাঁচ দিনের মধ্যে জবাব দিক আধার কর্তৃপক্ষ।স্ডআধার কার্ড বাতিল নিয়ে রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় অনেক মানুষের কাছে চিঠি পৌঁছেছে। গত কয়েক দিন ধরেই এ নিয়ে উদ্বেগ জানাচ্ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। যে সমস্ত মানুষের কাছে এই চিঠি আসছে তাঁদের অভিযোগ শোনার জন্য নতুন পোর্টালও শুরু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে নবান্ন। সোমবার সাংবাদিক বৈঠক করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ' আধার বাতিল হয়েছে তাঁদের আলাদা কার্ড দেবে রাজ্য। ব্যাঙ্ক বা অন্য কাজে কারও সমস্যা হবে না।''আইনি পদক্ষেপের হুঁশিয়ারির পাশাপাশি, কার্ড বাতিলের উদ্দেশ্য নিয়ে প্রশ্ন তুলে সরাসরি প্রধানমন্ত্রী মোদীকেও চিঠি দেন মমতা। প্রধানমন্ত্রীকে লেখা চিঠিতে মমতার অভিযোগ, আধার নিয়ামক সংস্থা বিধি না মেনেই অনেকের আধার বাতিল করছে। যাঁদের মধ্যে তফসিলি জাতি, জনজাতি এবং অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণিভুক্ত মানুষ রয়েছেন। মানুষের মধ্যে ' ছড়ানো এবং তাঁদের নানা পরিষেবা থেকে ' করাই এর লক্ষ্য কি না, চিঠিতে তা-ও জানতে চান তিনি।সোমবার দিল্লিতে সাংবাদিক বৈঠক করে আধার সমস্যার জন্য সাধারণ মানুষের কাছে ক্ষমাও চেয়ে নেন শান্তনু। তিনি বলেন, ' প্রযুক্তিগত ত্রুটির জন্যই এই সমস্যা হয়েছে। এ নিয়ে কেংদ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং তথ্য-প্রযুক্তি মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণবের সঙ্গে আমার বৈঠক হয়েছে। সেখানে রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারও ছিলেন। বৈঠকে শাহ আমাকে এই সমস্যা মেটানোর দায়িত্ব দিয়েছেন।''

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

কলকাতা,২১ফেব্রুয়ারি ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, ইংরেজীঃ২১ফেব্রুয়ারিঃ ২০২৩, ৫৩৬ চৈতণ্যাব্দ, কলিঃ ৫১২৩, সৌরঃ৮ফাল্গুন মাস, চান্দ্র ৭ মধুসুধন মাস, ১৯৪৪ শকাব্দ ২০৭৯ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৫ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ৮ ফাল্গুন মাস ১৪৩০, ভারতীয় সিভিলঃ৮ ফাল্গুন মাস ১৯৪৪, মৈতৈ ঃ১৪ শজিবু, আসামঃ২৬ চ'ত, মুসলিমঃ৬-ইদ-১৪৪৩ হিজরী শ্রীশ্রী অন্নপুর্নাপুজার গতস্থাপন (সপ্তমী)সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ২৪ঃ২৫ এবং অস্তঃবিকাল ০ঃ৫ঃ০০। চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ১ঃ২২(৮) এবং অস্তঃরাত্রি ১২ঃ১৬ঃ৫০(৮)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃসপ্তমী (ভদ্রা) রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত নক্ষত্রঃআর্দ্রা রাত্রিঃ১১ঃ২৮ঃ০১ দং ৪৫৮৪৫ পর্যন্ত পরে পুনর্বসুকরণঃবণিজ রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত পরে বিষ্টিযোগঃঅতিগণ্ড অমৃতযোগঃদিন ০৫ঃ২৪ঃ৩১ থেকে - ০৭ঃ০৪ঃ১২ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ১০ঃ২৩ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ৫৩ঃ০৪ থেকে - ০২ঃ৩২ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১২ঃ২৫ থেকে - ০৫ঃ৫২ঃ০৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ৫৬ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ০৬ঃ০২ থেকে - ০৩ঃ৫২ঃ১২ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগ রাত্রি ১০ঃ২৯ঃ০৪ থেকে - ১১ঃ১৫ঃ১৪ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৫২ঃ১২ থেকে - ০৫ঃ২৪ঃ৩১ পর্যন্ত। কুলিক বেলাঃ দিন ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ০৮ঃ৪৩ঃ৫২ পর্যন্ত। কুলিক রাত্রিঃ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ১০ঃ৩৫ পর্যন্ত। বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ২৫ থেকে - ১০ঃ০৪ঃ৫২ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ১০ঃ০৪ঃ৫২ থেকে - ১১ঃ৩৮ঃ১৮ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ০৮ঃ৪৫ঃ১২ থেকে - ১০ঃ১১ঃ৪৫ পর্যন্ত। গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ১১২৪৪ ৬১৯ (২৭) ৩ পদচন্দ্রঃ ২২১৫২৫০ (৭) ১ পদমঙ্গলঃ ৯২৭৫৩৫৯ (২৩) ২ পদবুধঃ ০২২২৫ (১) ১ পদবৃহস্পতিঃ ১০২৯৪২২৩ (২৫) ৩ পদশুক্রঃ ১০৮১৭৩ (২৪) ১ পদশনিঃ ৯২৫৪৩০ (২৩) ১ পদরাহুঃ ১২২৭৫৩ (৩) ২ পদকেতুঃ ৭২২৭৫৩ (১৬) ৪

আবহাওয়া

বৃষ্টির হতে পারে নাও হতে পারে। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ২৮.৩ডিগ্রী সেলসিয়াস ও (২) সর্বনিম্ন ১৯.০২ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড ও (১) দিনের বেলায়। আপেক্ষিক আর্দ্রতা হবে ৯২শতকরা এবং ৩৯শতকরা। বৃষ্টি হয়নি মঙ্গলবার । জোয়ার- সকাল ৫টা ২১ মিনিট এবং রাত৭টা ২০মিনিট হবে। ভাটা-সকাল-৫টা ২০মিনিট। রাত-৯টে ২১ মিনিট। সূর্য উদয় আজঃ ৬ টা ১৫মিনিটে এবং সূর্য অস্ত যাবে ঃ ৫ টা ১৫ মিনিটে।

রাশিফল

মেষরাশিঃবয়স্ক ব্যক্তিরা তাঁদের স্বাস্থ্যের যত্ন নিন। একাধিক উৎস থেকে আর্থিক লাভ হবে। শুভ **বৃষভ রাশিঃ**স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সমস্যাগুলি অস্বস্তির কারণ হতে পারে। আকস্মিক টাকাকড়ির আগমন আপনার রসিদগুলির এবং তাৎক্ষণিক খরচার খেয়াল **মিথুন রাশিঃ**আপনি অন্যদের সঙ্গে খুশি মুহূর্তের যেভাবে শেয়ার করেন সেইভাবেই স্বাস্থ্য বিকশিত হবে। কিন্তু সতর্কতা অবলম্বন করা আবশ্যক কারণ অবহেলা করলে পরে ঝামেলায় পড়তে হতে **কর্কট রাশিঃ**সংসারে শান্তি হতে পারে আজ থেকে। শুভদিন **সিংহরাশিঃ**সামাজিক জীবনের থেকে স্বাস্থ্যকে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত। নিযুক্ত যারা নিযুক্ত তারা একটি টেকসই পরিমাণ প্রয়োজন, কিন্তু অতীতে করা । **কন্যারাশিঃ**আপনার নিজের মনের উপর নিয়ন্ত্রণ আছে। আপনার বাড়তি টাকাপয়সা এমন একটি নিরাপদ স্থানে রাখুন যা আগত সময়ে আপনাকে ফেরতের প্রতিশ্রুতি দেবে। আপনার বড় **তুলারাশিঃ**স্বাস্থ্যের দিক থেকে এটি অত্যন্ত ভালো দিন। শুভদিন **বৃশ্চিক রাশিঃ** আপনি আপনার শারীরিক মনোবল বজায় রাখার জন্য খেলাধুলায় আপনার সময় ব্যয় করুন। সংসারে শান্তি হবে **ধনু রাশিঃ** আপনার ঈর্ষাপরায়ণ ব্যবহার আপনাকে দু ঃখিত এবং অবসাদগ্রস্ত করতে পারে। আর্থিক সীমাবদ্ধতা এড়াতে আপনার বাজেটে আটকে থাকুন। শুভদিন **মকর রাশিঃ**আপনার ঐক্যনাশক আবেগ এবং ঝোঁক নিয়ন্ত্রণে রাখুন। **কুম্ভ রাশিঃ**আপনার সবচেয়ে বড় সম্পদ আপনার ঠাট্টা বোধ এবং আপনার অসুস্থতা নিরাময় করার জন্য এটিকে ব্যবহার করার চেষ্টা করুন। **মীন রাশিঃ**আপনি আপনার হতাশাপূর্ণ মনোভাবের জন্য কোনো অগ্রগতি করতে অক্ষম হবেন। এটাই আপনার উপলব্ধি করার জন্য উপযুক্ত সময়. যে দুশ্চিন্তা আপনার চিন্তাশক্তির প্রতিবন্ধী হচ্ছে। উজ্জ্বল দিকে

এলাকার কাউন্সিলরের মদতেই বেদখল হয়েছে তার জমি, ডানকুনিতে অভিযোগ বৃদ্ধার

বনস্পতি দে, ডানকুনি হুগলি, ২০ ফেব্রুয়ারিঃ স্বামীর রেখে যাওয়া জমিই ভরসা বৃদ্ধার। কিন্তু সেই জমিই দখলের অভিযোগ উঠল। বৃদ্ধার দাবি, এলাকার কাউন্সিলরের মদতেই বেদখল হয়েছে জমি। এখন জমি ফিরে পেতে প্রশাসনের দুয়ারে-দুয়ারে ঘুরছেন বৃদ্ধা। অভিযোগ অস্বীকার কাউন্সিলরের। হুগলির ডানকুনি পৌরসভার ৮ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা মঞ্জুরানি ঘোষাল। ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের রায়পাড়া এলাকায় তাঁর চারকাঠা জমি রয়েছে। যার বর্তমান বাজার মূল্য কোটি টাকার কাছাকছি। মঞ্জুদেবীর স্বামী মারা গিয়েছেন বছর তিনেক আগে। তাঁর দুই ছেলে রয়েছে। বাইরে চাকরি করেন। বর্তমানে বাড়িতে একাই থাকতেন মঞ্জরানি দেবী। তবে গত কয়েক মাস ধরে বাড়িতেও থাকতে পারছিলেন না তিনি। মঞ্জু দেবীর অভিযোগ, নিজের জমি জোর পূর্বক দখল করে রেখেছেন ১৬ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর শুভজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় ও তাঁর দলবল। জায়গাটি দখলের জন্য একাধিকবার মঞ্জুরানি দেবীকে হেনস্থা করা হয়েছে বলে অভিযোগ। গত বছর মে মাসে জায়গাটি সুরক্ষিত রাখার

জন্য মঞ্জুরানি দেবীর পৌরসভার অনুমতি নিয়ে পাঁচিল দিয়েছিলেন। অভিযোগ, সেই সীমানা পাঁচিলও নাকি ভেঙে দিয়েছেন অভিযুক্ত কাউন্সিলর ও তাঁর দলবল। পাঁচিল ভেঙে দেওয়ার পাশাপাশি ওই জায়গায় বসানো হয়েছে গাছ। ফুটবল খেলার গোল পোস্টও পুঁতে দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ বৃদ্ধার। এই নিয়ে ডানকুনি থানায় তিনি অভিযুক্ত কাউন্সিলরের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগও দায়ের করেছেন। পাশাপাশি পৌরসভা সহ এলাকার বিধায়ক থেকে মন্ত্রী সকলের দ্বারস্থ হয়েছেন তিনি। তবে মেলেনি কোনও সুরাহা বলে দাবি বৃদ্ধার। যদিও কাউন্সিলর শুভজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়, নিজের বিরুদ্ধে ওঠা সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। বলেছেন, ''আমার বিরুদ্ধে রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে। যে জায়গার কথা বলা হচ্ছে সেটা এলাকার খেলার মাঠ। এটা পাড়াগত সমস্যা হয়ে থাকতে পারে। তবে আমার নাম কেন জড়াল আমি জানি না। এই নিয়ে মঞ্জুরানি দেবী কিছুই জানাননি।

অন্যদিকে, ডানকুনি পৌরসভার পুর প্রধান হাসিনা শবনম বলেন, ''মঞ্জুরানি ঘোষাল পৌরসভার অনুমতি নিয়েই তাঁর নিজের জায়গায় সীমানা পাঁচিল দিয়েছিলেন। যারা দখল করার চেষ্টা করছে বা বৃদ্ধাকে হেনস্থা করছে তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার আবেদন করব পুলিশকে।

হাইকোর্টের নির্দেশে ইডির অভিযান হাওড়ার ডেল্টা জুটমিলে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা,২০ ফেব্রুয়ারিঃ হাইকোর্টের নির্দেশে ইডির অভিযান হাওড়ার ডেল্টা জুটমিলেও। হাইকোর্টের নির্দেশে ইডির হানা হাওড়ার দক্ষিণ সাঁকরাইলের ডেল্টা জুটমিল সহ তিন জায়গায়। হাইকোর্টের নির্দেশে মঙ্গলবার সকাল থেকে ইডির তল্লাশি শুরু হয়। মঙ্গলবার সকাল ৭টা থেকে হাওড়ার সাঁকরাইলের ডেল্টা জুটমিল, কলকাতায় বালিগঞ্জে জুটমিল মালিকের বাড়িতে এবং কলকাতার কাউন্সিল হাউস স্ট্রিটে জুটমিলের অফিসে তল্লাশি চলে। মূলত প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা না পাওয়ার অভিযোগ করেছিলেন মিলের অবসরপ্রাপ্ত শ্রমিকরা। অভিযোগ ওঠে কয়েক কোটি টাকা বকেয়া রয়েছে শ্রমিকদের। তার ভিত্তিতেই এই তদন্তে নামে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। ডেল্টা জুটমিলের অবসরপ্রাপ্ত এক শ্রমিক অশোক কুমার পাশি বলেন, ২০১৬ সালে অবসর নিয়েছি। এখনও গ্র্যাচুইটি বাকি আছে। আমরা মামলা করেছি। এদিন জুটমিলে ইডি হানা দিয়েছে। আমরা আশাবাদী এবার আমরা বকেয়া টাকা ফেরত পাব।

বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ছাত্রছাত্রীদের জন্য সহায়ক সরঞ্জাম প্রদানের শিবির

দুরন্ত বার্তা, উলুবেড়িয়া,২০ ফেব্রুয়ারিঃ মঙ্গলবার উলুবেড়িয়া ১নং নম্বর ব্লকের দক্ষিণ চক্রের বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ছাত্রছাত্রীদের জন্য সহায়ক সরঞ্জাম প্রদানের জন্য চিহ্নিত করেন শিবির অনুষ্ঠিত হলো ধুলাসিমলা বোড প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। মঙ্গলবার আয়োজিত এই চিহ্নিত করন শিবিরে মোট ৬০জন ছাত্রছাত্রীকে চিহ্নিত করা হয়, এবং চিহ্নিত ছাত্রছাত্রীদের আগামী দিনে যাতে আগামী দিনে হুইল চেয়ার, কৃত্তিম অঙ্গ, বিশেষ জুতা সহ নানান সরঞ্জাম প্রদান করা হবে। বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ছাত্রছাত্রীদের চিহ্নিত করন শিবিরে উপস্থিত ছিলেন হাওড়া জেলা আই ই ডি কোন অর্ডিনেটর নীলাঞ্জন ঘোষ,ও সমগ্র শিক্ষা মিশন ও চক্র সম্পদ কেন্দ্রের বিশেষ শিক্ষিকা মৌমিতা মন্ডল,জয়ন্ত কুমার কয়াল,নির্মল কুমার হাজরা,সহ অন্যান্য।

সুন্দরবনে প্রাণী চিকিৎসার শিবির করলো একটি বহুজাতিক সংস্থা

দুরন্ত বার্তা, মথুরাপুর, ২০ ফেব্রুয়ারিঃ রিলায়েন্স ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে মঙ্গলবার দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার অন্তর্গত মথুরাপুর ২ নং ব্লকের ভেটকিপুর গ্রামে বিনা পয়সায় প্রাণী স্বাস্থ্য শিবির অনুষ্ঠিত হয়ে গেল।সুন্দরবনের পিছিয়ে পড়া এই গ্রামে অনেক দিন যাবত প্রাণীদের সঠিক চিকিৎসা না হওয়ার কারণে প্রাণীদের অনেক রকম সমস্যা দেখা যাচ্ছিল।আর তাই রিলায়েন্স ফাউন্ডেশন এদিন এই গ্রামে প্রাণীদের কে সঠিক চিকিৎসার জন্য বিনা খরচে সেই ব্যবস্থা করে দেয়। যাতে এই গ্রামের প্রাণীপালকেরা সঠিক চিকিৎসা এবং পরামর্শের মাধ্যমে প্রাণী পালন সম্পর্কে যাতে আরো বেশি ভালোভাবে কাজ করতে পারে।এদিন এই শিবিরে গ্রামবাসীরা নিজেদের গরু, ছাগল, হাঁস,মুরগি দেরকে নিয়ে আসে সঠিক চিকিৎসা পাওয়ার আশায়। এই শিবির থেকে সমস্ত প্রাণী পালকদের হাতে প্রাণীদের সমস্যা অনুযায়ী কিছু ওষুধপত্র ও তুলে দেওয়া হয়। আর এই কাজে এই গ্রামের প্রাণী পালকেরা খুশি।

প্রধানের স্বামীর থেকে প্রলোভনে ৫ লক্ষ টাকা আত্মসাতের অভিযোগে ধৃত

নিজস্ব সংবাদদাতা, জয়নগর, ২০ ফেব্রুয়ারিঃ জয়নগর ১ নং ব্লকের ঢোষা চন্দনেশ্বর পঞ্চায়েতের প্রধান রঞ্জিতা সরদারের স্বামী সৌমেন সরদারের কাছ থেকে মিথ্যা প্রলোভনে প্রায় ৫ লক্ষ টাকা হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগে সোমবার জয়নগর থানার পুলিশ জয়নগর থানার তিলপীর খুঁটিবেড়িয়ার বাড়ি থেকে ২৩ বছরের ফিরোজ মন্ডল নামে এক যুবককে গ্রেফতার করে জয়নগর থানায় নিয়ে আসে। প্রতারিত হয়ে প্রধানের স্বামী জয়নগর থানায় অভিযোগ দায়েরের পরে জয়নগর থানার পুলিশ তদন্তে নেমে ফিরোজকে গ্রেফতার করে। ধৃতকে নিজেদের হেফাজতের আবেদন করেছে জয়নগর থানার পুলিশ। ধৃতকে মঙ্গলবার জয়নগর থানা থেকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে পাঠানো হয়।

আধার কার্ড নিষ্ক্রিয় চিঠি বাড়িতে পৌঁছাতেই আতঙ্কিত বাসিন্দারা

দুরন্ত বার্তা, পূর্বস্থলী ১, ২০ ফেব্রুয়ারিঃ আধার কার্ড নিষ্ক্রিয় চিঠি বাড়িতে পৌঁছাতেই আতঙ্কিত পূর্বস্থলী ১ নম্বর ব্লকের শ্রীরামপুর পঞ্চায়েতের গঙ্গানন্দপুর এবং চাঁদপুর গ্রামের বাসিন্দারা। জামালপুর মেমারির পর এবার পূর্বস্থলী ১ নম্বর ব্লকের শ্রীরামপুর পঞ্চায়েত এলাকায় দুটি বাড়িতে পৌঁছেছে এই চিঠি আধার কার্ড নিষ্ক্রিয় হয়েছে, শ্রাবণী দেবনাথ এবং সুস্মিতা দেবনাথ এর। এছাড়াও এই এলাকায় আরও মানুষের এই রকম আধার কার্ড বাতিল হয়েছে বলে জানা গিয়েছে, তবে সেই সংখ্যাটা কত সেটি এখনো পর্যন্ত জানা যায়নি। এদিন মঙ্গলবার চাঁদপুরের বাসিন্দা শ্রাবণী দেবনাথ তিনি এদিন বলেন এই আধার কার্ড দিয়েই রেশন কার্ড ব্যাংকের বই রয়েছে, ওইগুলি বন্ধ হয়ে গেলে ব্যাপক সমস্যার মধ্যে পড়তে হবে। একই সাথে সুস্মিতা দেবনাথ এর পরিবারের সদস্যার দাবি সুস্মিতা দেবনাথ এর নামেও রয়েছে উজালা গ্যাস, ব্যাংকের বই আধার কার্ড নিষ্ক্রিয় হয়ে যাওয়ায় তারাও আতঙ্কের মধ্যে রয়েছেন। আর যা নিয়ে এদিন কেন্দ্র কে তীব্র ভৎসনা করেছেন রাজ্যের প্রাণী সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রি স্বপন দেবনাথ।যদি এ প্রসঙ্গে বিজেপির দক্ষিণ বিধানসভার কনভেনার তরুণ মল্লিক তিনি বলেন এই নিয়ে চিন্তা করার কিছুই নেই, যেখানে আধার কার্ড সংশোধন হচ্ছে সেখানে গেলেই সমস্যার সমাধান হবে।

প্রয়াত চৌরঙ্গী ছবির গায়িকা, সুরকার, প্রযোজিকা অসীমা মুখোপাধ্যায়

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২০ ফেব্রুয়ারিঃ প্রয়াত হলেন চৌরঙ্গী ছবির সংগীত পরিচালিকা ও প্রযোজিকা অসীমা মুখোপাধ্যায়। আজ কাকভোরেই না ফেরার দেশে পাড়ি দেন কিংবদন্তি গায়িকা। নিজের বাড়িতেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন অসীমা মুখোপাধ্যায়। সূত্রের খবর,গত কয়েকমাস ধরেই অসুস্থ ছিলেন অসীমাদেবী। পারকিনসন্সেরও সমস্যায় ভুগছিলেন।

হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে প্রাণ হারালেন তিনি। তাঁর মৃত্যুতে শোকের ছায়া পড়েছে বিনোদন জগতে।গায়িকা থেকে সুরকার প্রযোজিকা হিসেবে বিশাল সুখ্যাতি ছিল অসীমা মুখোপাধ্যায়ের। উত্তমকুমারের একাধিক কালজয়ী সিনেমা 'চৌরঙ্গী', 'মেমসাহেব', 'বাঘবন্দী খেলা'-তে অসীমা দেবী প্রযোজনা করেছেন। একটা সময় কাজের সূত্র ধরেই সম্পর্ক পৌঁছে গিয়েছিল পারিবারিক জায়গায়। নিজের কোনও বোন ছিল না বলে অসীমা মুখোপাধ্যায়ের থেকে প্রতি বছর ভাই ফোঁটা নিতেন মহানায়ক। উত্তম কুমারও তাঁকে দিদি বলে ডাকতেন। এক সাক্ষাত্কারে অসীমা মুখোপাধ্যায় জানিয়েছিলেন,

উত্তমকুমার-সুপ্রিয়া দেবীর ময়রা স্ট্রিটের বাড়িতে ভাই ফোঁটার সব উপকরণ নিয়ে পৌঁছে যেতেন তিনি। চার বছর এইভাবে ভাই ফোঁটা দিয়েছিলেন অসীমা দেবী। উত্তম কুমার সেই সময় ছিলেন খ্যাতির শিখরে, তবুও ফোঁটা নেওয়ার জন্য শিশুদের মতো ছটফট করতেন। বয়সে বড় হলেও ডাকতেন অসীমাদি বলে। আমার আমি নামের জীবনী বইটি একবার ভাই ফোঁটায় উপহার দিয়েছিলেন অসীমা দেবীকে। তাছাড়া প্রত্যেক বছর দিতেন শাড়ি।প্রথমে নাম ছিল অসীমা ভট্টাচার্য। পরে পরিচালক পিনাকী ভূষণ মুখার্জি কে বিবাহ করেন। তিনি দ্বিতীয় বার বিবাহ করেন অভিনেতা পার্থ মুখোপাধ্যায়কে। উত্তম কুমারের সঙ্গে একাধিক ছবিতে তিনি কাজ করেছেন। ২০১৭ সালের ২৫ ডিসেম্বর ৭০ বছর বয়সে বার্ধক্যজনিক সমস্যায় তিনি মারা যান। কালজয়ী 'চৌরঙ্গী ' সিনেমার 'বড় একা লাগে এই আঁধারে' সঙ্গীতপ্রেমীদের মনে আজীবন থেকে যাবে। উল্লেখ্য, গত শনিবারই 'চৌরঙ্গী ' সিনেমার অভিনেত্রী অঞ্জনা ভৌমিক শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। সেই ছবিরও সঙ্গীত পরিচালনা করেছিলেন অসীমাদেবী। অভিনেত্রীর মৃত্যুর রেশ কাটতে না কাটতেই একই মাসে চলে গেলেন দুই কিংবদন্তি। অসীমা মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুতে শোকবার্তায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী ও সুরকার অসীমা মুখার্জির প্রয়াণে আমি গভীর শোক প্রকাশ করছি।

তিনি আজ কলকাতায় প্রয়াত হন। বয়স হয়েছিল ৮৬ বছর। অসীমা মুখার্জি বহু জনপ্রিয় গানের সুরারোপও করেছিলেন।পশ্চিমবঙ্গ সরকার ২০২০ সালে তাঁকে সঙ্গীত মহাসম্মান প্রদান করে। অসীমা মুখার্জির প্রয়াণে সঙ্গীত জগতের অপূরণীয় ক্ষতি হল। আমি অসীমা মুখার্জির আত্মীয়-পরিজন ও অনুরাগীদের আন্তরিক সমবেদনা জানাচ্ছি।

বিধায়কের উপস্থিতিতে তৃনমূলের রাজনৈতিক আলোচনা সভা হল জয়নগরে

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,জয়নগর, ২০ ফেব্রুয়ারিঃ মঙ্গলবার জয়নগর শিবনাথ শাস্ত্রী সদনে জয়নগর বিধানসভার তৃণমূল কংগ্রেসের আহবানে সাম্প্রদায়িক স্বৈরাচারী গণতন্ত্র ধ্বংসকারী কেন্দ্রীয় বিজেপি সরকারের অমানবিক রাজনৈতিক চক্রান্তে রাজ্যের বিভিন্ন প্রকল্পের পাওনা টাকা থেকে বঞ্চিত করা সত্ত্বেও সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের সভানেত্রী মানবিক মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মানবিক চিন্তাধারায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৎপরতায় খুব দ্রুততার সাথে কেন্দ্রের বঞ্চিত জব কার্ড হোল্ডারদের টাকা ফেরত দেবার কাজ চলছে।এই কাজ কেমন চলছে জয়নগরে সে বিষয়ে এদিন একটি আলোচনা সভা হয়ে গেল। এদিন এই সভায় উপস্থিত ছিলেন জয়নগরের বিধায়ক বিশ্বনাথ দাস,জয়নগর ১ নং ব্লক তৃনমূল

কংগ্রেসের সভাপতি তুহিন বিশ্বাস, জয়নগর ২ নং ব্লক তৃনমূল কংগ্রেসের সভাপতি গোপাল চন্দ্র নস্কর,জয়নগর মজিলপুর পৌরসভার চেয়ারম্যান সুকুমার হালদার, ভাইস চেয়ারম্যান রথীন কুমার মন্ডল, গড়দেওয়ানি অঞ্চল তৃনমূল কংগ্রেসের সভাপতি শিক্ষক সাহাবুদ্দিন শেখ, জয়নগর ১ নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ঋতুপর্ণা বিশ্বাস, জয়নগর ২ নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি প্রিয়াংকা মন্ডল,জেলা পরিষদ সদস্য বন্দনা লস্কর,জেলা জয়হিন্দ বাহিনীর সহ সভাপতি রাজু লস্কর একাধিক কর্মাধ্যক্ষ সহ আরো অনেকে। সভায় মহিলাদের উপস্থিতি ছিলো চোখে পড়ার মতন।

ভুয়ো ডিরেক্টর মামলায় শহরের একাধিক জায়গায় ইডি হানা, নির্দেশ দেন বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ সকাল থেকেই ফের তল্লাশি অভিযানে নামল ইডি। জুটমিলে ভুয়ো ডিরেক্টর মামলার তদন্তে একাধিক জায়গায় হানা ইডি আধিকারিকদের। মঙ্গলবার সকাল ৭টার সময় সিজিও কমপ্লেক্স থেকে ৩টি গাড়ি পরপর বেরিয়ে যায়। কলকাতার বালিগঞ্জে জুটমিলের মালিকের বাড়ি এবং কলকাতার কাউন্সিল হাউস স্ট্রিটে 'ডেল্টা' সংস্থার অফিসে এসে হাজির হন তদন্তকারীরা। কলকাতার পাশাপাশি হাওড়া সাঁকরাইলেও তল্লাশি অভিযান চালাচ্ছে ইডি। তদন্তকারীদের সঙ্গে রয়েছেন কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানেরাও। ডেল্টা লিমিটেড এবং ওলিসা রিয়্যালিটি প্রাইভেট লিমিটেড নামক দুই সংস্থার বিরুদ্ধে কয়েকজন অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারী সম্প্রতি আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন। তাঁদের অভিযোগ ছিল, সংস্থার তরফে তাঁদের প্রাপ্য প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা দেওয়া হচ্ছে না । এই খাতে প্রায় ২১ কোটি টাকা বকেয়া

রয়েছে বলে অভিযোগ ওঠে। ওই মামলাতেই দুই সংস্থার ৫ জন ডিরেক্টরকে তলব করেছিলেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়।

সিরিয়াস ফ্রড ইনভেস্টিগেশন অফিস (এসএফআইও)-কে তিনি নির্দেশ দিয়েছিলেন ৫ জনকে জিজ্ঞাসাবাদ করার। আর সেই নির্দেশ পাওয়ার পরেই আজ সকাল থেকেই তদন্তে নেমেছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী আধিকারিকরা। কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায় এই মামলায় এসএফআইও-কে একটি অভিযোগ দায়ের জন্য থানায় অভিযোগ জানাতে বলেন।

সেই মতো মধ্য কলকাতার হেয়ার স্ট্রিট থানায় একটি অভিযোগ দায়ের হয়। তদন্ত শুরু করে ইডি। এই মামলাতে পিএফ দুর্নীতির মামলায় বড় বড় মাথা যুক্ত রয়েছেন বলে সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়। তিনি বলেছিলেন, ওঁরা আমার বদলিও করে দিতে পারেন। কিন্তু আমি এ সব বরদাস্ত করব না। ভুয়ো ডিরেক্টর নিয়োগ মামলার তদন্তে এই তল্লাশি অভিযান। আগেই এই মামলায় ইডি তদন্তের নির্দেশ দিয়েছিলেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। সেই নির্দেশ পাওয়ার পরেই তারা আজ এই অভিযানে নেমেছে। শিক্ষা দুর্নীতি মামলায় সোমবার রাতে গ্রেফতার হয়েছেন প্রসন্ন রায় । তার ২৪ ঘণ্টা কাটাতে না-কাটতেই আরেকবার সক্রিয় ভূমিকায় দেখা গেল ইডিকে।

গ্রামীণ পুলিশের হরিপাল থানার নজরকাড়া সাফল্য

দুরন্ত বার্তা, হুগলী, ২০ ফেব্রুয়ারিঃ একইসাথে দুটি বড়সড় কেসের কিনারা করলো হরিপাল থানার পুলিশ প্রশাসন। মঙ্গলবার অর্থাৎ ২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ এ দুপুরে এক নাবালিকার থেকে পেট্রোল পাম্প এর কাছে মোবাইল ছিনতাই করে ৩জন আসামী। অভিযোগ পাওয়ার পরে সিসিটিভি ক্যামেরা ক্ষতিয়ে দেখে ধৃতদের গ্রেপ্তার করেন হুগলী গ্রামীণ পুলিশের হরিপাল থানার পুলিশ প্রশাসন। ধৃতদের ৩ জনের নাম মনোরঞ্জন মন্ডল(৩০), আকাশ পন্ডিত (২২) ও সায়ন পাল(১৭) জুবেলাইন কোর্ট উত্তরপাড়ায় পাঠানো হয় এবং বাকি ধৃতদেরকে এদিন চন্দননগর কোর্টে তোলা হয়। অপরদিকে আর এক আসামীকে ব্যান্ডেল থেকে গ্রেপ্তার করে হুগলী গ্রামীণ পুলিশ। ব্যান্ডেলের তেলিখানা আশ্রম থেকে হার চুরি করে পুলিশের হাতে গ্রেফতার হয়েছিলেন ধৃত মহিলা। হরিপাল থানা থেকে গত ১৫ ই ফেব্রুয়ারী পালিয়ে গেছিলেন। সেই দাগী অপরাধী শিবাণী স্বামীকে পুলিশের অতিসক্রিয়তায় হুগলী জেলার ব্যান্ডেল থেকে পাকরাও করেন হুগলী গ্রামীণ পুলিশের হরিপাল থানার পুলিশ। বুধবার ২০ ফেব্রুয়ারিতে তাকে চন্দননগর কোর্টে নিয়ে যাওয়া হবে।

কোন্নগরে শিশু খুনের ঘটনায় মা ও বান্ধবী গ্রেপ্তার, তদন্তে পুলিশ

দুরন্ত বার্তা, কোন্নগর হুগলি, ২০ ফেব্রুয়ারিঃ কোন্নগর শিশু খুনের ঘটনায় চাঞ্চল্যকর মোর। গ্রেফতার শিশুর মা শান্তা শর্মা ও তার বান্ধবী ইফফাত পারভিন। বান্ধবীকে তার ওয়াটগঞ্জ থানার খিদিরপুর এলাকা থেকে গ্রেফতার করা হয়। শ্রীরামপুর ডিসিপি অর্নব বিশ্বাস উত্তরপাড়া থানায় সাংবাদিক বৈঠক করে জানান,দুজনে গভীর বন্ধুত্ব ছিল। বিয়ের আগে থেকে ছিল সেই বন্ধুত্ব।শান্তার বিয়ে হয় ২০১২ সালে। পারভিনের বিয়ে হয় ২০১৮ সালে।তবে মাস খানেকের মধ্যে স্বামীর ঘর ছেরে চলে আসে সে। দুজনে দুজনের বাড়ি যাতায়াত করত সেটা তাদের পরিবার জানত। গভীর রাত পর্যন্ত ফোনে গল্প করত। ঘটনার পরদিন পারভিন শান্তার বাড়ি আসে সমবেদনা জানাতে। গত ১৬ তারিখ শুক্রবার সন্ধায় খুন করা হয় শ্রেয়াংশকে। তারপর দিন শিশুর মাকে দেখা যায় তাদের পোষ্য কুকুর স্যাডোকে বিস্কুট খেতে দিতে। স্যাডো যদিও সেই বিস্কুট খায়নি। ডিসিপি আরও জানান,ঘটনাস্থল থেকে যে সব তথ্য প্রমান মিলেছে তার ভিত্তিতে। ফরেনসিক তদন্তের রিপোর্ট ও ফিঙ্গার প্রিন্ট রিপোর্ট এলাকার সিসি টিভি ফুটেজ দেখে অভিযুক্তদের জেরা করে নিশ্চিত হওয়া যায় খুনের পিছনে শিশুর মা ও তারা বান্ধবী আছে। তার ভিত্তিতে গ্রেফতার করা হয় দুজনকে। কাল দুজনকেই শ্রীরামপুর আদালতে পেশ করা হবে। রিমান্ডে নিয়ে তদন্ত এগোবে। শিশুর বাবা পঙ্কজ শর্মা বলেন, তার স্ত্রী এই ঘটনায় যুক্ত বিশ্বাস হচ্ছে না। তবে তিনি আগেই জানিয়েছিলেন পরিচিত কেউ খুন করেছে। শিশুর মেসোমশাই গৌতম অধিকারী বলেন,দুজনের সম্পর্ক ছিল জানতাম না, অভিযুক্তদের কঠিন শাস্তি চাই।

আধার কার্ড বাতিল নিয়ে একটি পোর্টাল চালু করেছে রাজ্য

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২০ ফেব্রুয়ারিঃ যাদের আধার কার্ড বাতিল করা হয়েছে সব ধরনের তথ্য দিয়ে অভিযোগ জানানোর জন্য রাজ্য সরকার আজ একটি পোর্টাল চালু করেছে। রাজ্যের আধার সমস্যার পোর্টাল নামে এখানে একজন ব্যাক্তি বাতিল হয়ে যাওয়া তার আধার নম্বর ও কেন্দ্রীয় সরকারের পাঠানো নোটিশ আপলোড করে তার বিস্তারিত তথ্য দিয়ে অভিযোগ জানাতে পারবেন। পাশাপাশি আজ রাত দশটা থেকে একটি হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর চালু করা হবে বলে নবান্ন থেকে সরকারি ভাবে জানানো হয়েছে। যার নম্বর ৯০৮৮৮৮৫৫৪৪ । উল্লেখ্য যাদের আধার কার্ড বাতিল হয়েছে অভিযোগ জানাতে আজ থেকে তাদের জন্য একটি পোর্টাল চালু করা হবে বলে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি গতকালই জানিয়েছিলেন।

আবার চালু হচ্ছে শ্রীরামপুরের রাধাবল্লভ ঘাট থেকে ব্যারাকপুর রানি রাসমণি ঘাটের মধ্যে ফেরি চলাচল

দুরন্ত বার্তা, শ্রীরামপুর হুগলি, ২০ ফেব্রুয়ারিঃ ফের চালু হচ্ছে শ্রীরামপুরের রাধাবল্লভ ঘাট থেকে ব্যারাকপুর রানি রাসমণি ঘাটের মধ্যে ফেরি চলাচল যাত্রী পরিষেবা চালু হতে আরও কয়েকদিন সময় লাগবে বলে জানিয়েছে প্রশাসন ২০২২ সালে ফের বল্লভপুর ফেরিঘাটের সংস্কারের কাজ শুরু হয় হুগলি জেলার শ্রীরামপুর ঘাট থেকে রানি রাসমণি ঘাটের ফেরি সার্ভিস। প্রায় সাড়ে পাঁচ বছর বন্ধ থাকার পর ফের চালু হচ্ছে শ্রীরামপুরের রাধাবল্লভ ঘাট থেকে ব্যারাকপুর রানি রাসমণি ঘাটের মধ্যে ফেরি চলাচল। রবিবার নবনির্মিত কংক্রিটের ফুটব্রিজ ও ভাসমান জেটির উদ্বোধন করেন শ্রীরামপুরের সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। ছিলেন শ্রীরামপুরের বিধায়ক সুদীপ্ত রায়, চাঁপদানির বিধায়ক অরিন্দম গুঁই, শ্রীরামপুরের পুরপ্রধান গিরীধারী শাহ। রাধাবল্লভ ও রাসমণি ঘাট অর্থাৎ হুগলি ও উত্তর ২৪ পরগনার দুই ফেরিঘাটের

খোলনলচে বদলে কংক্রিটের ফুটব্রিজ ও ভাসমান জেটির জন্য রাজ্যের ভূতল পরিবহণ নিগম ১২ কোটি টাকা খরচ করেছে।

২০১৯ সালে ভদ্রেশ্বরের তেলেনিপাড়ায় গঙ্গার জোয়ারে কাঠের জেটি ভেসে গিয়ে একাধিক যাত্রীর মৃত্যু হয়। তারপরেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জেলায় প্রশাসনিক বৈঠকে এসে হুগলির সমস্ত অস্থায়ী ও কাঠের জেটিকে পাকাপোক্ত করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। তারপর থেকেই জেলায় সমস্ত ফেরিঘাটের ভাসমান জেটি ও কংক্রিটের ফুটব্রিজ তৈরির কাজ পর্যায়ক্রমে শুরু হয়। ২০১৯ সালেই বল্লভপুর ফেরিঘাটের বাঁশের ফুটব্রিজ ভেঙে স্থায়ী জেটি নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছিল। করোনাকালে জেটির কাজ থমকে ছিল। ২০২২ সালে ফের বল্লভপুর ফেরিঘাটের সংস্কারের কাজ শুরু হয়। মঙ্গলবার নতুন চেহারায় ঘাটের উদ্বোধন হলেও যাত্রী পরিষেবা চালু হতে আরও কয়েকদিন সময় লাগবে বলে জানিয়েছে প্রশাসন। এ দিন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের চেষ্টায় হাওড়া, হুগলি এবং উত্তর ২৪ পরগনার প্রায় প্রতিটি ফেরিঘাট নতুন করে নির্মাণ করা হয়েছে। বামফ্রন্টের সময় নৌকা চলত, ঘাটের অবস্থা ছিল খুবই খারাপ। লোডশেডিংয়ে স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত হয়েছে।'

পরিবেশবান্ধব জলপথে শ্রীরামপুর থেকে কলকাতা পর্যন্ত ভেসেল চালুর প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে বলে জানান তিনি। উল্লেখ্য, যখন ফিরহাদ হাকিম পরিবহণমন্ত্রী ছিলেন, তখন তিনিই এই ঘাট সংস্কার ও নতুন করে নির্মাণের উদ্যোগ নিয়েছিলেন। রাধাবল্লভ ঘাটের জন্য সাত কোটি এবং রানি রাসমণি ঘাটের চার কোটি টাকারও বেশি টাকা মঞ্জুর করা হয়েছিল। উল্লেখ্য, ভদ্রেশ্বরের তেলেনিপাড়ায় দুর্ঘটনার পরে শ্রীরামপুরের দু'টি ফেরিঘাট বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। একটি এই রাধাবল্লভ ঘাট আর একটি মাহেশের লক্ষ্মীঘাট। একমাত্র শ্রীরামপুরের ধোবিঘাটে কংক্রিটের ফুটব্রিজ ও ভাসমান জেটি ছিল। সেটি চালু ছিল।

লক্ষ্মীঘাট থেকে ও পারের টিটাগড়ে ফেরি চলাচল ইতিমধ্যে শুরু হয়ে গিয়েছে। এ বার শুরু হচ্ছে রাধাবল্লভ ঘাট থেকে ব্যারাকপুরের ফেরি চলাচল। শ্রীরামপুরের বিধায়ক সুদীপ্ত রায় বলেন, 'যাত্রী স্বাচ্ছন্দে জলপথে বিপ্লব এনেছে রাজ্য সরকার। ভুটভুটি নৌকার পরিবর্তে বড় ভেসেল চালানো হচ্ছে। এতে দুর্ঘটনা ও দূষণের ঝুঁকি অনেক কম।' শ্রীরামপুরের পুরপ্রধান গিরিধারী শাহ বলেন, 'বড় যানবাহন যাতে শ্রীরামপুর থেকে টিটাগড় যেতে পারে সে জন্য বড় নৌযান চালানোর প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে।' চাঁপদানির বিধায়ক অরিন্দম গুঁই বলেন, 'রাজ্যবাসীর উন্নয়নে মুখ্যমন্ত্রীর ৬৭টি জনমুখী প্রকল্পে সব বয়সের নারী-পুরুষ উপকৃত হচ্ছেন। এতে রাজ্যের আর্থিক ও সামাজিক বিকাশ ঘটছে।'

লোকসভা ভোটের কাউন্টডাউন শুরু

হাওড়ার লিলুয়ায় দেওয়াল লিখনে নেমে পড়লেন খোদ বিধায়ক, রং তুলিতে আঁকলেন দলের প্রতীক

শ্রেয়া আদক, হাওড়া, ২০ ফেব্রুয়ারিঃ দোরগোড়ায় লোকসভা নির্বাচন। কিন্তু তার এখনও কোনও দিনক্ষণ ঠিক হয়নি। তার আগেই দেওয়াল লিখন শুরু করে দিল তৃণমূল কংগ্রেস। হাওড়ার বালি বিধানসভা কেন্দ্রের লিলুয়ায় এমনই ছবি দেখা গেল। দলের বক্তব্য, দেওয়াল লিখন শুরু করে দলের কর্মীদের মাঠে নেমে পড়ার বার্তা দেওয়া হলো। সেই জন্যই এই উদ্যোগ। কার্যত লোকসভা ভোটের আগে প্রথম দেওয়াল লিখে প্রচারে এক কদম এগিয়ে রইল বালি তৃণমূল।

আসন্ন লোকসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে হাওড়া সদর লোকসভা কেন্দ্রে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রচার কার্যত শুরু হয়ে গেল। মঙ্গলবার সকালে বালি বিধানসভার ৩৫ নম্বর ওয়ার্ডের লিলুয়া চকপাড়ায় দেওয়াল লিখন হয়। বালির বিধায়ক ডা. রাণা

চট্টোপাধ্যায় রং তুলি হাতে দেওয়াল লিখন করেন। তৃণমূল কংগ্রেসের সিম্বল আঁকেন বিধায়ক। এদিন বালির তৃণমূল বিধায়ক ডা.রাণা চট্টোপাধ্যায় বলেন, আমাদের ফল নিয়ে চিন্তা করতে হয়না। আমরা সারা বছর মানুষের পাশে থাকি। বিজেপির যে অন্যায় তার বিরুদ্ধে সারা বছর আমরা লড়াই করি। দল যাকেই প্রার্থী করুক না কেন বালি কেন্দ্র থেকে আমরা অনেক বেশি লিড দেব। উন্নয়ন আমাদের হাতিয়ার। বিজেপির কোনও এজেন্ডা, ইস্যু নেই। সেজন্য শাহজাহান কান্ডকে হাইলাইট করে দেখানো হচ্ছে। বিষয়টি প্রশাসন দেখছে।

কেউ যদি অপরাধী হন সে শাস্তি পাবে। যেটা আইন সংগত সেটাই পুলিশ এখন করছে। আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে আমরা সবকটি আসনেই জিতব।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
২৯ বর্ষ, দৈনিক ৮২ সংখ্যা, বুধবার, ৮ ফাল্গুন, ১৪৩০

চিন বেকায়দায়

ভারতকে ঘিরে রাখার চিনা কৌশলকে নষ্ট করে দিতে উদ্যোগী হয়েছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তিনি অতীতে দুইবার চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং এর সঙ্গে বৈঠক করেছেন। দোলনা রাজনীতিতে অশ গ্রহণ করেছেন। তবুও চিন তার দাবি থেকে সরে আসেনি। অরুনাচল প্রদেশকে চিন এখনও তাদের অঞ্চল বলে দাবি করতে শুরু করে দিয়েছে। এর পরে ভূটানের দিকে হাত বাড়াতে শুরু করে চিন সরকার। সেই কারণে লোককভার ভোটের আগে শেষ বিদেশ সফর হিসাবে ভুটানকে বছে নেওয়ার কথা ভেবেছেন মোদি। তিনি পরিস্কার করে বলতে শুরু করেছিলেন চিন এখন নেপালের মতো রাজনৈতিক পরিস্থিতি গড়ে তোলার চেষ্টা করছে ভুটানে। নেপালে রাজতন্ত্রের পতন যে ঘটেছিল তার পিছন চিনের উস্কানি ছিল। সেখানে চিনা কমিউনিস্ট পার্টিকে মদত দিয়েছিল চিন সরকার। নেপালে রাজতন্ত্র ভারত সমর্থক ছিল বলেই চিন সেই রাজতন্ত্রের পতন ঘটিয়ে সেখানে নির্বাচন করে গণতান্ত্রিক কমিউনিস্ট সরকারকে নিয়ে এসেছিল নিজের স্বার্থে। সেই রকম খেলা খেলতে শুরু করে দিয়েছে চিন সরকার ভুটানের ব্যাপারে। চিন যাতে নেপাল কৌশল ভূটানে প্রয়োগ না করতে পারে তার জন্য ভূটান সফর করবা ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন মোদি। প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে সরকারি সংযোগ বৃদ্ধি করার দিকে সক্রিয় হতে থাকবেন বলে মোদি সেটি পরিস্কার। আসাম সীমান্তে ভূটানের গেলেফুকে উন্নততর শহরে পরিণত করার ব্যাপারে ভূটানের রাজা জিগমে ওয়াংচুকের ব্যয়বহুল পরিকল্পনা সায় দিতেন পারেন মোদি। মোদি পরিস্কার করে বলে দিয়েছেন চিন যদি তাদের আগ্রাসন নীতি ত্যাগ না করে তাহলে ভারত তাদের সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছুক নয়। বারবার চিন সরকারকে সীমান্ত রক্ষার ব্যাপারে কথা বলতে বলা হচ্ছে এবং বৈঠক করার কথা বলা হচ্ছে। কিন্তু বৈঠক করতে চিন সরকার সময় দিতে পারছে না। নানান অজুহাত দিয়ে সেই সব সমস্যাকে জিইয়ে রাখার চেষ্টা করা হচ্ছে। সীমান্তকে অস্থির এলাকায় পরিণত করে রাখলে সেটা চিনের পক্ষে সুবিধাজনক হবে বলে কূটনৈতিক মহল মনে করে. এদিকে ভারতকে রাষ্ট্রপুঞ্জে স্থায়ী সদস্য করার ব্যাপরে বেশ কিছু শক্তিশালী রাষ্ট্র আগ্রহ প্রকাশ করেছে। তার ফলে চিন বেশ খানিকটা বেকায়দায় পড়ে গিয়েছে। পাকিস্তান এখন এ ব্যাপারে চুপ করে রয়েছে। কারণ পাকিস্তানে জানে যে ভারতের মুখ লক্ষ্য হচ্ছে কাশ্মীর। ভারত কাশ্মীর দখল করার অভিযান করবে এটা নিশ্চিত করে বলে দেওয়া যেতে পারে। তখন দেখতে পাওয়া যাবে যে চিন ভারত এক হয়ে পাকিস্তানকে বিপদে ফেলে দিয়ে কাশ্মীরটা ভারত দখল করে নিয়েছে। সেই পথ ধরেই ভারত এখন এগিয়ে চলতে শুরু করেছে। ভারত এখন সামরিক শক্তি বৃদ্ধির ওপরে বেশি করে জোর দিয়েছে. যার ফলে পাকিস্তান এখন কাশ্মীর নিয়ে কোনও উচ্চবাচ্য করছে না। এদিকে ভারত প্রেমিক ইরমান খান পাকিস্তানের নির্বাচন নজির সৃষ্টি করে ফেলেছে। যার ফলে সেখানকার সেনার প্রশাসনরা বেশ বেকায়দায়। তার ওপরে সংযুক্ত আরব আমির শাহি যেভাব ভারতের সঙ্গে দোস্তি করতে শুরু করে দিয়েছে এবং ব্যবসা বাণিজ্য করতে শুরু করে দিয়েছে তাতে বুঝতে পারা যাচ্ছে যে পাকিস্তান ইসলামি দেশগুলিতে ভালো দেশের তালিকায় নেই। পাকিস্তানের জঙ্গিরা তৎপর হতে শুরু করে দিয়েছে। বিশেষ করে পাক আফগান এলাকাগুলি পাকিস্তানের প্রশাসনের নির্দেশে চলে না। সেখানে তালিবানরা অতি সক্রিয়। জঙ্গিরা পাকিস্তানে বিকল্প প্রশাসন চালায় বলে জানতে পারা গিয়েছে। পাক সেনারা ওই সব জঙ্গি নেতাদের ভয় পায় বলে জানতে পারা গিয়েছে। জঙ্গিদের শায়েস্তা করতে গিয়ে পাক সেনা স্কুলে জঙ্গিরা প্রবেশ করে বহু সেনাদের সন্তানদের হত্যা করেছিল।. সেই ভীতি এখনও পাক সেনাদের রয়েছে। ভূটনের সঙ্গে ভারত অন্তঃরেল ব্যবস্থা চালু করবে বলে জানতে পারা দিয়েছে। গেলেফু বিমান বন্দরের উন্নতি করা হবে বলে জানা যায়। ভারতের ঝুঁকে পড়েছে ভূটান। চিনের হাত থেকে ভূটানকে রক্ষা করতে ভারতের দ্বারস্থ হয়েছে জিগমে ওয়াংচুক এটা পরিস্কার হয়ে গিয়েছে।

ইউক্রেনে অস্থির অবস্থা

আমেরিকা এবং রশিয়া ঠাণ্ডা যুদ্ধের বলির পাঠা ইউক্রেন সেটা বুঝতে পেরেছেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির জেলেনস্কি। তিনি এখন স্পষ্ট করে বলতে শুরু করে দিয়েছেন আমাদের কাছে এখন দুটি শত্রু। আমেরিকা এবং রাশিয়া। রাশিয়া আমাদের বড় শত্রু। আমেরিকা শত্রু দেশ নয় বটে। কিন্তু তারা তাদের নিজেদের স্বার্থে ইউক্রেনকে ব্যবহার কথা ভাবতে শুরু করে দিয়েছে। আমাদের কাছে রাশিয়া এবং আমেরিকা একই। রাশিয়া অস্ত্র দিয়ে যুদ্ধ করছে। ইউক্রেন ধ্বংস করছে। আর আমেরিকা তা চুপ করে বসে দেখছে। ইউক্রেনকে কোনও রকমভাবে সাহায্য করছে না। নেটো সেনারা সীমান্তে চুপ করে দাঁড়িয়ে ইউক্রেনের জনগণের আর্তনাদ শুনছে। আসলে আমেরিকা এবং রাশিয়া একই মেরুতে ঘোরাফেরা করতে শুরু করে দিয়েছে। রাশিয়া ইউক্রেন দখল করার চেষ্টা করছে। আর আমেরিকা ইউক্রেনের তাদের ব্যবসা বৃদ্ধি করার পথ খুঁজে বের করার চেষ্টা করছে। ইউক্রেনকে রাশিয়ার আগ্রাসন থেকে রক্ষা করতে নেটো সাহায্য চাওয়া হয়েছিল। কিন্তু নেটোভুক্ত দেশগুলি সেই ডাকে সাড়া দেয়নি। তার একটি মাত্র কারণ আগে থেকেই রাশিয়ার সঙ্গে আমেরিকার অলিখিত চুক্তি হয়ে গিয়েছিল। রাশিয়া ইউক্রেন প্রশাসন চালাবে। এবং আমেরিকা সেখানে ব্যবসা করবে। মার্কিন নিষেধাজ্ঞা এখন নাটকে পরিণত হতে শুরু করে দিয়েছে বলে মনে করেন জেলেনস্কি। তিনি মনে করেন, আমেরিকা এবং রাশিয়া একই মেরুতে অবস্থান করছে।

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর বলেন মা জীবনের অতি সাধারণ কথার মধ্যে দিয়ে ঠাকুর তত্ত্ব কথাকে ব্যাখ্যা করেন। ঠাকুরের দর্শন মেনে চললে জীবনে মোক্ষ লাভ হয়। মানব প্রেম হচ্ছে সবচেয়ে বড় কাজ। এর মতো মহান কাজ আর নেই। এটা যিনি করতে পারেন তিনি শ্রেষ্ঠ। তিনিই পরম পুরুষ। তিনি মহামানব। মা সব সময়ে নিজের মুখ দিয়ে মা বাণী প্রচার করেন না। মুখ দিয়েই সবাইকে ধর্ম কথা শোনাতেন। ঈশ্বরের নামগান করা মানে নিজেকে শুদ্ধ করা। আত্মাকে পবিত্র করা। শুদ্ধাচারে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করা। ঈশ্বরকে ভক্তি দিতে হবে অন্তর দিয়ে।

সাধক বামাক্ষ্যাপা

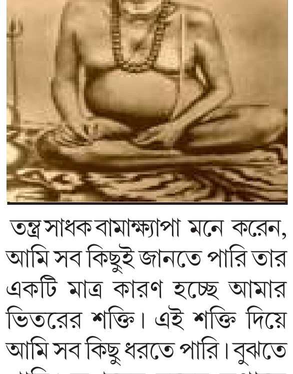

তন্ত্র সাধক বামাক্ষ্যাপা মনে করেন, আমি সব কিছুই জানতে পারি তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে আমার ভিতরের শক্তি। এই শক্তি দিয়ে আমি সব কিছু ধরতে পারি। বুঝতে পারি। অপরের মনের কথাকে বলতে পারি। মানুষের মনের কথাকে আমি অন্তর শক্তি দিয়ে অনুভব করতে পারি। আমার যে শক্তি রয়েছে সেই শক্তি দিয়ে আমার বহির্প্রকাশ করতে পারি। মানুষ দেখলে বুঝতে পারি কে কেমন। তার স্বভাব কেমন? তিনি কি চান? এটা নারীদের একটি অসীম শক্তি। এই শক্তি দিয়ে আমি সব কিছু জানতে এবং বুঝতে পারে। আসলে মা তারাপীঠই হচ্ছে মা। তিনি শক্তি। ভক্তি। তার মতো শক্তি আর কারোর নেই। শ্যামা ভবতারিণীর শক্তি সবচেয়ে বেশি। গোটা বিশ্বকে পরিচালিত করার ক্ষমতা রাখে মা কালী। তিনি হচ্ছেন আদ্যাশক্তি মাতা। শশ্মানচারিনী মাতা। জীবনে চলতে গেলে শশ্মানচারিনী মাতার শক্তির প্রয়োজন। আদ্যাশক্তির প্রয়োজন রয়েছে। শশ্মানচারিনী মাতার বলেও চলাফেরা করা সম্ভব।

কবিগুরু, দিলীপ রায় ও নেতাজির কাছ থেকেই নজরুলের স্বদেশি গীতিকারের সম্মান লাভ

রবীন্দ্র কুমার শীল
(পূর্ব প্রকাশের পর)

বিশয় হচ্ছে দেশাত্ববোধক গান। এই গান নিয়েই এখানে আলোচনা করবো। নজরুলের বিশাল গানের জগত নিয়ে আলোচনা করতে গেলে তা একটি বড় আকারে বইয়ে পরিণত হবে। তবে আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে নজরলের দেশাত্ববোধকে নিয়ে আলোচনা করা। সেই কারণে তাঁর সঙ্গীতের মধ্যে যে সব স্থানে দেশাত্ববোধ সঙ্গীত দেখতে পাওয়া গিয়েছে এবং পাশাপাশি অসাম্প্রদায়িক মনোভাবের প্রকাশ পেয়েছে তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।। স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় নজরুল যখন কবি হিসাবে নাম করতে শুরু করে দিয়েছিলেন বিশেষ করে তাঁর রচিত 'বিদ্রোহী' কবিতা বাংলার ঘরে ঘরে পৌঁছে গিয়েছে। প্রায় এক লক্ষের অধিক ব্যক্তি গান এই কবিতাটি পড়ে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়েছেন। তখন তিনিও নিজে চিন্তা করেননি যে নিজে সঙ্গীত রচনা করে সুর দেবেন এবং বাংলায় নজরুল সঙ্গীত হিসাবে তা স্বীকৃতি লাভ করবে। ১৯২১ সালে ৩/৪সি তালতলা লেনে নজরুল এবং মুজফফর আহমেদ এক সঙ্গে বাস করতেন। তখনই নজরুল এক রাতেই 'বিদ্রোহী' কবিতা রচনা করেছিলেন। সেই কবিতা নজরুলকে বিখ্যাত করে দিয়েছিল। একটি কবিতা লিখে রাতারাতি বিখ্যাত হওয়ার মতো যোগ্যতা একমাত্র নজরুলেই ছিল। তারপরে তিনি আবার 'ধূমকেতু' (১৯২২ সালের ১২ আগস্ট) পত্রিকা প্রকাশ করে যেভাবে ব্রিটিশ বিরোধী কলম ধরতে শুরু করে দিয়েছিলেন তাতে আরও তিনি সবার কাছে জনপ্রিয়তা লাভ করতে শুরু করেন। 'ধূমকেতু' পত্রিকার জন্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আর্শীবাদ দেন। ১৯২২ সালের ২২ সেপ্টম্বর সংখ্যায় নজরুলের 'আনন্দময়ীর আগমনে' কবিতাটি প্রকাশিত হলেও রাজরোষে পতিত হয়েছিলেন। এক বছর কারাদণ্ড ভোগ করেন। রবীন্দ্রনাথ যখন তাঁর 'বসন্ত' নাটিকাটি নজরুলকে উৎসর্গ করেন তখন তিনি কারাগারে। ২৭ জানুয়ারি ১৯২৩ সালে কলকাতার চিফ প্রেসিডেন্ট ম্যাজিস্ট্রেট সুইনহো'র এজলাসে মজরুলকে এক বছর কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছিল। ১৯২৩ সালের ডিসেম্বর মাসে তিনি ছাড়া পান। ৭ জানুয়ারি ১৯২৩ সালে নজরুল আদালতে একটি জবানবন্দি দিয়েছিলেন। সেই জবানবন্দিটি বিশ্বের অন্যতম সেরা জবানবন্দি বলে স্বীকৃতি লাভ করেছে। নজরুল সঙ্গীতে একেবারে নিজেকে ডুবিয়ে রাখতে শুরু করে দিয়েছিলেন ১৯২৮ সাল থেকে। তিনি সেই সময়ে সঙ্গীত চর্চার সঙ্গে বিভিন্ন রাগের ওপরে সঙ্গীত রচনা করার পাশাপাশি সুর দিতে থাকেন। আবার নিজে সেই গান গেয়ে সবাইকে মুগ্ধ করে দিতেন। কলকাতায় যেসব স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সভা সমাবেশ হতো সেখানে দেখতে পাওয়া যেত যে শোভাযাত্রায় অংশ গ্রহণকারীরা নজরুলের গান গেয়ে মিটিং মিছিল করছে। বহু স্বদেশি সভায় আরা নজরুলের গান উদ্বোধন সঙ্গীত হিসাবে ব্যবহার করা হতো। তারপরে সভার শেষে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'বন্দেমাতরম' সঙ্গীত দিয়ে সভা সমাপ্ত ঘোষণা করা হতো। নজরুলের দেশাত্ববোধক সঙ্গীত সম্পর্কে তাঁর সময়কার সঙ্গীত শিল্পী দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের পুত্র দিলীর কুমার রায়ের কথা অতি অবশ্যই এখানে উল্লেখ করতে হবে। তিনি তাঁর 'কাজী নজরুল ইসলাম' প্রবন্ধে লিখছেন, '' কাজীর গান! সে একটা যুগ গেছে। মনে পড়ে- রামমোহন লাইব্রেরীতে সুভাষ ও দেশবন্ধু উপস্থিত। তাঁর পরেই কাজীর আবির্ভাব ও ঝাঁকড়া চুল দুলিয়ে গাওয়া ঃ এই শিকল পরা ছল মোদের শিকল পরা ছল, /এই শিকল পরই শিকল তোদের করব রে বিকল।' রামমোহন লাইব্রেরীতে, ওভারটুন হলে ও য়ুনির্ভাসটি ইনষ্টিট্যিটে আমি মাঝে মাঝেই 'চ্যারিটি কনসার্ট' দিতাম নানা অর্থার্থীর সাহায্যার্থে। সেবার ছিল বোধহয় ডেটিনিউদের সাহায্যার্থে- ঠিক মনে নেই। তবে এটুকু তো ভুলতে পারিনি কাজীর এই শিকল পরার গানে দেশবন্ধু বিচলিত হয়ে উঠেছিলেন- বিশেষ, তখন সে গাইল- '' ওরে ক্রন্দন নয় বন্ধন এই শিকল ঝন্‌ঝনা, /ও যে মুক্তিপথের অগ্রদূতের চরণ-বন্দনা। এই লাঞ্ছিতেরাই অত্যাচারকে হানছে লাঞ্ছনা, /মোদের অস্থি দিয়েই জ্বলবে দেশে আবার বজ্রানল'' দধীচির আত্মোৎসর্গের ফলেই দেবতার রাজ্যরক্ষা হয়েছিল। এই সার্থক উপমার কি তুলনা আছে? এই উপমা প্রেরণা আসে উপর থেকে- যাকে অরবিন্দ তাঁর future poetry -তে নাম দিয়েছেন শ্রুতি। ঠিক এম্‌নি প্রেরণা এসেছিল তাঁর বিদ্রোহী মনে বিদ্রোহী-বন্দনায় ঃ '' আমি সেই দিন হব শান্ত যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দনরোল আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না,/ অত্যাচারীর খড়্গকৃপাণ ভীম-রণভূমে রণিবে না।/ বিদ্রোহী রণক্লান্ত আমি সেই দিন হব

শান্ত।'' কিন্তু যা বলছিলম। দেশবন্ধুর চোখে জল চিকচিক করে উঠল, সুভাষের মুখ উঠল দীপ্ত হয়ে। এর পরে কাজীর মুখে বিদ্রোহী আবৃত্তি শুনেও সুভাষ মুগ্ধ হত বরবারই। 'বল বীর, বল উন্নত মম শির!/ শির নেহারি' আমার নতশির ঐ শিখর হিমাদ্রির।'' বিদ্রোহী হওয়া এ-সংসারে সহজ নয়। মানুষ পারৎ পক্ষে কাউকে বলতে চায় না যে, সে অন্যায় করেছে।.. কিন্তু কাজী ছিলেন স্বভাববিদ্রোহী- born rebel মেলামেশায় দহরম মহরমে তার জুড়ি ছিল না বটে কিন্তু ঐ সঙ্গে অসামাজিক কথা বলতেও তার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারত না কেউ, এক মহানুভব দ্বিজেন্দ্রলাল ছাড়া। অত্যাচার, কপটতা, ভণ্ডামি, গোঁড়ামি ও সবের প্রতি এঁরা দু'জনেই ছিলেন খড়্গহস্ত।

কিন্তু কাজীর বিদ্রোহ ছিল যে আরো অগ্নিময়, ঘরোয়া, তীব্র। যখন সে গাইত তাঁর ঝাঁকড়া বাবরী চুল দুলিয়ে -'' জাতের নামে বজ্জাতি সব জাত জালিয়াৎ খেলছ জুয়া! / ছুঁলেই তোর জাত যাবে জাত ছেলের হাতের নয়ত মোয়া!/ বলতে পারিস বিশ্বপিতা ভগবানের কোন্ সে জাত? /কোন্ ছেলের তাঁর গাললে ছোঁয়া অশুচি হন জগন্নাথ? /নারায়ণের জাত যদি নাই তোদের কেন জাতের বালাই? / (তোরা) ছেলের মখে থুথু দিয়ে মার মুখে দিস ধূপের ধোঁয়া!'' দিলীপ কুমার রায় প্রায় নজরুলের বন্ধু মতো ছিল। তিনি লিখছেন, '' কাজীকে চিরদিনই আমি স্নেহ করে এসেছি অনুজের মতন। সেও আমাকে বরাবর অগ্রজের মতনই মান দিত, ভালোবাসত। অতি সরল প্রশ্নহীন একমুখী ছিল সে ভালোবাসা। তার স্বভাবের গতিই যে ছিল একমুখী সরল। তার নানা গান আমি গাইতাম বলে সে পরমান্দে তার 'বুলবুল'-এর উৎসর্গপত্রে বরণ করেছিল এই বলে-'' আমার শুধু এ-বাণী হে বন্ধু, আমার শুধু এ-গান। তুমি তারে দিলে রুপরঙ্গিমা, তুমি তারে দিলে প্রাণ!'। গায়ক দিলীপ কুমার নজরুলের গান গাইতেন। সেই গানের সুর আবার নজরুল দিতেন। বাংলার বিপ্লববাদ, সশস্ত্র সংগ্রাম এবং কংগ্রেসী আন্দোলন নিয়ে বিস্তর আলোচনা হয়। কেন তাঁদের মন থেকে কংগ্রেসের অসহযোগ এবং অহিংসা আন্দোলন একেবারে ফিকে হয়ে শুরু করে দিয়েছিল তার ব্যাখ্যাও করতেও দেখা গিয়েছে। নজরুল যে বাংলার বিপ্লববাদের সমর্থক ছিলেন তা ক্রমশ পরিস্কার হতে থাকে। সুভাষচন্দ্র নৈতিক দিক দিয়ে নজরুলকে সমর্থন করতেন তার প্রধান কারণ হল তিনি ছিলেন স্পষ্ট বক্তা, সুগায়ক, গণজাগরণের কবি এবং স্বদেশি সঙ্গীত রচয়িতা। বহুবার বিভিন্ন স্থানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে সুভাষচন্দ্র বাংলার কবি এবং লেখকদের সমর্থন করেছেন। তিনি বলেছেন, দেশে জাতীয়তাবাদের জাগরণ ঘটাতে গেলে লেখক, কবি এবং শিল্পীদের খুব প্রয়োজন। তারা না থাকলে জাতীয় জাগরণ সার্থকতা লাভ করবে না। তারাই হচ্ছেন প্রকৃত প্রেরণাদায়ক এবং জাতীয় জাগরণের উৎসাহদাতা। এঁদেরকে বাদ দিয়ে স্বাধীনতা আন্দোলন সার্থক লাভ করতে পারে না।

সুভাষচন্দ্র বোস বলছেন, ''স্বাধীন দেশে জীবনের সাথে সাহিত্যের স্পষ্ট সম্বন্ধ আছে। আমাদের দেশে তা নেই। দেশ পরাধীন বলে এ দেশের লোকেরা জীবনের সকল ঘটনা থেকে উপাদন সংগ্রহ করতে পারে না। নজরুলকে তার ব্যতিক্রম দেখা যায়। নজরুল জীবনের নানাদিক থেকে উপকরণ সংগ্রহ করেছেন, তার মধ্যে একটা আমি উল্লেখ করবো। কবি নজরুল যুদ্ধের ঘটনা নিয়ে কবিতা লিখেছেন। কবি নিজে বন্দুক ঘাড়ে করে যুদ্ধ গিয়েছিলেন, কাজেই নিজের অভিজ্ঞতা থেকে সব কথা লিখেছেন। আমাদের দেশে ঐরূপ ঘটনা খুব কম- অন্য স্বাধীন দেশে খুব বেশী। এতেই বুঝা যায় যে, নজরুল একটা জীয়ন্ত মানুষ। কারাগারে আমরা অনেকে যাই, কিন্তু সাহিত্যের মধ্যে সেই জেলজীবনের প্রভাব ক'জন দেখতে পাই। তার কারণ অনুভূতি কম। কিন্তু নজরুল যে জেলে গিয়েছিলেন, তার প্রমাণ তাঁর লেখার মধ্যে অনেক স্থানে পাওয়া যায়। এতে বুঝা যায় যে, তিনি একটি জ্যান্ত মানুষ। তাঁর লেখার প্রভাব অসাধারণ। তাঁর গান পড়ে আমার মতো বেসরিক লোকেরাও জেলে বসে গাইবার ইচ্ছা হ'ত। আমাদের প্রাণ নেই, তাই আমরা এমন প্রাণময় কবিতা লিখতে পারি না। নজরুলকে 'বিদ্রোহী' কবি বলা হয় এটা সত্য কথা। তাঁর অন্তরটা যে বিদ্রোহী, তা স্পষ্ট বোঝা যায়। আমরা যখন যুদ্ধে যাব -তখন সেখানে নজরুলের গান গাইব। আমরা যখন কারাগারে যাব, তখনও তাঁর গান গাইব। আমি ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে সর্বদাই ঘুরে বেড়াই। বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষায় জাতীয় সঙ্গীত শুনবার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। কিন্তু নজরুলের 'দুর্গম গিরি কান্তার মরু'র মতো প্রাণমাতানো গান কোথাও শুনেছি বলে মনে হয় না। কবি নজরুল যে-স্বপ্ন দেখেছেন, সেটা শুধু তাঁর নিজের স্বপ্ন নয়,- সমগ্র বাঙালী জাতির স্বপ্ন।'' ১৫ ডিসেম্বর ১৯২৯ সালে সুভাষচন্দ্র বোস কবি নজরুলকে কলকাতার অ্যালবার্ট হলে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করার সময়ে এই বক্তব্য পেশ করেছিলেন। এটা কবির প্রতি তাঁর গভীর শ্রদ্ধার প্রকাশ। কবি নজরুলের সঙ্গে তাঁর রাজনৈতিক কর্মসূচির মিল না থাকলেও কিন্তু মানসিক মিল উভয়ের মধ্যে প্রবলভাবে ছিল। সঙ্গীত শিল্পী দিলীপকুমার রায়ই নজরুলের সঙ্গে সুভাষের বন্ধুত্বের প্রাথমিক সূচনা করিয়ে দেন। তারপরে আর নজরুলকে চিনে নিতে সুভাষচন্দ্রের বেগ পেতে হয়নি। সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে কবির ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং তৎকালীন রাজনীতি নিয়ে বহু আলোচনা হয়েছে। কংগ্রেসী আন্দোলনের ধারা এবং বাংলার সশস্ত্র বিপ্লব কোন পথে তা নিয়ে বিস্তরিত আলোচনা হয়। মনে রাখতে হবে নজরুল ও সুভাষচন্দ্র বোস প্রথম দিকে মহাত্মা গান্ধির প্রতি আকর্ষিত হয়েছিলেন। পরবর্তীকালে আমরা দেখতে পেলাম নজরুল কংগ্রেসের অহিংসা আন্দোলন নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করতে থাকেন। অসহযোগ আন্দোলনের প্রতি আস্থা রাখতে পারছেন না। সুভাষচন্দ্র বোসের অবস্থা একই রকম। তিনিও কংগ্রেসের ওপরে আস্থা হারাতে শুরু করেছেন। কংগ্রেসকে নিয়ে যে স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছিলেন নজরুল ও সুভাষচন্দ্র তাতে ভাটা পড়তে শুরু করলো। মহাত্মা গান্ধি তাঁর অসহযোগ এবং অহিংসা আন্দোলন দিয়ে সুভাষচন্দ্র নজরুলকে বেশি দিন কংগ্রেসে আটকে রাখতে পারলেন না। তবে কবি নজরুল এবং সুভাষচন্দ্র বোস

বারাণসীর কড়চা ঃ কাশীর হৃদয়কেন্দ্র জ্ঞানবাপীর যে একটি নিজস্ব ইতিহাস আছে তার পুনরুদ্ধার হচ্ছে

জয়দেব দাস, কাশী
(পূর্ব প্রকাশের পর)

(বারাণসীর জ্ঞানবাপী নিয়ে দেশবাসীর আগ্রহের সীমা নেই। সেই আগ্রহকে নিরসন করার জন্য কলম ধরেছেন জয়দেব দাস যিনি কাশীর বাসিন্দা। ভারতের প্রাচীন ইতিহাসে কাশী ছিল একটি পবিত্র ধর্মীয় স্থান। সেখানে বহু হিন্দু মন্দির ছিল। মধ্য যুগের ইসলাম রাজত্বকালে বহু মন্দির ধ্বংস করা হয়েছিল। জানতে পারা গিয়েছে উত্তর প্রদেশের বর্তমান সরকার সেই সব হারিয়ে যাওয়ার মন্দিরগুলিকে উদ্ধার করে পুনঃরায় প্রতিষ্ঠা করবে।)

২০২১ সালে, রাখি সিং সহ পাঁচজন মহিলা শৃঙ্গার গৌরীর সহ অন্যান্য দেব দেবীর নিয়মিত পুজো ও দর্শনের জন্য আদালতে আর্জি করেছিলেন। বারাণসী জেলা আদালত জ্ঞানব্যাপী মসজিদের পশ্চিম দিকে খণ্ডিত মন্দিরের গ উজির্ভগৃহে পুজোর অধিকার ২০২৪এ দিয়েছে। সঙ্গে চলতে থাকবে সার্ভে এবং খোদাই। আদালতের আদেশে এ এস আই ক্রমাগত নিজের সার্ভে চালিয়ে যাচ্ছেন।

আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া (এএসআই) জ্ঞানব্যাপীতে খোদাই চলাকালীন নয়টি দেব-দেবীর ৫৫টি মূর্তি খুঁজে পেয়েছে। এএসআই তাদের প্রতিবেদনে এ কথা উল্লেখ করেছে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ৫৫টির মধ্যে সর্বোচ্চ ১৫টি শিবলিঙ্গ পাওয়া গেছে। এর মধ্যে আটটি দক্ষিণ দিকের তল ঘরে এবং ছয়টি পশ্চিম দেয়ালের কাছে পাওয়া গেছে। মূর্তিগুলো হল তিন বিষ্ণু, দুই কৃষ্ণ, তিন গণেশ, পাঁচ হনুমান, এক দ্বরপাল, দুই নন্দী, এক অপসমরপুরুষা, এক মকর, এক মন্নত তীর্থ ইত্যাদি। অধিকাংশ ভাস্কর্য তল ঘর থেকে পাওয়া গেছে। এ ছাড়া ১৪টি খণ্ডিত টুকরো পাওয়া গেছে। তদন্তের সময় শিলালিপি, টেরাকোটা, ধাতু, কাচ ইত্যাদি জিনিসপত্রও উদ্ধার করা হয়েছে। শিলালিপিতে দেবতার মূর্তি, অন্যান্য মূর্তি, গৃহস্থালির জিনিসপত্র রয়েছে। ছোট বাসন, কলসি, পাত্র, পাইপ, হুক্কার গোড়া ও পাইপ, ছিদ্রযুক্ত পাত্র, জগ, বিভিন্ন আকারের পরাই, পূর্বা, চশমা, প্রদীপ ও তার টুকরো পাওয়া গেছে। বিভিন্ন রাজত্বের ৯৩টি মুদ্রা পাওয়া গেছে। ধাতুর বস্তুর মধ্যে ৯৩টি মুদ্রা, সরঞ্জাম, গহনা ইত্যাদিও পাওয়া গেছে। ৬৪টি মুদ্রা ব্রিটিশ-ভারতের সময়কার। এর মধ্যে রয়েছে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি, রানী ভিক্টোরিয়া, এডওয়ার্ড সপ্তম এবং জর্জ পঞ্চম এর মুদ্রা। কিছু কিছু মুদ্রায় জং ধরার কারণে শনাক্ত করা কঠিন। সিন্ধিয়া রাজবংশের একটি তামার মুদ্রাও পাওয়া গেছে। এ ছাড়া দুই পয়সা, তিন পয়সা, পাঁচ পয়সা, ১০ পয়সা এবং ২৫ পয়সার মতো বিভিন্ন মূল্যের আধুনিক ভারতীয় মুদ্রা ও ধ্বংসাবশেষে পাওয়া গেছে। সংযুক্ত আরব আমিরাতের এক দিরহামের মূল্যের একটি বিদেশী মুদ্রাও পাওয়া গেছে।

জ্ঞানব্যাপী (মন্দির/মসজিদ) যেতে হলে বিশ্বনাথ মন্দিরে নব নির্মিত করিডোরের চার নম্বর গেট থেকে যেতে হবে। এই বিশাল দ্বার অনেক জায়গা ঘিরে নির্মিত। নির্মাণের সময় পার্শ্ববর্তী অনেক ঘর বাড়ি সরকার কিনে নেয় ছিল এক পুরাতন গ্রন্থাগার এবং সেই স্থানেই নির্মিত করে এক বিশাল প্রাসাদ রূপ সিংহদ্বার। কারমাইকেল লাইব্রেরী আজ ভূমিষ্ঠ, সঙ্গে হারিয়ে গেছে অনেক গ্রন্থ, বিরল পুঁথি। এখনও যার কোনও খোঁজ মেলেনি।

জ্ঞানব্যপী এক সময় কাশীর জ্ঞান কূপ রূপেই গণ্য হত। যার বিষয় নানা গ্রন্থে নানান ভাবে আমরা উল্লেখ পাই। কাশীর 'জ্ঞানবাপী' নিয়ে নানা চর্চা চলছে দীর্ঘদিন। সম্প্রতি ইতিহাস ঘাঁটতে গিয়েই আশ্চর্যভাবে বাংলা সাহিত্যে এই জ্ঞানবাপীর উল্লেখ পাওয়া গেল। 'নীলদর্পণ' রচয়িতা দীনবন্ধু মিত্র তাঁর 'সুরধুনী' কাব্যের একাংশে জ্ঞানবাপীর ইতিহাস সম্পর্কে লিখেছেন- ''বিশ্বেশ্বর-পুরাতন-মন্দির এখন /ভগ্ন অবস্থায় পড়ে, দেখিলে ভীষণ /শোকের উদয় হয় মানবের মনে, /অরে দুষ্ট আরংজিব নীচাত্মা, কেমনে /নাশিলি এমন কীর্ত্তি? ছিল না কি তোর/কিছু মাত্র পূর্ব্বকীর্ত্তি-অনুরাগ-জোর? /বর্ব্বর ভূপতি তুষ্ট পূর্ব্বকীর্ত্তি-ভঙ্গে, / প্রবালপ্রলম্ব চূর্ণ শাখামৃগ-অঙ্গে!

গঙ্গোত্রীর গোমুখ থেকে নির্গত হয়ে সাগরে মিলিত হওয়া পর্যন্ত প্রবাহমান গঙ্গার তীরবর্তী অঞ্চলগুলির তীর্থস্থান, মন্দির ও প্রসিদ্ধ স্থানগুলির ঐতিহাসিক কাহিনী ও কিংবদন্তি দীনবন্ধু মিত্র তুলে ধরেছেন তাঁর এই কাব্যে। ১৮৭১ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত এই 'সুরধুনী' কাব্য তিনি উৎসর্গ করেছিলেন তাঁর অভিন্ন হৃদয় বন্ধু, ভ্রাতৃপ্রতিম সেযুগের বিখ্যাত চিকিৎসক ড. মহেন্দ্রলাল সরকারকে। জ্ঞানবাপী অতীতে কি ছিল ! আর পরে কি হয়েছে তা দীনবন্ধু মিত্রের এই কাব্যতেই ফুটে উঠেছে। অন্ধকার 'জ্ঞানবাপী' অজ্ঞানের মূল, '' কতমত মানবের ধর্মপক্ষে ভুল। /দুরন্ত যবন যবে ভাঙ্গিল মন্দির,/আতঙ্কেতে বিশ্বেশ্বর হলেন বাহির, /দেবের উড়িল প্রাণ, জড়সড় অঙ্গ,/ ধাইল ধরণীতলে করিয়ে সুড়ঙ্গ। বাঁচিল দেবতা হেথা জ্ঞানের কৌশলে,/ এই সুড়ঙ্গেরে তাই জ্ঞানবাপী বলে। /সর্বশক্তিমান্ ব্রহ্ম বিশ্বরচয়িতা, /কোপ-কুলিশেতে যাঁর পৃথ্বী বিকম্পিতা, /যবনের ভয়ে তাঁর দূরে পলায়ন! /যেমন মানুষ তার দেবতা তেমন।''

ভারত ঐতিহ্য ঃ রাষ্ট্র সঙ্গীত বন্দেমাতরম

বাংলার বিপ্লবী আন্দোলনকে ত্বরান্বিত করতে বিপ্লবী অরবিন্দ ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের দ্বারা অনুপ্রাণিত এবং প্রভাবিত হয়েছিলেন। তিনি যে সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাস 'আনন্দমঠ' (১৮৮২) দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন সেটা তাঁর বৈপ্লবিক কর্মধারার মধ্যে দিয়ে প্রকাশিত। বিপ্লবী অরবিন্দ যেমন ভগিনী নিবেদিতার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে বাংলার বিপ্লবী আন্দোলনকে প্রতিষ্ঠা করতে উৎসাহিত হয়েছিলেন পাশাপাশি তিনি বঙ্কিমচন্দ্র দ্বারা প্রভাবিত হয়ে বিপ্লবী সংগঠন তৈরি করতে উদ্বুদ্ধ হন। আধুনিক ভারতের মানব জগতে দু'জন ঋষি। প্রথমজন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং দ্বিতীয়জন হচ্ছেন ঋষি অরবিন্দ ঘোষ। ভারতবাসীরা এই দুই মহাপুরুষকে ঋষি আখ্যায় ভূষিত করেছেন। প্রথম জন সুসাহিত্যক, কবি এবং দেশপ্রেমিক। দ্বিতীয়জন দেশপ্রেমিক, বিপ্লবী, সশস্ত্র সংগ্রামে বিশ্বাসী এবং পরে আধ্যাত্মিক জীবনধারণ। 'বন্দেমাতরম' সঙ্গীতংক বিপ্লবী দলের এবং স্বদেশি আন্দোলনের সঙ্গীত হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিপ্লবী অরবিন্দ, বিপিনচন্দ্র পাল, সরলাদেবী ঘোষাল, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস, গোপাল কৃষ্ণ গোখেল, লালা লাজপত রায় সহ আরও অনেক স্বদেশ প্রেমীরা।

বিলাবল পাক সঙ্কট কাঁধে নিতে নারাজ হলেন

এই মুহূর্তে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হওয়া মানেই হল পাকিস্তনের আর্থিক সঙ্কটকে ঘাড়ে নেওয়া। সেই কারণে বারবার বিলাবল ভুট্টো জারদারি প্রধানমন্ত্রীর হওয়ার প্রস্তাবকে ফিরিয়ে দিচ্ছেন। তিনি ভারত বিরোধী নেতা হিসাবে পরিচিত। অতীতে তিনি যখন বিদেশমন্ত্রী ছিলেন তখন কাশ্মীর নিয়ে ভারতের দিকে তীর ছুঁড়তে শুরু করে দিয়েছিলেন। আমেরিকার সফর করেই সেখানকার বিমান বন্দরে নামার সময়ে তিনি কাশ্মীরে নিয়ে ভারতকে অবস্থানের নিন্দা করেছিলেন এবং কাশ্মীরে গণভোট করার পক্ষে বারবার কথা বলতে শুরু করে দিয়েছিলেন। আমেরিকা সরকার সেই সময়ে পাক বিদেশ মন্ত্রী বিলাবল ভুট্টোরর কথায়য সায় দেয়নি বা কোনও ইচিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করার ইঙ্গিত দেয়নি। তার ফলে বিলাবল ভুট্টো মার্কিন সরকারের ওপরে ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। তিনি এখন আর কোনও রকমভাবে ভারত বিরোধী কথা বলছেন না। কারণ তিনি বুঝত পেরে গিয়েছেন যে জি-২০ সম্মেলন করে ভারত এখন বেশ বিশ্ব সম্মানজনক স্থানে অবস্থান করছে। তার ওপরে ইজরায়েলের সঙ্গে ভারতের নিবিড় সম্পর্ক তৈরি হয়ে রয়েছে। ভারতে এখন রাষ্ট্রপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য হওয়ার পক্ষে যথেষ্ট সমর্থন পেতে শুরু করেছে। বিশেষ করে রাশিয়া এ ব্যাপারে ভারতকে সমর্থন করবে বলে জানতে পারা গিয়েছে। চিন ভারতের নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য হওয়ার পক্ষে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে। কিন্তু আমেরিকা, রাশিয়া, ব্রিচেন এবং ফ্রান্স যদি ভারতকে সমর্থন করে তাহলে ভারতের পক্ষে যে কোনও সময়ে রাষ্ট্রপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য হওয়াটা অবাক হওয়ার বিষয় হবে না। পাকিস্তান এখন যথেষ্ট সতর্ক হয়ে পা ফেলতে শুরু করে দিয়েছে। এদিকে সংযুক্ত আরব আমির শাহি এবং কাতারের সঙ্গে ভারতের মৈত্রী হওয়ার ফলে পাকিস্তান দেশ কোনওঠাসা অবস্থায় রয়েছে। চিনকে কেউ বিশ্বাস করতে চাইছে না। চিনের লক্ষ্য হল মৈত্রী এবং আর্থিক সাহায্য করে অন্য দেশে নিজেকে

প্রবেশ করিয়ে দেওয়া। চিন এখনও তার আগ্রাসন নীতি থেকে সরে আসেনি। অরুণাচল প্রদেশ থেকে শুরু করে ভূটানের দিকে চিন নজর দিতে শুরু করেছে। হিমালয় পাদদেশে ভারতের যেসব রাজ্য রয়েছে সেখানে চিন প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করেছে। গোয়েন্দা রিপোর্ট বলতে শুরু করেছিল দার্জিলিং এলাকায় যে অসন্তোষ দেখা দিতে শুরু করে ছিল তার মূলে নাকি চিনের উস্কানি ছিল। এদিকে বাংলাদেশে চিন ধীরে ধীরে প্রবেশ করতে শুরু করেছে। চিন সেখানকার উন্নয়ন আর্থিক সহায়তা দিতে শুরু করেছে এবং তার পরিবর্তে চিন বাংলাদেশের বন্দর লিজ নেওয়ার ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করতে শুরু করেছে। চিনি এখন বাংলাদেশে একটি সামরিক শিবির তৈরি করার কথা ভাবছে বলে জানতে পারা গিয়েছে। কাশ্মীরে আর্থিক করিডর চিন তৈরি করছে সেটি আসলে একটি ব'কলমে চিন সামরিক নজরদারি কেন্দ্র রূপে পরিচিতি লাভ করবে বলে জানতে পারা গিয়েছে। চিন এখন পরিবেশ গবেষণাকে অবলম্বন করে আকাশে বেলুন পাঠতে শুরু করেছে। সেই বেলুনে উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন ক্যামেরা পর্যন্ত রয়েছে বলে জানা গিয়েছে। আসলে চিন এখন এশিয়ার দেশগুলির ওপরে খবরদারি করার কথা ভাবছে। সেই সঙ্গে রাশিয়াকে এখন বগলদাবা করে রাখা হচ্ছে। আমেরিকার সঙ্গে ব্যবায়সিক সম্পর্ক তৈরি করছে এবং ব্রিটেনের সঙ্গে হাত মিলিয়ে চলার চেষ্টা করছে। চিনা পণ্য বলতে গেলে এখন প্রায় সব দেশেই কম বেশি ক্রয় বিক্রয় হতে শুরু করেছে। তার ফলে আর্থিক দিক দিয়ে চিন শক্তিশালী হচ্ছে।

'গ্রাম চলো অভিযানে'র ভূমিকায় অসন্তোষ প্রকাশ দুঃস্থ পরিবারগুলির

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২০ ফেব্রুয়ারি ঃ লোকসভা নির্বাচনের মুখে বিজেপি সাংসদের 'গ্রাম চলো অভিযান'র ভূমিকায় অসন্তোষ প্রকাশ করলেন পুরাতন মালদা পুরসভা এলাকার একাংশ দুঃস্থ পরিবারগুলি। তাঁদের অভিযোগ, এদিন এই কর্মসূচির মাধ্যমে উত্তর মালদার বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মু অবস্থাসম্পন্ন পরিবারগুলির বাড়ি বাড়ি গিয়ে নিজেদের প্রচার চালিয়েছেন। এলাকায় দুঃস্থ পরিবার গুলি কি অবস্থায় রয়েছে, কেন তাদের আবাস প্রকল্পের টাকা আটকে রাখা হয়েছে সেই ব্যাপারে খোঁজ নিতে আসেন নি বিজেপির সাংসদ। তাই তাঁরা এই কর্মসূচিকেই ধিক্কার জানিয়েছেন। উল্লেখ্য, মঙ্গলবার স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্বকে সঙ্গে নিয়েই উত্তর মালদার বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মু গ্রাম চলো অভিযান কর্মসূচিতে যোগ দেন। এদিন পুরাতন মালদা পুরসভার ৩, ৪ এবং ৫ নম্বর ওয়ার্ডের বিভিন্ন পাড়ায় গিয়ে অনেক পরিবারগুলির সঙ্গে দেখা করে, দলীয় প্রচারপত্র বিলি করেন। পুরাতন মালদা পুরসভার ওইসব ওয়ার্ডের একাংশ দুঃস্থ পরিবারগুলির বক্তব্য, মোদী সরকার কি দিয়েছে এবং কি সুযোগ-সুবিধা পেয়েছি তা জানতেই নাকি এদিন উত্তর মালদার বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মু এসেছিলেন। কিন্তু যেসব দুঃস্থ পরিবারগুলি রয়েছে, তাদের সঙ্গে একবারের জন্য কথাও বলেন নি সাংসদ খগেন মুর্মু। যাদের টালি, টিনের বাড়ি রয়েছে তাদের সম্পর্কে খোঁজ খবর নিতেও আসেন নি। অথচ যারা অবস্থা সম্পন্ন পরিবার, যাদের পাকা দোতলা - তিনতলা বাড়ি রয়েছে, সেইসব পরিবারগুলির সঙ্গে কথা বলেছেন বিজেপি সাংসদ। ফলে তাদের কর্মসূচিকে অধিকাংশ দুঃস্থ পরিবারগুলি ধিক্কার জানিয়েছেন। পুরাতন মালদা পুরসভার তিন নম্বর ওয়ার্ডের মোকাতিপুর কলোনি এলাকার এক বৃদ্ধা রেখা দাস বলেন, ভাঙ্গচুর ঘরে রয়েছি। পাশের দোতলা বাড়িতে সাংসদ এসে গেলেন। আমার সঙ্গে কথাও বললেন না। অথচ নির্বাচন আসলেই অনেক বড় বড় প্রতিশ্রুতি দিয়ে যান বিজেপির নেতারা। আজও আমাদের ঘর হয়নি, একথা অভিযোগে বলব ভেবেছিলাম। কিন্তু সাংসদ আমাদের দিকে ঘুরেও তাকালেন না। তৃণমূল পরিচালিত পুরাতন মালদা পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান সফিকুল ইসলাম বলেন, সংশ্লিষ্ট পুরসভা থেকে বিগত দিনে যতটা সম্ভব বাংলা আবাস যোজনা প্রকল্পে ঘর করে দেওয়া হয়েছে। কেন্দ্র সরকার আড়াই বছরেরও বেশি সময় ধরে এই প্রকল্পের টাকা আটকে রেখেছে। ফলে বহু পরিবার আবেদন করেও বাড়ি তৈরির টাকা পাননি। আর এখন লোকসভা নির্বাচনের আগে রাজনীতি করতে পাড়ায় পাড়ায় যাওয়া শুরু করেছে বিজেপির সাংসদ। গরিব পরিবারগুলিকে উপেক্ষা করে অবস্থা সম্পন্নদের সঙ্গে কথা বলেছেন তিনি। আমরা বিভিন্ন ওয়ার্ডের উপভোক্তাদের বলেছি কেন কেন্দ্র সরকার টাকা আটকে রেখেছে এই জবাব চান বিজেপি নেতা-নেত্রীদের কাছে। যদিও এব্যাপারে উত্তর মালদার বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মু জানিয়েছেন, যে অভিযোগ করা হচ্ছে তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। এদিন গ্রাম চলো অভিযানের মধ্যে দিয়ে বিভিন্ন পরিবারের সঙ্গে কথা বলেছি। নতুন বাড়ি ও রান্নার গ্যাসের সুযোগ সুবিধা কতটা পেয়েছে, সে বিষয়ে খোঁজখবর নেওয়া হয়েছে। এখন তৃণমূল এই সামান্য বিষয়টিকেও ষড়যন্ত্রমূলক ইস্যু করে প্রচার করতে চাইছে।

জিএসটি আধিকারিক পরিচয় দিয়ে যানবাহন থামিয়ে তল্লাশি, গ্রেপ্তার তিন

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২০ ফেব্রুয়ারি ঃ জিএসটি আধিকারিক পরিচয় দিয়ে যানবাহন থামিয়ে তল্লাশি ও তোলা আদায়ের চেষ্টার অভিযোগে শিলিগুড়িতে গ্রেপ্তার তিন। দীর্ঘদিন ধরেই জিএসটি আধিকারিক পরিচয় দিয়ে তিনজন যানবাহন থামিয়ে তল্লাশির পাশাপাশি তোলা আদায় করছিল বলেই খবর পুলিশের কাছে। এর আগেও বেশ কয়েকবার পুলিশের কাছে এই বিষয়টির খবর এসেছিল। সোমবার রাতে এমন খবর মিলতেই অভিযান চালায় শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশ। শিলিগুড়ির ফুলবাড়ি টোল গেট এলাকায় একটি সাদা গাড়িতে জিএসটির বোর্ড লাগিয়ে তিন যুবক যানবাহন তল্লাশি করছিল। নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশের সাদা পোশাকের টিম ওই তিন যুবককে হাতেনাতে ধরে ফেলে। শিলিগুড়ির এই ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। অভিযুক্ত তিন যুবকের বাড়ি বাগডোগরাতে বলে জানা গেছে। ধৃতদের নাম শুভজিত ঘোষ, রুপেশ তীরকি ও পার্থ ঘোষ। ধৃতদের নিয়ে আসা জিএসটি বোর্ড লাগানোর সাদা রংয়ের একটি চার চাকা গাড়ি আটক এর পাশাপাশি তিনজনকে গ্রেফতার করে থানায় নিয়ে আসে পুলিশ। ধৃতরা এর আগেও এমন কাজ করেছে বলে স্বীকার করেছে। অভিযুক্ত তিনজনকে মঙ্গলবার জলপাইগুড়ি আদালতে পাঠানো হয়। এই চক্রে আরো কেউ জড়িয়ে রয়েছে কিনা তার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

মিজোরামে কাজ করতে গিয়ে দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক মালদা শ্রমিকের

তনয় মিশ্র, মালদা, ২০ ফেব্রুয়ারি ঃ আবার মিজোরামে কাজ করতে গিয়ে দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক মালদার শ্রমিকের। গুরুতর আহত আরো এক মালদার শ্রমিক। মালদারপুকুরিয়া থানার অন্তর্গত চৌদুয়ার গ্রামের বাসিন্দা, রফিকুল সেখ গত শনিবার মিজোরামে শ্রমিকের কাজ করতে যান। সেখানে একটি রেল ব্রিজ নির্মাণের কাজ চলছিল। আর সেখানেই দুর্ঘটনা ঘটে। ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়। এই ঘটনায় ঠিক পাশের গ্রাম, লক্ষ্মী ঘাটের আর এক শ্রমিক, মাসিদুর রহমান গুরুতর আহত হয়েছে। বর্তমানে সেই মিজোরামের হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। এলাকায় নেমেছে শোকের ছায়া। প্রসঙ্গত গত ছয় মাস আগে এই মিজোরাম এই দুর্ঘটনায় মালদার চৌদ্দপুর গ্রামের প্রায় ১১ জন শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছিল। গ্রামে ছুটে এসেছিলেন রাজ্যপাল। আবার একই গ্রামের বাসিন্দের মৃত্যু হল। এই ঘটনায় শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা। এই বিষয়ে বিজেপি নেতা অম্লান ভাদুড়ীর অভিযোগ এই রাজ্যে কোন কাজ নেই কলকারখানা নেই আর সেই কারণে ভিন রাজ্যের কাজ করতে যেতে হচ্ছে এখানকার মানুষকে আর সেখানে দুর্ঘটনা হয় হচ্ছে তারা। পাল্টা জেলা তৃণমূলের সহ -সভাপতি দুলাল সরকার দুঃখ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন কেন্দ্র সরকার ১০০দিনের কাজ বন্ধ করে দিয়েছে এবং ১০০ দিনের কাজের প্রাপ্য টাকা বন্ধ করে রেখেছে। সেই কারণেই শ্রমিকরা পরিবারকে ছেড়ে টাকার জন্য ভিন রাজ্যে কাজ করতে যাচ্ছে এটা সম্পূর্ণ একটা বিজেপির চক্রান্ত। তাই মুখ্যমন্ত্রী নিজ উদ্যোগে শ্রমিকদের ১০০ দিনের কাজের প্রাপ্য টাকা দেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছেন এবং তারেকে ১০০ দিনের কাজ দেওয়ার সুযোগও করে দিয়েছে।

বালিবোঝাই ট্রাক্টর সহ গ্রেফতার এক ট্রাক্টর চালক

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২০ ফেব্রুয়ারি ঃ অবৈধভাবে নদী থেকে বালি তোলার অভিযোগে বালিবোঝাই ট্রাক্টর সহ গ্রেফতার এক ট্রাক্টর চালক। খড়িবাড়ির রুপন জোত এলাকার ঘটনা। ধৃতের নাম বাবলু সিংহ। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, অবৈধভাবে ডুমুরিয়া নদী থেকে বালি তুলে জাতীয় সড়ক দিয়ে যাওয়ার সময় আটক করা হয়। এদিন ধৃতকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে পাঠানো হয়েছে। ধৃতকে রিমান্ডে নিয়ে গোটা ঘটনার তদন্তে নামবে পুলিশ।

টোটো এবং মোটরসাইকেল সংঘর্ষে মৃত এক

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২০ ফেব্রুয়ারি ঃ পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হলো এক যুবকের। মঙ্গলবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে ময়নাগুড়ি ব্লকের পুটিমারি এলাকায়। মৃত যুবকের নাম মহাম্মদ ছবি। বছর পচিশের ছবির বাড়ি দক্ষিনপুটিমারি এলাকায়। সে সবজির ব্যাবসা করতো। প্রতিদিনের মত সে ব্যবসার উদ্দেশ্যে বাইক চেপে ময়নাগুড়ির দিকে আসছিল। উলটো দিক থেকে আসা একটি টোটোর সাথে সংঘর্ষ হয় বাইকটির। ওই ব্যক্তিকে উদ্ধার করে ময়নাগুড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে আসলে হাসপাতালে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত বলে ঘোষণা করে। ঘটনার খবর পেয়ে ময়নাগুড়ি থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে মৃতদেহটি উদ্ধার করেছে। বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে দুর্ঘটনাগ্রস্থ বাইক ও টোটোটি। যদিও টোটো চালক পলাতক। এদিন মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য জলপাইগুড়ি সুপার স্পেশালিটি হালসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

Abridged NIQs
O/o the Exe. Engineer Jhargram Electrical Division, PWDte.
WBPWD/EE/JED/NIQ64/2023-24
WBPWD/EE/JED/NIQ65/2023-24
Bid submission Last Dates:**23/02/2024 up to 02.30 pm**.
For details,follow **www.pwdwb.in** or visit the office.

PANCHLA GRAM PANCHAYAT
P.O.:Panchla, Dist: Howrah
NOTICE INVITING TENDER No. 70/XVFC TIED SBM(G)/NIT/PGP/2024
For and on behalf of Pradhan Panchla Gram Panchayat, Panchla Howrah, invites sealed percentage rate tender for total 3 (Three) Nos. different works. Last date of submission of tender(online) 08.03.2024 at 05.30 PM. Bid Opening on 11.03.2024 at 11:00 AM. For details visit website https://wbtender.gov.in
Sd/- Pradhan
Panchla Gram Panchayat

পূর্ব রেলওয়ে
সংক্ষিপ্ত টেন্ডার নোটিশ নং ঃ এএসএন/০৭ অফ ২০২৩-২৪ ফর ই-টেন্ডারিং, তারিখ ১৬.০২.২০২৪। ডেপুটি চিফ ইঞ্জিনিয়ার/কন/I, পূর্ব রেলওয়ে, আসানসোল ডিভিসন, স্টেশন রোড, আসানসোল-৭১৩৩০১ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের ই-টেন্ডারিং-এর জন্য টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি আহ্বান করা হচ্ছে। **কাজের নাম ঃ** ডেপুটি চিফ ইঞ্জিনিয়ার/কন-I, পূর্ব রেলওয়ে, আসানসোলের অধীনে ক্যামটেক ডিজাইন অনুসারে সীতারামপুর বাইপাসে ভায়াডাক্ট, আরওআর, আরওবি প্রপার এবং প্রবেশপথ, উত্তোলিত প্ল্যাটফর্ম-এর ভিত্তি এবং অবকাঠামোর অঙ্কন ও ডিজাইন প্রস্তুতি এবং গোড্ডাতে পিট লাইনের ড্রয়িং ও ডিজাইন। **আনুমানিক মূল্য ঃ** ০.৮০ কোটি টাকা। **টেন্ডার পদ্ধতি ঃ** সিঙ্গল প্যাকেট সিস্টেম। **টেন্ডার নথি মূল্য ঃ** শূন্য। **দরপ্রস্তাব জামিন ঃ** ১,৫৯,৩০০.০০ টাকা। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ০৪ মাস। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ১১.০৩.২০২৪ তারিখ বিকেল ৩ টে। যে ওয়েবসাইট থেকে টেন্ডার নথি ও অন্যান্য বিশদ পাওয়া যাবে ঃ **www.ireps.gov.in** উপরোক্ত ওয়েবসাইটে ই-টেন্ডারিং পদ্ধতিতে টেন্ডার দরপ্রস্তাব দাখিল করতে হবে। এই টেন্ডারের প্রেক্ষিতে হাতেহাতে দরপ্রস্তাব দাখিল অনুমোদিত নয় এবং এরূপ হাতেহাতে দাখিল করা দরপ্রস্তাব গৃহীত হলেও গ্রাহ্য হবে না এবং সরাসরি বাতিল বলে গণ্য হবে।
CON-100/2023-24
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে
ই-টেন্ডার নং ঃ ৩২৩_২০২৩-২৪, তারিখ ১৯.০২.২০২৪। ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ডিআরএম বিল্ডিং, রেলওয়ে স্টেশনের নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ কর্তৃক সমতুল কাজে অভিজ্ঞ এবং প্রয়োজনীয় আর্থিক সঙ্গতিপন্ন টেন্ডারদাতাগণ যাঁরা সেচ/সিপিডব্লুডি/এসইবি/এমইএস অথবা কোনো রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রে নথিভুক্ত রয়েছেন তাঁদের নিকট থেকে অনলাইনে **সিনি. ডিইএন/২/হাওড়া**-র অধীনে নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **কাজের বিবরণ ঃ** সিনি. ডিইএন/২/হাওড়া-র শাখায় ডানকুনি, বেলমুড়ি, খানা জং., চাঁচই-তে পিএফ শেড-এর ব্যবস্থা করার প্রস্তাব এবং অন্যান্য ক্ষুদ্র কাজ। (ডানকুনি স্টেশন ব্যতীত)। **আনুমানিক মূল্য ঃ** ১,০০,৪৩,৩৬০.৪৭ টাকা। **বায়না অর্থ ঃ** ২,০০,২০০.০০ টাকা। **টেন্ডার ফর্মের মূল্য ঃ** শূন্য। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ১২ মাস। টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত তারিখটিতে যদি কোনো কারণে ছুটি/বন্ধ/ধর্মঘট ঘোষিত হয়, তাহলেও অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখটির কোনো পরিবর্তন হবে না, কারণ আইআরইপিএস ওয়েবসাইটের প্রায়োগিক পদ্ধতি টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরে কোনো প্রস্তাব দাখিলের অনুমোদন দেবে না। যদিও, অনলাইনে টেন্ডার খোলার কাজটি পরবর্তী কাজের দিনে করা হবে। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ১২.০৩.২০২৪ তারিখ দুপুর ২ টো। **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে বিশদ টেন্ডার পাওয়া যাবে। টেন্ডারদাতাগণকে উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাঁদের প্রস্তাব দাখিল করতে অনুরোধ করা হচ্ছে। হাতে হাতে দাখিল করা প্রস্তাব গ্রাহ্য হবে না। HWH-502/2023-24
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

NOTICE INVITING e- TENDER
Joteghanashyam Gram Panchayat under Daspur -II Development Block Invites following online eTender. Last date of Bid submission (online) 26.02.2024 up to 1.00 p.m.The details can be obtained from the website **http://wbtenders.gov.in**
WBPMID/PRADHAN/NIT-57/23-24
WBPMID/PRADHAN/NIT-58/23-24
WBPMID/PRADHAN/NIT-59/23-24
WBPMID/PRADHAN/NIT-60/23-24
WBPMID/PRADHAN/NIT-61/23-24
WBPMID/PRADHAN/NIT-62/23-24
WBPMID/PRADHAN/NIT-63/23-24
WBPMID/PRADHAN/NIT-64/23-24
WBPMID/PRADHAN/NIT-65/23-24
WBPMID/PRADHAN/NIT-66/23-24
WBPMID/PRADHAN/NIT-67/23-24
WBPMID/PRADHAN/NIT-68/23-24
Sd/- Kaberi Manna, Pradhan
Joteghanashyam Gram Panchayat

GOVERNMENT GENERAL DEGREE COLLEGE, MANGALKOTE
Purba Bardhaman 713132
Sealed Tenders and e-Tenders will be invited for purchase of various articles and services in the Financial Year 2024-25, the detail inside information of which may be had in the Office Notice Board as well as in the Website https://www.mangalkotegovtcollege.org
Sd/- Officer-In-Charge

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে - টেন্ডার
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি সংখ্যাঃ ১১৪-ইএলসি-জি-কেজিপি-২৩-২৪-০৪আর১, তারিখঃ ১৬.০২.২০২৪। ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে সিনিয়র ডিইই/জি/দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, খড়্গপুর-৭২১৩০১ নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য [illegible] উল্লিখিত তারিখে দুপুর ১২টার আগে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। কাজের বিবরণ খড়্গপুর ডিভিশন- সিনি.ডিইই(জি)/কেজিপি-এর অধীনে [illegible] কেডিসি, কেউকসি, [illegible] এবং [illegible] টেন্ডার মূল্য: ₹৪৭,৫১,৫৪২.৬২ টাকা। বিড সিকিউরিটি/বায়না মূল্য জমাঃ ১,৬০,০০০টাকা। খোলার তারিখঃ ১৩.০৩.২০২৪। টেন্ডার বন্ধের সময়সীমাঃ [illegible] **www.ireps.gov.in** দেখতে পারেন এবং [illegible] টেন্ডারে অংশগ্রহণের জন্য নিয়মিত www.ireps.gov.in দেখতে থাকুন। (PR-1157)

OFFICE OF THE LAKHANPUR GRAM PANCHAYAT UNDER HURA PANCHAYAT SAMITY
P.O. – LAKHANPUR, P.S. – HURA, DIST – PURULIA (W.B.), PIN – 723104
Notice Inviting E-Tender No: WBPUR/HURA/LKGP/NIT14/23-24, Tender ID: 2024_ZPHD_670028
E-Tender is invited from the experienced and resourceful bidders for execution of 09 (Nine) Nos. similar works. Last date of Submission of Bid(Online) 27.02.2024 at 04.00 PM. Bid Opening Date(online) 29.02.2024 at 04.00 PM. For details please visit website www.wbtenders.gov.in.
Sd/- Pradhan
Lakhanpur Gram Panchayat

Office of the Jabarrah Gram Panchayat
Vill: Mudidih, P.O.: Kulabahal, P.S.: Hura, Dist.: Purulia
NOTICE INVITING E-TENDER No-10/2023-24, Date: 19/02/2024
For and on behalf of the Jabarrah Gram Panchayat, Pradhan, Jabarrah Gram Panchayat invites tenders through E-tendering for the 10 (Ten) Nos. different works. Last date of submission of Bid up to 04.03.2024 up to 6.00 pm. Bid Opening date (Technical) 07.03.2024 at 12.00 Noon. For details please visit https://wbtender.gov.in
Sd/- Pradhan
Jabarrah Gram Panchayat

Notice inviting e-Tender for **NIT No-263/FSDA/Jangipara/23-24** for 03 nos works by the undersigned through online mode (**https://wbtenders.gov.in**). Last date of submission of online bid on **04/03/2024** upto **15:00 Hours.**
Sd/- Block Development Officer
Jangipara Development Block

OFFICE OF THE DEWANCHAK-II PANCHAYAT
VILL = GHOLSAI :: PO:-CHOWKA.:: DIST.- PASCHIM MEDINIPUR
NIT No: WBPMID/GHT/DEW-2/NIT- 10/15th CFC Fund/2023-24 e-Tender is invited from the experienced and resourceful bidders for execution of the work: Installation of Water purifier at Dewanchak-2 GP Area. Last Date of submission of original copies for the cost of Tender Documents and Earnest Money Deposit (Off line): 27.02.2024 (2.00 P.M.). Bid opening date for Technical proposals(online) 01.03.2023 (11.00 A.M.). Details are given in Web Site _http://wbtenders.gov.in
Sd/- Pradhan
Dewanchak II Gram Panchayat

Office of the BANHARISHPUR GRAM PANCHAYAT
(Under Panchla Panchayat Samity)
Banharishpur, Panchla, Howrah
Prodhan, Banharishpur Gram Panchayat invites Offline Tender notice vide NIT- 21/XVFCTIED SBM(G)/NIT/BGP/2024 Dt. 19/02/2024. Total amount 2459296/- Bid submission last Date 5/3/2024. Opening Date 08/03/2024. For details visit office of the undersigned.
Sd/- Prodhan
Banharishpur Gram Panchayat

TENDER NOTICE
NIT-24, 25, 26/2023-24, Dated-19/02/2024 Separate E-Tender (05 Nos drain, 05 Nos Road, 02 Nos Submersible T/well) are hereby invited by Prodhan, Chandi GP, 24pgs(s). Last date and time of application 28/02/2024 up to 3.00 pm. Other details will be available from the www.wbtenders.gov.in.
Sd/- Prodhan
Chandi Gram Panchayat
Amtala, 24pgs(s)

OFFICE OF THE BLOCK DEVELOPMENT OFFICER
Udaynarayanpur, Howrah
PRESS NOTICE
E-Tender No.-WB/HWH/UNPUR/NIET-9/BDO/23-24, **Dt.-20/02/2024** for 01 no. scheme within the jurisdiction of Udaynarayanpur Development Block. **Tender ID-2024_ZPHD_670342_1**. Detail information will be available from the website **https://wbtenders.gov.in.**
Sd/- Block Development Officer
Udaynarayanpur Dev. Block

NOTICE INVITING e-TENDER
The Notice Inviting e-Tender, vide NIeT No.-WBPUR/EO/PARA/NIT(e)-42/2023-24 of the Office of the Para Panchayet Samity, P.O-Para, District-Purulia, 01(One) no. works/Schemes under FTA Fund in the portal: www.wbtenders.gov.in. Tender ID: 2024_DM_667492_1. Document download/sell starting from 15.02.2024 up to 24.02.2024 04.00 PM. Bid submission starting from 15.02.2024 up to 24.02.2024 at 04:00 PM. And Opening on 27.02.2024 at 04:05 P.M. For details please visit website.
Sd/- Executive Officer
Para Panchayat Samity

Office of the Prodhan
GANGADHARPUR GRAM PANCHAYAT
Panchla, Howrah-711302
NOTICE INVITING TENDER No:- GGP/24/2024, Dated: 19/02/2024
Schemewise separate Online Tenders are hereby invited by the undersigned fromreputed, bonafied & resourceful contractor for 2(Two)Nos. similar nature ofworks. Scheme No. **(1) GWM/23-24/03 & (2) GWM/23-24/04**. Date of issue of Tender paper starting from **20/02/2024**. Last date of submission of Bid(online) within **2 PM. On 08/03/2024**. Date of Opening ofBid(online): after **3 P.M. on 11/03/2024**. For details please visit office of theundersigned or visit website **https://wbtenders.gov.in**
Sd/-Pradhan
Gangadharpur Gram Panchayat

Office of the Krishnapur Gram Panchayat
Vill.: Krishnapur, PO-Krishnapur, Kaliachak-III Dev. Block, Malda
NIT No.: 06/KGP/2023-24 Dated - 16-02-2024
NIT No.: 07/KGP/2023-24 Dated - 16-02-2024
Sealed Tender is invited from the experienced and resourceful bidders for execution of the 57 (Fifty-seven) Nos. different work(s). Date & Time of Application 16.02.2024 to 23.02.2024 up to 2:30 pm. Last Date of dropping of Sealed Tender Form 26.02.2024 up to 2.30 pm. Date of Opening of Tender 26.02.2024 up to 3:30 pm. For details Contact office Notice Board.
Sd/- Pradhan
Krishnapur Gram Panchayat

SRIRAMPUR GRAM PANCHAYAT
P.O:- ANKRI SRIRAMPUR, PS:-PURSURAH, DIST:- HOOGHLY, PIN:- 712401
(Under Pursurah Block)
NOTICE INVITING Re-e-TENDER 10/2023-2024
Notice inviting competitive e-Tender in two cover system on percentage basis in the prescribed format are hereby invited from resourceful, experienced, bonafied reputed Contractors & Engineer Co-operative Society for execution of the 16 (Sixteen) Different works. Date of Download of Tender Paper:- On 20/02/2024 9.00 am to 02/03/2024 6.00pm. The Technical bid & Financial Bid will be open:- On 05/03/2024 1.00 pm. For details please visit office of the undersigned or visit website.
Sd/- Prodhan
Srirampur Gram Panchayat

E-TENDER INVITING NOTICE
Tender Reference no.:- WB/HOW/BJPS/NIT-31/2023-24
(Memo No: 178/Panch, Dated: 20/02/2024)
Electronic Tenders are hereby invited by the Executive Officer, Bally Jagacha Panchayat Samity for implementation of three (03) nos. work in different above mentioned NIT, within Bally Jagacha Panchayat Samity, Howrah. Details are available in **http://wbtenders.gov.in** & **https://etender.wb.nic.in** and Office Notice Board.
Sd/- Executive Officer
Bally Jagacha Panchayat Samity

বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি
দেউলিয়াত্ব এবং দেউলিয়াত্ব কোড, ২০১৬ (কোড) এর অধীনে সম্পদ বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি ইনসলভেন্সি অ্যান্ড দেউলিয়াপসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিকুইডেশন প্রসেস) রেগুলেশন, ২০১৬ (লিকুইডেশন রেগুলেশনস) এর রেগুলেশন ৩৩(১) সহ পড়ুন। সাধারণভাবে জনসাধারণের জন্য এতদ্বারা নোটিশ দেওয়া হল যে বার্কেলি এন্টারপ্রাইজ লিমিটেডের নীচে বর্ণিত সম্পদগুলি যেখানে যেমন আছে এবং যেরকম আছে তেমনই ভিত্তি এবং যাই আছে ভিত্তি আছে এবং কোনও অবলম্বন নেই-তে বিক্রি করা হবে। লিকুইডেশনের অধীনে নীচের টেবিলে উল্লিখিত তারিখে। সংরক্ষিত মূল্য এবং বায়না অর্থ জমা সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির বিপরীতে নীচের টেবিলে উল্লিখিত হবে। ওয়েব পোর্টাল www.airauctioneer.com এ প্রদত্ত ই-নিলাম প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা বিক্রয় করা হবে। সাধারণ জনগণকে ব্যক্তিগতভাবে বা যথাযথভাবে অনুমোদিত এজেন্ট দ্বারা বিড করার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়।

সম্পদের সময়সূচী **(লক্ষ টাকায়)**

লট নং	সম্পদের বিবরণ	রিজার্ভ মূল্য	ইএমডি	ইনক্রিমেন্টাল দামের
১।	৩য় তলায় একটি অ্যাপার্টমেন্টের অফিস স্পেস যার নাম মীরা মহল এখানে অবস্থিতঃপ্রাঙ্গণ নং ৩এ, মুজাফফর আহমেদ স্ট্রিট (রিপন স্ট্রিট নামেও পরিচিত) হোল্ডিং নং-১০০ কলকাতা পুলিশ পেট্রোলপাম্পের কাছে(বাটা মোর) পি.ও. পিএস- পার্ক স্ট্রিট, ওয়ার্ড নং ৬৩	৩৪.৫	৩.৪৫	০.৬৯
২।	আর্থিক সম্পদ (দেনাদার, অগ্রিম ,অন্যান্য আর্থিকসম্পদ) পরিহার লেনদেনের আবেদনের ফলাফল থেকে আয় ছাড়াই	৮০	৮	১.৬

বিড আবেদনপত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখঃ ০৭.০৩.২০২৪,১৭,৩০ ঘন্টা। ইএমডি জমা দেওয়ার শেষ তারিখঃ ১৭.০৩.২০২৪, ১৭,৩০ ঘন্টা। বিডিংয়ের শেষ তারিখঃ ১৯.০৩.২০২৪, ১৪,৩০ ঘন্টা। বিক্রয় প্রক্রিয়া নথিতে নির্ধারিত শর্তাবলী এবং নিম্নলিখিত শর্তাবলীর সাপেক্ষে হবে।
১. উপরোক্ত তফসিলে উল্লিখিত সম্পদের বিবরণ লিকুইডেটরের সর্বোত্তম তথ্যের কাছে বিবৃত করা হয়েছে, তবে এই ঘোষণায় কোনও ত্রুটি, ভুল বিবরণ বা বাদ দেওয়ার জন্য লিকুইডেটর জবাবদিহি করতে পারবে না।
২. বিড জমা দেওয়ার আগে সম্পদ এবং স্পেসিফিকেশন সম্পর্কে পরিদর্শন করা এবং নিজেদের সন্তুষ্ট করা দরদাতাদের দায়িত্ব হবে। নিলামে রাখা সম্পদের পরিদর্শনের জন্য সাইটগুলিতে আগ্রহী দরদাতাদের অনুমতি দেওয়া হবে প্রকাশের তারিখ থেকে নথি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ পর্যন্ত এবং ইএমডি লিকুইডেটর ই-নিলাম করা সম্পদের ব্যাপারে সরকার বা অন্য কারো কাছে কোনো চার্জ,লেনদেন, দায়বদ্ধতা বা অন্য কোনো পাওনার জন্য দায়ী থাকবে না। ইচ্ছুক দরদাতাকে বিধিবদ্ধ দায়, সম্পত্তি করের বকেয়া, বিদ্যুতের বকেয়া ইত্যাদি সহ সম্পত্তির দায়-দায়িত্ব সম্পর্কে তাদের নিজস্ব স্বাধীন অনুসন্ধান করার পরামর্শ দেওয়া হয়।
৩. আগ্রহী দরদাতারা বার্কলি এন্টারপ্রাইজ লিমিটেড এর পক্ষে ডিমান্ড ড্রাফেটর মাধ্যমে বা উপরে উল্লিখিত সারণীতে উল্লিখিত শেষ তারিখের মধ্যে ব্যাঙ্ক ট্রান্সফারের মাধ্যমে ইএমডি জমা দিতে হবে, নিম্নলিখিত অ্যাকাউন্টে-**Barcley Enterprises Limited,** অ্যাকাউন্ট নম্বর ৩১৮৩০০২১০১৭২৪০১৫, **IFSC** কোড **PUNB0318300**। খসড়াটি সমবায়-ব্যাঙ্কের হওয়া উচিত নয়।
৪. দরদাতাদের তাদের বিড জমা দেওয়ার আগে এবং ই-নিলাম বিক্রয় প্রক্রিয়ায় অংশ নেওয়ার আগে ই-নিলাম প্রক্রিয়ার বিস্তারিত শর্তাবলীর জন্য vmmintelligentup dates.blogspot.compsale-notice & insolvency.html দেখার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

তারিখঃ ২১.০২.২০২৪ স্থানঃ কলকাতা জয় নারায়ণ গুপ্ত
লিকুইডেটর, মেসার্স বার্কেলি এন্টারপ্রাইজ লিমিটেড IBBI রেজি নং :I B B I/IPA-0 0 1/1 P -P00371/2017-2018/10628

যোগাযোগের ঠিকানাঃ ইন্টেলিজেন্ট আইপি ম্যানেজমেন্ট সলিউশন প্রাইভেট লিমিটেড, ওয়াইএমসিএ বিল্ডিং, ২য় তলা, ২৫ জওহরলাল নেহরু রোড, কলকাতা-৭০০০৮৭, ip.belcirpgmail.com
নিবন্ধিত ঠিকানাঃ YMCA বিল্ডিং, ২য় তলা, ২৫ জওহরলাল নেহরু রোড, ২৫ জওহরলাল নেহরু রোড, কলকাতা
cajainarayangupta@gmailcom

নরবেন টি এন্ড এক্সপোর্টস লিমিটেড
CIN: L01132WB1990PLC048991
রেজি অফিসঃ ১৫বি, হেমন্ত বসু সরণি, ৩য় তলা, কলকাতা-৭০০০০১
ফোন নম্বর- ২২১০০৫৫৩, ফ্যাক্স নম্বর- ০৩৩ ২২১০০৫৪১
ই-মেইলঃ enquiry@norbentea.com
ওয়েবসাইট ঃ www.norbentea.com

নোটিশ

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হল যে নরবেন টি অ্যান্ড এক্সপোর্টস লিমিটেডের ২০২৩-২৪ আর্থিক বছরের জন্য সদস্যদের দ্বিতীয় অতিরিক্ত সাধারণ সভা শুক্রবার, ১৫ ই মার্চ, ২০২৪ তারিখে সকাল ১১.৩০ টায় অনুষ্ঠিত হবে। (IST) ভিডিও কনফারেন্সিং (''VC'') বা অন্যান্য অডিও ভিজ্যুয়াল মাধ্যম (''OAVM'') এর মাধ্যমে কোম্পানি আইন, ২০১৩ ('অ্যাক্ট') এবং SEBI এবং MCA সার্কুলার নং দ্বারা জারি করা অন্যান্য প্রযোজ্য সার্কুলারগুলির বিধান মেনে। ২০ / ২০২০, ১০/ ২০২২ এবং ০৯/ ২০২৩ যথাক্রমে ৫ মে, ২০২০, ২৮ ডিসেম্বর, ২০২২ এবং ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ এবং এমসিএ দ্বারা জারি করা অন্যান্য সার্কুলারগুলি ব্যবসায় লেনদেনের জন্য যা অতিরিক্তের নোটিশে উল্লেখ করা হয়েছে- ১৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ তারিখের সাধারণ সাধারণ সভা।
পূর্বোক্ত সার্কুলারগুলির পরিপ্রেক্ষিতে, EOGM-এর নোটিশটি ই-মেইলের মাধ্যমে শেয়ারহোল্ডারদের নিবন্ধিত ই-মেইল আইডিতে পাঠানো হয়েছে যাদের আইডি কোম্পানি বা রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেঃট (আরটিএ) বা অন্যান্য ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীর সাথে নিবন্ধিত। (গুলি) এবং এটি ২০ ফেব্রুয়ারী, ২০২৪-এ সম্পন্ন হয়েছে।
যারা সদস্য তাদের ই-মেইল ঠিকানা এবং মোবাইল নম্বর নিবন্ধন করেননি। ডিম্যাট আকারে শেয়ারের ক্ষেত্রে অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন এবং ডিপির সাথে তাদের বিশদ যাচাই / আপডেট করতে পারেন এবং প্রকৃত আকারে শেয়ার ধারণকারী সদস্যদের নিবন্ধক এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট বা কোম্পানির সাথে আপডেট করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।
কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ১০৮ অনুযায়ী কোম্পানি (ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন) সংশোধনী বিধিমালা, ২০১৫ এর বিধি ২০ এর সাথে পড়া, কোম্পানি তার শেয়ারহোল্ডারদেরকে উল্লিখিত সমস্ত রেজোলিউশনে ইলেকট্রনিক উপায়ে তাদের ভোট দেওয়ার সুবিধা প্রদান করতে পেরে আনন্দিত। বিজ্ঞপ্তিতে। কোম্পানি আইন, ২০১৩ এবং বিধিগুলির বিধান অনুসারে বিশদ বিবরণ এখানে দেওয়া হয়েছে ঃ
ক) দূরবর্তী ই-ভোটিং শুরু হওয়ার তারিখ এবং সময় ঃ ১২ মার্চ, ২০২৪ সকাল ৯.০০ এ
খ) দূরবর্তী ই-ভোটিং শেষ হওয়ার তারিখ এবং সময় ঃ ১৪ মার্চ, ২০২৪ বিকাল ৫.০০ মিনিটে।
গ) কাট-অফ তারিখ ঃ ৮ ই মার্চ, ২০২৪।
ঘ) বিনিয়োগকারীরা যারা পরবর্তীতে কোম্পানির সদস্য হয়েছেন এবং কাট-অফ তারিখ অর্থাৎ ৮ মার্চ, ২০২৪-এ শেয়ার ধারণ করেছেন, তাদের ফোলিও নম্বর উল্লেখ করে কোম্পানির কাছে বিনিয়োগকারীকে যার @norbentea.com-এ তাদের যোগাযোগ পাঠাতে অনুরোধ করা হচ্ছে। ই-ভোটিংয়ের জন্য লগইন-আইডি এবং পাসওয়ার্ড পেতে ডিপি আইডি এবং ক্লায়েন্ট আইডি।
ঙ) বিকাল ৫.০০ টার পরে দূরবর্তী ই-ভোটিং অনুমোদিত হবে না। ১৪ মার্চ, ২০২৪ তারিখে।
চ) একজন সদস্য দূরবর্তী ই-ভোটিং এর মাধ্যমে তার ভোট দেওয়ার অধিকার প্রয়োগ করার পরেও সভায় অংশগ্রহণ করতে পারেন তবে সভায় পুনরায় ভোট দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হবে না।
ছ) একজন ব্যক্তি যার নাম শুধুমাত্র কাট-অফ তারিখে সদস্যদের রেজিস্টারে বা ডিপোজিটরিদের দ্বারা রক্ষণাবেক্ষণ করা সুবিধাভোগী মালিকদের রেজিস্টারে নথিভুক্ত করা হয়েছে, তিনি দূরবর্তী ই-ভোটিংয়ের পাশাপাশি ভোট দেওয়ার সুবিধা পাওয়ার অধিকারী হবেন সাধারণ সভা।
জ) ইলেকট্রনিক ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার সুবিধাটিও VC/OAVM- এর মাধ্যমে EOGM-এ উপলব্ধ করা হবে। শুধুমাত্র ভিসি/ ওএভিএম-এর মাধ্যমে মিটিংয়ে অংশগ্রহণকারী সদস্যরা যারা ইতিমধ্যে দূরবর্তী ই-ভোটিং-এর মাধ্যমে ভোট দেননি তারা মিটিং চলাকালীন তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন। যে সদস্যরা EOGM-এর আগে দূরবর্তী ই-ভোটিং দ্বারা রেজোলিউশন(গুলি)তে তাদের ভোট দিয়েছেন তারাও VC/ OAVM-এর মাধ্যমে EOGM-এ অংশগ্রহণের জন্য যোগ্য হবেন কিন্তু এই জাতীয় রেজোলিউশনে আবার তাদের ভোট দেওয়ার অধিকারী হবেন না। একবার সদস্য দ্বারা একটি প্রস্তাবের উপর ভোট দেওয়া হলে, সদস্যকে পরবর্তীতে এটি পরিবর্তন করার অনুমতি দেওয়া হবে না।
ঝ) অতিরিক্ত সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি কোম্পানির ওয়েবসাইটে www.norbentea.com এবং CDSL-এর ওয়েবসাইটে পাওয়া যাচ্ছে ঃ www.evotingindia.com।
ঞ) ইলেকট্রনিক ভোটিং নির্দেশাবলীর জন্য, শেয়ারহোল্ডাররা অতিরিক্ত সাধারণ সভার নোটিশের নির্দেশাবলীর মধ্য দিয়ে যেতে পারেন এবং ইলেকট্রনিক ভোটিং এর সাথে যুক্ত কোনো প্রশ্ন / অভিযোগের ক্ষেত্রে, শেয়ারহোল্ডাররা প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নগুলি (FAQs) এবং ই- শেয়ারহোল্ডারদের জন্য ভোট প্রদানের ব্যবহারকারীর ম্যানুয়াল এখানে উপলব্ধ ঃ www.evotingindia.com সহায়তা বিভাগের অধীনে অথবা যোগাযোগ করুন শ্রী নীরজ তিওয়ারি, কোম্পানি সচিব, ১৫ বি, হেমন্ত বসু সরণি, ৩য় তলা, কলকাতা-৭০০০০১ অথবা একটি ইমেল লিখুন investorcare@norbentea.com এ অথবা কল করুন +৯১ ৩৩ ২২১০০৫৫৩।

নরবেন টি এন্ড এক্সপোর্টস লিমিটেডের পক্ষে,
স্বা /-
নীরজ তিওয়ারি
কোম্পানি সেক্রেটারি এবং কমপ্লিয়েন্স অফিসার
মেম্বারসিপ নং. ACS70479

তারিখ ঃ ২০ ফেব্রুয়ারি,২০২৪
স্থান ঃ কলকাতা

অনলাইন ই- সম্পদের নিলাম বিক্রয়

ফিনিক্স আরক প্রাইভেট লিমিটেড
রেজি অফিসঃ ৩য় তলা, ওয়ালেস টাওয়ারস, ১৩৯ / ১৪০/ বি/ ১, ক্রসিং অফ সাহার রোড এবং ওয়েস্টার্ন এক্সপ্রেস হাইওয়ের, ভিলে পার্লে ইস্ট, মুম্বাই -৪০০০৫৭ টেলিফোন ঃ ০২২- ৬৮৪৯২৪৫০, ফ্যাক্স ঃ ০২২- ৬৭৪১২৩১৩, **CIN: U67190MH2007PTC168303**
ইমেলঃ info@phoenixarc.co.in ওয়েবসাইট www.phoenixarc.co.in

আর্থিক সম্পদের সুরক্ষা এবং পুনর্গঠন এবং সুরক্ষা সুদের প্রয়োগ আইন, ২০০২ (সংক্ষেপে SARFAESI আইন হিসাবে উল্লেখ করা হয়) এবং সুরক্ষা সুদ (এনফোর্সমেন্ট) বিধিমালা, ২০০২ (সংক্ষেপে নিয়ম হিসাবে উল্লেখ করা হয়) এর অধীনে ক্ষমতার প্রয়োগ এবং অনুসরণ এখানে উল্লিখিত সুরক্ষিত সম্পদের দখল উল্লিখিত SARFAESI আইন এবং সুরক্ষিত ঋণ পুনরুদ্ধারের নিয়মের অধীনে অনুমোদিত অফিসারের কাছে ন্যস্ত করা হয়েছে, অনুমোদিত কর্মকর্তা নিলাম বিক্রয়ের মাধ্যমে সুরক্ষিত সম্পদ বিক্রি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।
নোটিশ এতদ্বারা সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা, বন্ধকদাতা এবং গ্যারান্টারদের দেওয়া হল যে, নিম্নলিখিত সম্পত্তিগুলি ফিনিক্স এআরসি প্রাইভেট লিমিটেডের কাছে বন্ধক রাখা হয়েছে যেগুলি ফিনিক্স ট্রাস্ট FY ১৭-৮ (ফিনিক্স) এর ট্রাস্টি হিসাবে দায়িত্ব পালন করছে (এর নিয়োগ অনুসারে ১৭.০৩.২০১৭ তারিখের একটি অ্যাসাইনমেন্ট চুক্তির মাধ্যমে ফিনিক্সের অনুকূলে দ্য সাউথ ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক লিমিটেড (SIB) কর্তৃক ঋণ **''যেমন আছে সেখানে যেমন আছে, তেমনই আছে এবং কোনো উপায় ছাড়াই''** শর্তে **''অনলাইন''** এর মাধ্যমে বিক্রি করা হবে। বকেয়া পুনরুদ্ধারের জন্য এবং আরও সুদ, চার্জ এবং খরচ ইত্যাদির জন্য ই-নিলাম'' https:llwww ওয়েবসাইটের মাধ্যমে নিরাপত্তা সুদ (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর বিধি ৮ এবং ৯ এর সাথে পড়া SARFAESI আইনের বিধানগুলির পরিপ্রেক্ষিতে নীচে বিশদ বিবরণ দেওয়া হয়েছে। https://bankeauctions.com নীচে দেওয়া বিবরণ অনুযায়ী ঃ

ঋণগ্রহীতার নাম ঃ তাঁতিয়া কনস্ট্রাকশন লিমিটেড
গ্যারান্টারের নাম ঃ ১. মিঃ আইপি তাঁতিয়া ২. মিঃ রাহুল তাঁতিয়া
মর্টগেটরের নাম ঃ ১. ইনফ্রা ভিশন ডেভেলপারস এলএলপি ২. মনোবল ব্যাপার এলএলপি
SARFAESI **আইন, ২০০২ এর ধারা ১৩(২) এর অধীনে জারি করা ০৭.০৭.২০২২ তারিখের ডিমান্ড নোটিশ অনুসারে বকেয়া পরিমাণঃ** টাকা ২০৮,৩২,৩১,৪৪২ /- (দুইশ আট কোটি ত্রিশ লক্ষ একত্রিশ হাজার চল্লিশ টাকা শুধুমাত্র দুই) চুক্তিভিত্তিক হার অনুযায়ী আরও সুদ, খরচ, চার্জ এবং ইত্যাদি সহ
পজেশন স্ট্যাটাস ঃ শারীরিক দখলে
পরিদর্শন তারিখ ঃ অনুরোধে
রিজার্ভ মূল্য ঃ সম্পত্তি নং ১ ঃ টাকা ৮,১২,০০,০০০ /- (টাকা আট কোটি বারো লাখ মাত্র)
সম্পত্তি নং ২ ঃ টাকা ৫,২৬,০০,০০০/- (টাকা পাঁচ কোটি ছাব্বিশ মাত্র)
বায়না অর্থ জমা (ইএমডি পরিমাণ) ঃ সম্পত্তি নং ১ ঃ ৮১,২০,০০০ টাকা (মাত্র ৮১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা)
সম্পত্তি নং ২ঃ টাকা ৫২,৬০,০০০ /- (টাকা বাহান্ন লক্ষ ষাট হাজার টাকা)
বিড ইনক্রিমেন্টঃ সম্পত্তি নং ১ এবং ২-র জন্য ৫,০০,০০০১ / - (পাঁচ লক্ষ টাকা মাত্র) এবং এই ধরনের বহুগুণে
ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের বিশদ বিবরণ ঃ বায়না অর্থ অবশ্যই RTGS/ NEFT **এর মাধ্যমে জমা দিতে হবে ''ফিনিক্স ট্রাস্ট FY১৭-৮'',**
বর্তমান অ্যাকাউন্ট ঃ ০৮১২৫২৯১৬৪ কোটাক মাহিন্দ্রা ব্যাংক লিমিটেড, শাখাঃ কালিনা, IFSC কোড ঃ KKBK0000631
বিড জমা দেওয়ার শেষ তারিখ (ই-নিলাম)ঃ ০৪-০৪-২০২৪ (সোমবার) ব্যাঙ্কিং ঘন্টা বন্ধ বা তার আগে
ই-নিলামের তারিখ ঃ ০৫-০৪-২০২৪ (মঙ্গলবার) সকাল ১১.০০ টা থেকে দুপুর ১২.০০ পর্যন্ত
ই-নিলামের মোড ঃ অনলাইন-ই নিলাম
বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি এবং দরপত্র নথির লিঙ্কঃ https://phoenixarc.co.in?p4853
নিলাম করা সুরক্ষিত সম্পদের বিবরণঃ সম্পত্তি নং। ১. JL নং ১৭২, প্লট নং ৩১P, ৩৯P, ১৪১P, ১৪২P, ১৪৪ P, ১৪৫P, ১৪৬P, ১৪৭P, ১৪৮P, ২০৪P, ২০৬১,২০,২০,২০,২০,২০,২০,২০,২০,২০,২০,২০,২০,২০,২০,২০০ ১১, ২১২P , ২১৩, ২১৪, ২১৫, ২১৬, ২১৭, ২১৮, ২১৯P, ২২০P, ২২২P, ২২৩P, ২২৪P, ২২৫P, ২২৬, ২২৭P, ২২৮P, ২২৯P, ২৩০P, ২৩০P, ২৪P, ২৩০P,২৪P, ২৯P, , ২১৬ /৬৯৮, ২২৬ / ১৪১৮, ২২৬/ ১৪১৯, ১৪২/ ১৪৩৬ P, ২১৪/ ১৪৩৯ এবং ১৯৭/ ১৫৮৪ P, মৌজা- বারদ হন্যাঘাটায়, P.S. ভবানীপুর (সাবেক পিএস সুতাহাটা), জেলা। পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ, সমস্ত বিদ্যমান বিল্ডিং সহ, প্লটের প্রবেশপথে নিরাপত্তা আশ্রয় এবং / অথবা ভবিষ্যতের সীমানায় সেখানে নির্মাণ করা হবে- উত্তরঃ হলদিয়া উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের সম্পত্তি দক্ষিণঃ ৬০ মিটার। প্রশস্ত এইচপিএল লিংক রোড পূর্ব ঃ ১২ মিটার ওয়াইড পাবলিক রোড পশ্চিম ঃ লাল বাবার সম্পত্তি ইমলেস টিউব প্রাইভেট লিমিটেড। লিমিটেড সম্পত্তি নং ২ ঃ সেই সমস্ত টুকরো এবং জমির পার্সেল, প্রায় ২৫১ কোটা পরিমাপ মৌজা খরিবেরা, কীর্তিপুর ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েত, জেএল নং ১৮৯, হাল তৌজি নং ৫৬৬, আরএস তৌজি নং ১৫০, আরই. সা নং ১৫০, আর.এস-এ গঠিত। দাগ নং ৩, সি.এস. খতিয়ান নং ১৬৮ এর অধীনে, আর.এস-এর সাথে সম্পর্কিত। খতিয়ান নং ১৬৯ এবং ১৭০ খন্ড খতিয়ান নং ৯০১, এল.আর. খতিয়ান নং ১১৫, ৩৯৮, ৪৪৬, ৪৪৫, ৪৪৭ এবং ৬০। এই সম্পত্তিটি নিম্নরূপঃ উত্তরেঃ আর.এস-এর অংশ। দাগ নং। ৩ অন দ্য ইস্ট ঃ আরএস- এর অংশ দাগ নং ৩ দক্ষিণে ঃ পি.ডব্লু.ডি পশ্চিমে রাস্তাঃ আর.এস.-এর অংশ দাগ নং ৩।

ই-নিলামের নিয়ম ও শর্তাবলী
১. নিলাম বিক্রয় অনুমোদিত অফিসার দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে SARFAESI আইনের বিধানের অধীনে সহায়তার সাথে এবং ই-এর মাধ্যমে নিলাম. নিলাম / বিডিং ওয়েবসাইট https:/ / www.bankeauctions.com মেসার্স- এর মাধ্যমে শুধুমাত্র ''অনলাইন ইলেকট্রনিক মোড'' এর মাধ্যমে হবে। ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড ই-নিলামের জন্য প্ল্যাটফর্মের ব্যবস্থা করার জন্য পরিষেবা প্রদানকারী। ২. নিলামটি বিড ডকুমেন্টের নিয়ম ও শর্তাবলী অনুসারে এবং সেখানে নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসারে পরিচালিত হয়। বিক্রয়ের বিশদ শর্তাবলীর জন্য দরদাতারা ফিনিক্সের ওয়েবসাইট, www.phoenixarc.co.in এবং উপরে উল্লেখিত লিঙ্কগুলির পাশাপাশি পরিষেবা প্রদানকারীর ওয়েবসাইট, www.bankeauctions.com বিড নথির মাধ্যমে যেতে পারেন, নিলামের জন্য জমা দেওয়া সুরক্ষিত সম্পদের বিবরণ / বিড ফর্ম প্রাপ্তি। ৩. দরদাতারা তাদের নিজস্ব অফিস / তাদের পছন্দের জায়গা থেকে ই-নিলাম উদ্ধৃতি/ বিডিং-এ অংশগ্রহণ করতে পারে। ইন্টারনেট সংযোগের ব্যবস্থা করতে হবে প্রতিটি দরদাতাকে নিজেই/ নিজেকে। ইন্টারনেট সংযোগ, নেটওয়ার্ক সমস্যা, সিস্টেম ক্র্যাশ ডাউন, পাওয়ার ব্যর্থতা ইত্যাদির জন্য অনুমোদিত অফিসার/ ফিনিক্স/ সেবা প্রদানকারীকে দায়ী করা হবে না। Mis C ১ **ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেডের ভাবিক পান্ড্য, যোগাযোগের নম্বরঃ + ৯১- ১২৪৪৩০২০২০১২০২১১২০২২১২০২৩ / ২০২৪, +৯১-** ৮৮৬৬৬৮২৩৯৮১২৫/ ২৬, ইমেল আইডি ঃ support@bankeauctions.com-এর ওয়েবসাইট www. phoenixarc.co.in নিলামের জন্য রাখা সুরক্ষিত সম্পদের বিশদ যাচাই করার জন্য বিড ফর্ম পাওয়ার জন্য। ৬. উপরে উল্লিখিত তারিখ এবং সময়ে ই-নিলাম করা হবে, যখন উপরে উল্লিখিত সুরক্ষিত সম্পদ ''যেমন আছে সেখানে'' ভিত্তিতে এবং ''যেমন আছে তাই'' এবং ''অবস্থা ছাড়া'' শর্তে বিক্রি করা হবে। ৭. সমস্ত ইচ্ছুক ক্রেতা / বিডারদের উপরে উল্লিখিত পোর্টালে https://www.bankeauctions.com হিসাবে তাদের নাম নিবন্ধন করতে হবে এবং তারিখ ও সময়ে ই-নিলামে অংশগ্রহণের জন্য বিনামূল্যে ব্যবহারকারী আইডি এবং পাসওয়ার্ড পেতে হবে। পূর্বে উল্লিখিত হিসাবে। ৮. ই-নিলামে অংশগ্রহণের জন্য, ইচ্ছুক ক্রেতা / দরপত্রদাতাকে নিরাপদ সম্পত্তির রিজার্ভ মূল্যের ১০ শতাংশ ফেরতযোগ্য বায়না জমার বিশদ বিবরণ জমা দিতে হবে এবং এর আগে বা তার আগে নীচের উল্লিখিত নথিগুলির অনুলিপি জমা দিতে হবে। ইএমডি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ উল্লেখ করা হয়েছে।

স্বতন্ত্র ব্যক্তিদের জন্য	নথিপত্র
পরিচয় প্রমাণ (নিম্নলিখিত যেকোনো একটির একটি কপি)	প্যান কার্ড / পাসপোর্ট / ড্রাইভিং লাইসেন্স / আধার কার্ড / ভোটার আইডেন্টিটি কার্ড / এনআরইজিএ দ্বারা জারি করা জব কার্ড রাজ্য সরকারের একজন আধিকারিক দ্বারা যথাযথভাবে স্বাক্ষরিত / জাতীয় জনসংখ্যা নিবন্ধন শংসাপত্র দ্বারা জারি করা চিঠি বা ভারতে বিনিয়োগ / রেমিট্যান্সের জন্য নিয়ন্ত্রকের কাছ থেকে অনুমতি।
ঠিকানার প্রমাণ নিচের যেকোনো একটির একটি কপি যার মধ্যে ঠিকানা রয়েছে (যদি পরিচয় প্রমাণে ঠিকানা উল্লেখ না থাকে)	কোনো পরিষেবা প্রদানকারীর (বিদ্যুৎ, টেলিফোন, পোস্টপেইড মোবাইল ফোন, পাইপযুক্ত গ্যাস, জলের বিল) দুই মাসের বেশি নয় এমন ইউটিলিটি বিল / আধার কার্ড / সম্পত্তি বা পৌর কর রসিদ / পেনশন বা পারিবারিক পেনশন পেমেন্ট অর্ডার (পিপিও) জারি করা সরকারী বিভাগ বা পাবলিক সেক্টর আন্ডারটেকিং দ্বারা অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারী, যদি তারা রাজ্য বা কেন্দ্রীয় সরকারের বিভাগ, সংবিধিবদ্ধ বা নিয়ন্ত্রক সংস্থা, পাবলিক সেক্টরের উদ্যোগ, তফসিলি বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং তালিকাভুক্ত সংস্থাগুলি দ্বারা জারি করা নিয়োগকর্তার কাছ থেকে বাসস্থানের বরাদ্দের ঠিকানা / চিঠি থাকে। অফিসিয়াল বাসস্থান বরাদ্দ এই ধরনের নিয়োগকর্তাদের সাথে ছুটি এবং লাইসেন্স চুক্তি।
কোম্পানির জন্য! পার্টনারশিপ ফার্ম	**নথিপত্র**
পরিচয় প্রমাণ	প্যান কার্ড / নিবন্ধিত অংশীদারি দলিল
ঠিকানার প্রমাণ	ইনকর্পোরেশনের শংসাপত্র / জিএসটি শংসাপত্র / ইউটিলিটি বিল যা কোনও পরিষেবা প্রদানকারীর দুই মাসের বেশি নয় (বিদ্যুৎ, টেলিফোন, পোস্টপেইড মোবাইল ফোন, পাইপযুক্ত গ্যাস, জলের বিল)
অংশগ্রহণের জন্য অনুমোদন পত্র	কোম্পানি / পার্টনারশিপ ফার্মের পক্ষে লেনদেনের জন্য বোর্ড অফ ডিরেক্টরস / কর্তৃপক্ষের চিঠি / পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি থেকে একটি রেজোলিউশন

৯. সফল ক্রেতা / নিলামদাতা তার প্রতিটি আইটেমের জন্য তার অফারের ২৫ শতাংশ (ইএমডি সহ) RTGS/ NEFT এর মাধ্যমে এখানে উল্লেখিত অ্যাকাউন্টে জমা দিতে হবে তারিখে ব্যাঙ্কিং ঘন্টা বন্ধ হওয়ার আগে বা তার আগে উপরে উল্লিখিত নিলামের বা পরবর্তী কার্যদিবসের পরে নয়, কোন আমানত ফিনিক্সকে নিশ্চিত করতে হবে, এতে ব্যর্থ হলে বিক্রয় ব্যর্থ হয়েছে বলে গণ্য হবে এবং উল্লিখিত সফল ক্রেতা / দরদাতার EMD বাজেয়াপ্ত করা হবে। ১০. অন্য সকল বিডার যারা ই-নিলামে সফল হয়নি তাদের ইএমডি ফিনিক্স ই-নিলাম বন্ধ হওয়ার ৫ কার্যদিবসের মধ্যে ফেরত দেবে। EMD কোনো সুদ বহন করবে না। ১১. উল্লিখিত সুরক্ষিত সম্পদ বিক্রির নিশ্চিতকরণের পনেরতম (১৫) দিনে বা লিখিতভাবে সম্মত হতে পারে এমন বর্ধিত সময়ের মধ্যে ক্রয় বিবেচনার অবশিষ্ট পরিমাণ সফল ক্রেতা / দরদাতা কর্তৃক প্রদেয় হবে। খেলাপির ক্ষেত্রে, ততক্ষণ পর্যন্ত জমা করা সমস্ত পরিমাণ বাজেয়াপ্ত করা হবে। ১২. সম্পত্তি পরিদর্শন বা আরও তথ্যের জন্য, সম্ভাব্য দরদাতারা নিম্নলিখিত ইমেল ঠিকানা ajit.kewinaphoenixarc.co.in/ suresh.variyamephoenixarc.co.in-এ মিঃ অজিত কেউইন/ মিঃ সুরেশ ভারিয়াম, মিসেস এশা দেরের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। আমি esha.dere@phoenixarc.co.in (ইমেল) বা + ৯১-৭৫০৬৪৯০০৩৬ / ৭০২১৫৬২০৮৮ (মোঃ) এ। ১৩. নিলামের যে কোন পর্যায়ে, অনুমোদিত অফিসার বিড / অফার গ্রহণ/ প্রত্যাখ্যান/ পরিবর্তন/ বাতিল করতে পারেন অথবা কোনো কারণ ব্যতিরেকে এবং কোনো পূর্ব নোটিশ ছাড়াই নিলাম স্থগিত করতে পারেন। ১৪. সফল ক্রেতা/ দরপত্রদাতাকে তার/ তার/ তার অনুকূলে সম্পত্তি পৌঁছে দেওয়ার জন্য/ বিলি করার জন্য যে কোনও সংবিধিবদ্ধ বকেয়া, ট্যাক্স, প্রদেয় ফি, স্ট্যাম্প ডিউটি, রেজিস্ট্রেশন ফি ইত্যাদি বহন করতে হবে। প্রযোজ্য আইন। ১৫. যেকোন সময়ে সম্পত্তির বকেয়া সমস্ত বিধিবদ্ধ/ অ-সংবিধিবদ্ধ বকেয়া, কর, হার, মূল্যায়ন, চার্জ, সোসাইটি বকেয়া, ফি ইত্যাদি পরিশোধের একমাত্র দায়িত্ব সফল দরদাতারই হবে। ১৬. সফল ক্রেতা/ দরপত্রদাতা/ তার/ তার/ তার অনুকূলে অধিকার হস্তান্তরের জন্য সোসাইটি/ অন্য কোন কর্তৃপক্ষকে প্রদেয় যেকোন খরচ/ খরচ/ ফি/ শুল্ক ইত্যাদির জন্য সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবে। ১৭. ঋণগ্রহীতা/ বন্ধক, যারা উল্লিখিত বকেয়া পাওনার জন্য দায়বদ্ধ, তারা এই বিক্রয় বিজ্ঞপ্তিটিকে নিরাপত্তা সুদ (এনফোর্সমেন্ট) বিধিমালার ৮ ধারা (৬) বিধির অধীনে একটি নোটিশ হিসাবে বিবেচনা করবেন, উপরে উল্লিখিত নিলাম বিক্রয়ের হোল্ডিং সম্পর্কে। ১৮. ইচ্ছুক দরদাতারা তাদের বিড জমা দেওয়ার আগে দায়বদ্ধতা, নিলামে রাখা সুরক্ষিত সম্পদের শিরোনাম এবং সুরক্ষিত সম্পদকে প্রভাবিত করে এমন দাবি/ অধিকার/ বকেয়া, সংবিধিবদ্ধ পাওনা সহ, ইত্যাদির বিষয়ে তাদের নিজস্ব স্বাধীন অনুসন্ধান করতে হবে। নিলামের বিজ্ঞাপনটি ফিনিক্সের কোনো প্রতিশ্রুতি বা কোনো প্রতিনিধিত্ব গঠন করে না এবং গঠন করবে না। ফিনিক্স-এর অনুমোদিত অফিসার কোনো তৃতীয় পক্ষের দাবি/ অধিকার/ বকেয়ার জন্য কোনোভাবেই দায়ী থাকবে না। ১৯. সংবাদপত্রে প্রকাশিত ই-নিলাম বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত বিবরণগুলি অনুমোদিত অফিসারের সর্বোত্তম তথ্যের জন্য বলা হয়েছে যাইহোক, অনুমোদিত অফিসার কোন ত্রুটি, ভুল বিবৃতি বা বাদ দেওয়ার জন্য দায়ীদায়বদ্ধ হবেন না। ২০. ইভেন্টে, এখানে নির্ধারিত ই-নিলাম যে কোনো কারণে ব্যর্থ হয়, ফিনিক্সের নিরাপত্তা স্বার্থ (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর বিধি ৮(৫) এর বিধানের অধীনে অন্য কোনো পদ্ধতিতে সুরক্ষিত সম্পদ বিক্রি করার অধিকার রয়েছে। এবং সরফায়েসি আইন, ২০০২।

স্থান ঃ কলকাতা
তারিখ ঃ ২১।২।২০২৪

স্বা /- অথরাইজড অফিসার
ফিনিক্স এআরসি প্রাইভেট লিমিটেড, ফিনিক্স ট্রাস্ট FY ১৭-৮

ঃরেলওয়ের রূপান্তরঃ

একটি আধুনিক এবং দক্ষ রেলওয়ে ব্যবস্থার জন্য প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টিভঙ্গি পূরণ

পূর্বরেলওয়ে. বিশ্ব মানের সাথে সামঞ্জস্য রেখে যাত্রীদের প্রশিক্ষণের জন্য আধুনিক সুযোগ-সুবিধা এবং বিশ্বমানের সুবিধা প্রদানের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এই ইউরোপীয় দেশগুলির সমতুল্য, রেলওয়ে পূর্বরেলওয়ের (ইআর) আওতাধীন ২৮টি স্টেশন বেছে নিয়েছে। 'অমৃত ভারত স্টেশন স্কিম'-এর অধীনে তাদের পুনঃ

দৃষ্টিভঙ্গির সাথে সামঞ্জস্য রেখে, পূর্ব রেলওয়ে তার শিয়ালদহ, হাওড়া, আসানসোল এবং মালদা বিভাগ জুড়ে বেশ কয়েকটি স্টেশনের পুনর্বিন্যাসের কাজ হাতে উন্নয়ন, যার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদি। তিনি আরও যোগ করেছেন যে পুনঃউন্নয়ন পরিকল্পনাটি ঐতিহ্যের সাথে

নিয়েছে। ইস্টার্ন রেলওয়ের প্রধান জনসংযোগ আধিকারিক শ্রী কৌশিক মিত্র বলেছেন, ট্রেন যাত্রীদের আধুনিক সুযোগ-সুবিধা প্রদানের জন্য পূর্ব রেলওয়ে আধুনিকতার সংমিশ্রণকে ধারণ করে, এটি নিশ্চিত করে যে প্রতিটি স্টেশন এই অঞ্চলের স্থানীয় সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্যকে সম্মান করার সাথে সাথে সমসাময়িক প্রযুক্তি প্রতিফলিত করে। পুনর্নির্মিত স্টেশনগুলিতে সবুজ বিল্ডিং উপাদান, সঠিক বায়ুচলাচল, অ্যাক্সেস কন্ট্রোল গেট, এসকেলেটর, লিফট, ফ্রি ওয়াই-ফাই, সিসিটিভি ক্যামেরা, ফুড প্লাজা, বাচ্চাদের খেলার জায়গা, এটিএম এবং ২৪ ঘন্টা পরিচ্ছন্নতা সহ অত্যাধুনিক সুবিধা থাকবে। . তিনি আরও যোগ করেছেন, পুনঃউন্নয়ন পরিকল্পনায় পৃথক আগমন এবং প্রস্থান বিল্ডিং, তীর্থযাত্রীদের জন্য বিশেষভাবে নির্মিত কাঠামো, ক্লাস ওয়েটিং রুম এবং প্রতিবন্ধী-বান্ধব সুযোগ-সুবিধা রয়েছে। সৌর প্যানেল, বৃষ্টির জল সংগ্রহ, জল পুনর্ব্যবহার, এবং কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সিস্টেমের মতো পরিবেশ-বান্ধব দিকগুলিও নতুন স্টেশন ভবনগুলিতে একীভূত হবে। উল্লেখযোগ্যভাবে, 'অমৃত ভারত স্টেশন স্কিম'-এর অধীনে, নির্বাচিত বিভাগের সমস্ত ছোট স্টেশনগুলি প্রশস্ত ফুট-ওভার ব্রিজ (এফওবি), সামনের দিকের উন্নতি, প্রশস্ত অপেক্ষার জায়গা, সিসিটিভি ক্যামেরার মাধ্যমে নজরদারি, ফুড কিয়স্ক এবং সহ আপগ্রেড যাত্রী সুবিধা পাবে। এসকেলেটর স্টেশন পুনঃউন্নয়নের পাশাপাশি, পূর্ব রেলওয়ে স্থানীয় কৃষক ও কারিগরদের তাদের পণ্য বিক্রি করার জন্য রেলওয়ে প্ল্যাটফর্মে জায়গা দেওয়ার জন্য 'এক স্টেশন, এক পণ্য' প্রকল্পের অধীনে উদ্যোগও চালু করেছে, যার ফলে 'আত্মনির্ভর ভারত অভিযান' সমর্থন করে এবং ব্যক্তিদের উপার্জনে সহায়তা করে। তাদের জীবিকা। তিনি আরও বিশদভাবে জানান যে শিয়ালদহ বিভাগের স্টেশনগুলি, যার মধ্যে রয়েছে বনগাঁ জং, বারাসত, দম দম জং, গেদে, কল্যাণী, মধ্যমগ্রাম, নৈহাটি জং, সোনারপুর জং। মোট প্রকল্প ব্যয় সঙ্গে. ১২১.৪৭ কোটি ২৬.০২.২০২৪ তারিখে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হবে যার জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে। একইভাবে, হাওড়া বিভাগের স্টেশনগুলি যেমন, বালি, চন্দননগর, ডানকুনি, খাগড়াঘাট রোড, সাঁইথিয়া জং, যার মোট প্রকল্পের খরচ ৭৮.১৪ কোটি। আসানসোল বিভাগ যেমন বাসুকিনাথ, দেওঘর, দুমকা, জামতারা, পানাগড়, শঙ্করপুর,

বিদ্যাসাগর প্রকল্পের খরচ ৯৩.৭১ কোটি এবং মালদা বিভাগ যেমন বাঁকা, ধুলিয়ান গঙ্গা, গোড্ডা, জঙ্গিপুর রোড, মুঙ্গের, সবুর, ভারতীয় বিদ্রোহ থেকে প্রতিরোধের প্রতিধ্বনি বহন করে। প্রাক্তন ফরাসি উপনিবেশ হিসাবে চন্দননগরের অনন্য মর্যাদা তার ঔপনিবেশিক

শিবনারায়ণপুর প্রকল্পের খরচ ১০৪.০ কোটি বরাদ্দ করা হয়। শ্রী মিত্র বলেন দম দম জন-এর মতো অমৃত ভারত-এর অধীনে পুনঃ উন্নয়নের জন্য এবার মনোনীত কিছু গুরুত্বপূর্ণ স্টেশনের উজ্জ্বল ইতিহাস দিয়ে আমাদের আরও সমৃদ্ধ করেছেন। ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এবং ঐতিহাসিক দম দম আর্সেনালের সাথে তার সংযোগের জন্য, যা ভারতের ঔপনিবেশিক অতীত এবং বিশ্ব বাণিজ্যে এর ভূমিকার প্রমাণ হিসাবে দাঁড়িয়েছে। নৈহাটি, প্রাচীনকালে এর শিকড়ের সন্ধান করে এবং একটি মধ্যযুগীয় বাণিজ্য কেন্দ্র হিসাবে বিকাশ লাভ করে, নদীপথে শতাব্দীর সাংস্কৃতিক বিনিময় এবং অর্থনৈতিক কার্যকলাপকে মূর্ত করে। সোনারপুরের সমৃদ্ধ ঐতিহ্য, প্রাচীন মন্দির এবং বাংলার সালতানাত ও মুঘল সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকার দ্বারা চিহ্নিত, এই অঞ্চলের গভীর-মূল আধ্যাত্মিক ও শৈল্পিক ঐতিহ্যকে প্রতিফলিত করে। বারাসত, ব্রিটিশ আমলে প্রশাসনিক ও বাণিজ্যিক কার্যকলাপের কেন্দ্রস্থল, স্বাধীনতার সংগ্রামের প্রতীক ১৮৫৭ সালের স্থাপত্য এবং সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারের মাধ্যমে আকর্ষণীয় করে তুলেছে, যা ভারতের ইতিহাসকে আকৃতি দিয়েছে এমন বৈচিত্র্যময় প্রভাবগুলির উপর আলোকপাত করে। ঐতিহাসিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ এই স্টেশনগুলির প্রস্তাবিত এবং কিছু অনুমান বৈশিষ্ট্যগুলি নীচে চিত্রিত করা হয়েছে। দম দম স্টেশনঃ দম দম স্টেশনের পুনঃ উন্নয়ন কাজের মধ্যে রয়েছে প্ল্যাটফর্ম সুবিধার সম্প্রসারণ, আধুনিক সাইনবোর্ড স্থাপন এবং যাত্রীদের ক্রমবর্ধমান সংখ্যার জন্য যাত্রী সুবিধার উন্নতি। . উপরন্তু, ভিন্নভাবে অক্ষম যাত্রীদের জন্য অ্যাক্সেসিবিলিটি বৈশিষ্ট্য বাড়ানোর প্রচেষ্টা চলছে। অমৃত ভারত স্টেশনের অধীনে পুনঃউন্নয়নের জন্য মোট বরাদ্দকৃত প্রকল্প ব্যয় হল ৭.৯৮ কোটি। চন্দননগর স্টেশনঃ চন্দননগর স্টেশনটি একটি ব্যাপক সংস্কারের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে, প্ল্যাটফর্ম, অপেক্ষার জায়গা এবং টিকিটের সুবিধাগুলিকে আপগ্রেড করার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। প্রকল্পের মধ্যে শক্তি-দক্ষ আলো ব্যবস্থা স্থাপন এবং স্থায়িত্ব উন্নীত করার জন্য সবুজ উদ্যোগ বাস্তবায়ন অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

বাস চাপায় আহত ৮

লোহার রড বোঝাই রিক্সার সঙ্গে বাসের সংঘর্ষে ৮জন আহত হয়েছেন।

পাকিস্তানে সরকার গড়বে কে?

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ এক সপ্তাহের বেশি হয়ে গেল পাকিস্তানে নির্বাচনের ফলাফল স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। কিন্তু এখনও স্পষ্ট নয়, কে প্রধানমন্ত্রী হবেন এবং কবে দায়িত্ব নেবে নতুন সরকার। কোন কোন দল সরকারের শরিক হবে, স্পষ্ট নয় তাও। নওয়াজ শরিফের দল, পাকিস্তান মুসলিম লিগ-নওয়াজ এবং বিলাওয়াল ভুট্টো জারদারির দল পাকিস্তান পিপলস পার্টি জোট সরকার করতে সম্মত হয়েছিল।

ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রার মাঝে সুলতানপুর আদালতে নিজে হাজিরা দেন রাহুল গান্ধি

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রার মাঝেই সুলতানপুর আদালতে মঙ্গলবার হাজিরা দেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধি । কর্ণাটকে নির্বাচনী জনসভায় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে নিয়ে মন্তব্য করেছিলেন তিনি । আর তাঁর সেই বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে আদালতে অভিযোগ দায়ের হয়, যা নিয়ে এমপিএমএলএ আদালত থেকে ক্রমাগত সমন জারি করা হচ্ছিল রাহুল গান্ধিকে । কিন্তু বারবার তিনি তা এড়িয়ে যাচ্ছিলেন। এরপর গত মাসেই ২০ ফেব্রুয়ারি তারিখটি নির্ধারণ করা হয় । আদালতের সমনকে সম্মান জানিয়ে রাহুল গান্ধি এ দিন হাজিরা দেওয়ার কথা জানান। ইতিমধ্যে রাহুল গান্ধির ভারত জোড়া ন্যায় যাত্রা উত্তরপ্রদেশে প্রবেশ করেছে। তবে মঙ্গলবার রাহুল গান্ধি রায়বেরেলিতে ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রা স্থগিত রেখেছেন। কারণ আদালতে হাজির দেন তিনি। সোমবার সন্ধ্যায় রাহুল গান্ধির অনুষ্ঠান এবং আদালতে যাওয়ার জন্য সুরক্ষা রোড ম্যাপ প্রকাশ করেছেন সুলতানপুরের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ।

গন্ডাছড়ায় বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড

গন্ডাছড়া, ২০ ফেব্রুয়ারি ঃ ধলাই জেলার গন্ডাছড়া মহকুমার হাতিরমাথা এলাকায় বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে ভস্মিভূত হল একটি ঘর। নিঃস্ব হল পরিবার। জানা গিয়েছে গন্ডাছড়া মহকুমার অন্তর্গত ভগীরথীপাড়ার কৃষ্ণচন্দ্রপাড়ার দীনদরিদ্র বাসিন্দা কানাই ত্রিপুরা।

Name Change

I, (Old Name) MD ABU SELIM ALI S/o- ANISUR RAHAMAN, Residing at Vill- Indradanga, Post- Bhairabpur, Ps - Murshidabad, Dist- Murshidabad, Pin- 742302, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from MD ABU SELIM ALI To ABU SELIM ALI (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) ABU SELIM ALI in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary at Berhampore Murshidabad 13/02/2024, ABU SELIM ALI and MD ABU SELIM ALI both are Same and one identical person.

Name Change

I, Debabrata Ghose (old name) S/O Late Mohit Kumar Ghosh, Residing at 117, Narkeldanga North Road, P.O.- Narkeldanga, P.S.- Narkeldanga, Dist- Kolkata, Pin- 700011, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Debabrata Ghosh (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 19/02/2024. Debabrata Ghosh (new name) and Debabrata Ghose (old name) both are same identical person.

Name Change

I KOYEL HOWLADAR, D/O NILKANTHA HOWLADAR, R/O DAKSHIN PARA, HATISHALA, KOTWALI, NADIA-741401, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS KOYAL HOWLADAR, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 20/02/2024, THAT KOYEL HOWLADAR AND KOYAL HOWLADAR ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I NAJIRABIBI SEKH, W/O ASADALI SEKH, R/O MATHER PARA, SATAPATI,PURBA SATGACHIA, KALNA, PURBA BARDHAMAN -712512, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS NAJIRA BIBI SEIKH, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 20/02/2024, THAT NAJIRABIBI SEKH AND NAJIRA BIBI SEIKH ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I KAMAL RAY, S/O MOHAN ROY, R/O USIDPUR, KOTWALI, NADIA -741301, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS KAMAL ROY, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 20/02/2024, THAT KAMAL RAY AND KAMAL ROY ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

নাম পরিবর্তন

আমি রীমা খানম **(Reema Khanum)(old name)** পিতা মির্জা হাসান ঠিকানা পি-২৩৬ / এ,টিকিয়া পাড়া, গার্ডেনরিচ, কলকাতা-৭০০০২৪, পশ্চিমবঙ্গ, নোটারি পাবলিক আলিপুর কোর্ট এর **Affidavit** দ্বারা রীমা খানম **(Reema Khanam)(new name)** নামে পরিচিত হলাম। **Affidavit No.153 dated 19.02.2024**। রীমা খানম **(Reema Khanum)(old name)** এবং রীমা খানম **(Reema Khanam)(new name)** একই ব্যাক্তি।

Name Change

I SHYAMAL SAHA, S/O ANIL KUMAR SAHA, R/O 185/7, GORAKSHA BASI ROAD, DUMDUM, BARRACKPORE, PIN-700028, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SHYAMAL KUMAR SAHA, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 20/02/2024, THAT SHYAMAL SAHA AND SHYAMAL KUMAR SAHA ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I NASIMA BIBI & NASIMA KHATUN & NASIMA BEGUM, W/O SK GOLAM KIBRIA, R/O ESARAT PARA, POALI, PS NODAKHALI, DIAMOND HARBOUR, PIN-743318, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS NASIMA BEGAM, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE 1ST CLASS JUDICIAL MAGISTRATE AT ALIPORE COURT ON 20/02/2024, THAT NASIMA BIBI & NASIMA KHATUN & NASIMA BEGUM AND NASIMA BEGAM ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I SK NAWSHER ALI & NAOSHER ALI SEKH, S/O LATE SK RAHIM BOX, R/O VILL & PO POALI, PS NODAKHALI, DIAMOND HARBOUR, PIN- 743318, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SK NOUSHER ALI, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE 1ST CLASS JUDICIAL MAGISTRATE AT ALIPORE COURT ON 20/02/2024, THAT SK NAWSHER ALI & NAOSHER ALI SEKH AND SK NOUSHER ALI ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I SANOWARA BEGUM, W/O BAPI KHAN, R/O Z-3/25, NADIAL ROAD, BADARTALA, PS RAJABAGAN, KOLKATA -700044, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SANOWARA BEGAUM, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 20/02/2024, THAT SANOWARA BEGUM AND SANOWARA BEGAUM ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I HABIBA RANGWALA, W/O MUSTAFA SAIFUDDIN RANGWALA, R/O 16/1F, EAST TOPSIA ROAD, AL- ANWAR APTT, FLAT NO 7B1, PS PRAGATI MAIDAN, KOLKATA -700046, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS HABIBA MUSTAFA RANGWALA, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 20/02/2024, THAT HABIBA MUSTAFA RANGWALA AND HABIBA RANGWALA ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I,CHANDRA SEKHAR PRASAD AMBASTA,SON OF SIDHESHWAR PRASAD, RESIDING AT BIRSANAGAR ZONE - 6, JAMSHEDPUR,PS - BIRSANAGAR,EAST SINGBHUM,PIN - 831004,JHARKHAND.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS CHANDRA SHEKHAR PRASAD AMBASTA VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 20/02/2024.THAT CHANDRA SEKHAR PRASAD AMBASTA AND CHANDRA SHEKHAR PRASAD AMBASTA BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I, AMRESH KUMAR THAKUR AND AMARESH THAKUR,SON OF MAHENDRA THAKUR, RESIDING AT SHASTRI NAGAR, THAKUR NIWAS,OPP - AMRASABAI CLUB,PO - BARA BAHERA, HOOGHLY- 712246, WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS AMRESH THAKUR VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 09/02/2024.THAT AMRESH KUMAR THAKUR AND AMARESH THAKUR ALSO AMRESH THAKUR ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I, (Old Name) SAHEB SK S/o- HANIF SK, Residing at, Khaira kandi, Mostafa Complex banigram, Ps - Farakka, Dist- Murshidabad, Pin- 742202, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from SAHEB SK To SAHEB ALI (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) SAHEB ALI in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary at Berhampore Murshidabad 13/02/2024, SAHEB ALI and SAHEB SK both are Same and one identical person.

Name Change

I, (Old Name) MOHAMAD MATFAR MONDAL S/o- JALIL MANDAL, Residing at Vill- Kulgachi, Post- Dalubaria, Ps - Dhantala, Dist- Nadia, Pin- 741501, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from MOHAMAD MATFAR MONDAL To MATFAR ALI MANDAL (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) MATFAR ALI MANDAL in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary at Berhampore Murshidabad 13/02/2024, MATFAR ALI MANDAL and MOHAMAD MATFAR MONDAL both are Same and one identical person.

নাম পরিবর্তন

আমি মির্জা রফি হোসেন (old name) পিতা সৈয়দ হোসেন ঠিকানা বি-৮৮,আইরন গেট রোড, ওয়ার্ড ১৩৫,গার্ডেনরিচ, কলকাতা-৭০০ ০২৪, পশ্চিমবঙ্গ, নোটারি পাবলিক আলিপুর কোর্ট এর **Affidavit** দ্বারা মির্জা হাসান **(new name)** নামে পরিচিত হলাম। **Affidavit No. 152 dated 19.02.2024**। মির্জা রফি হোসেন (odl name) এবং মির্জা হাসান **(new name)** একই ব্যাক্তি।

Name Change

I, Qaium Khan S/o Lare Rafique Khan R/o Nayee Basti Road No-1, Rahmat Nagar, P.O.- Burnpur, P.S.- Hirapur, Pin- 713325, Paschim Bardhaman, W.B. shall henceforth be known as Qaiyum Khan. I declare that Qaiyum Khan and Qaium Khan is same and one identical person by virtue of affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 20-02-3024.

Name Change

I, Rashida Totanawala alias Rashida Yakubally Totanawala alias Rashida Yakub Totanawala W/o Mohammed Merhaba R/o Flora Fountain, 45, Christopher Road, Tower-1, F-12E, P.O.+ P.S.- Tangra, Kolkata-700046 shall henceforth be known as Rashida Merhaba. I declare that Rashida Merhaba, Rashida Totanawala, Rashida Yakubally Totanawala and Rashida Yakub Totanawala is same and one identical person by virtue of affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 20-02-2024.

Name Change

I, Prakash Singh Lohar S/o Late Singh Bahadur Singh R/o Near Manay, Harijan Road, Kalimpong-I, Pin-724301, W.B., India shall henceforth be known as Prakash Singh Kami. I declare that Prakash Singh Kami and Prakash Singh Loharis sameand one identical person by vgirtue of affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 20-02-2024.

Name Change

I, ILLIAS SHAIKH (OLD NAME) SON OF LATE AMINUDDIN SHAIKH @ AMINADDIN SEKH, RESIDING AT VILL & PO - BENIABOW, PS - SONARPUR, SOUTH 24 PARGANAS - 743613,WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ILIYAS SEKH(NEW NAME) VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 20/02/2024.THAT ILLIAS SHAIKH AND ILIYAS SEKH BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I AJAY BINANI, S/O MADAN LAL BINANI, R/O VYOM, BLOCK -4, FLAT 4A, 49A, MANMOHAN BANERJEE ROAD, NEW ALIPORE, KOLKATA -700038, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS AJAY KUMAR BINANI, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 20/02/2024, THAT AJAY KUMAR BINANI AND AJAY BINANI ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I SUNIL KUMAR CHOUDHARY, SON OF BISWANATH CHOUDHARY, RESIDING AT P-101,BLOCK-F, NALINI RAJAN AVENUE, NEW ALIPORE, KOLKATA - 700053, WEST BENGAL. HAVE CHANGED MY NAME (SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS) TO SUNIL CHOUDHARY VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 03/11/2023.THAT SUNIL KUMAR CHOUDHARY AND SUNIL CHOUDHARY BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I, (Old Name) NOEMAN BIBI W/o- JAMIR SK, Residing at Vill- Nowpara, Post- Kumarsanda, Ps - Kandi, Dist- Murshidabad, Pin- 742136, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from NOEMAN BIBI To UMMEHAN BIBI (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) UMMEHAN BIBI in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary at Berhampore Murshidabad 13/02/2024, UMMEHAN BIBI and NOEMAN BIBI both are Same and one identical person.

Name Change

I, (Old Name) MURAREE MALLIK S/o- LATE CHANDICHARAN MALLIK, Residing at Vill- Bagichapara agrad, Post- Agra harishchandra pur, Ps - Habibpur, Dist- Malda, Pin- 732122, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from MURAREE MALLIK To MURARI MALLIK (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) MURARI MALLIK in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary at Berhampore Murshidabad 13/02/2024, MURARI MALLIK and MURAREE MALLIK both are Same and one identical person.

Name Change

I, Mritunjay Mishra (old name) S/O Devi Shanker Mishra, residing at 180, Adarsh Nagar, P.O.- Barabahera, Konnagar, Uttarpara, Hooghly, Pin-712246, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Mrityunjay Mishra (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 20/02/2024. Mrityunjay Mishra (new name) and Mritunjay Mishra (old name) both are same identical person.

Name Change

I, Mohammad Rabbani (old name) S/O Halimuddin Rabbani, residing at Vill- Baragarh, P.O. & P.S.- Debra, Dist- West Medinipur, Pin- 721126, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Golam Rabbani (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 20/02/2024. Golam Rabbani (new name) and Mohammad Rabbani (old name) both are same identical person.

Name Change

I, Ratandev (old name) S/O Binay Bhushan Deb, residing at Alipur 2nd Lane, Rabindra Nagar, Nimta, Barrackpore, Pin- 700049, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Ratan Deb (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 20/02/2024. Ratan Deb (new name) and Ratandev (old name) both are same identical person.

Name Change

I, Mohammad Arif Khan (old name) S/O Mohammad Shamim Khan, residing at 55, G .J Khan Road, Kolkata- 700039, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Md Arif Khan (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 20/02/2024. Md Arif Khan (new name) and Mohammad Arif Khan (old name) both are same identical person.

Name Change

I, Rajeev Dev (old name) S/O Ratan Deb, residing at Alipur 2nd Lane, Rabindra Nagar, Nimta, Barrackpore, Pin- 700049, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Rajib Deb (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 20/02/2024. Rajib Deb (new name) and Rajeev Dev (old name) both are same identical person.

Name Change

I PRASANTA SARDAR, S/O BISWANATH SARDER, R/O VILL MADHABPUR, PO BEGAMPUR, PS BARUIPUR, SOUTH 24 PARGANAS, PIN-743387, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS PRASANTA SARKAR, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE 1ST CLASS JUDICIAL MAGISTRATE AT ALIPORE COURT ON 12/07/2022, THAT PRASANTA SARDAR AND PRASANTA SARKAR ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I MD MATIYER MISTREE, S/O DAYUD ALI, R/O PATHRA, POKADAMBAGACHI, PS-SHASAN, NORTH 24 PARGANAS, PIN-700125, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MATIYER RAHAMAN, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 20/02/2024, THAT MD MATIYER MISTREE AND MATIYER RAHAMAN ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I, Asish Saha (old name) S/O Late Anil Chandra Saha, residing at Kalibari Road, Near Falguni Bagan, Duttapukur Hatkhola, Barasat- I, Dist- North 24 Pgs, Pin- 743248, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Ashis Saha (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 20/02/2024. Ashis Saha (new name) and Asish Saha (old name) both are same identical person.

Name Change

I, Kalyani Devi (old name) W/O Ratan Deb, residing at Alipur 2nd Lane, Rabindra Nagar, Nimta, Barrackpore, Pin- 700049, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Kalyani Deb (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 20/02/2024. Kalyani Deb (new name) and Kalyani Devi (old name) both are same identical person.

Name Change

I , Bimal KR Ghosh @ Bimal Ghosh S/O- Subal Ghosh resident of Vill- Chagram, P.O.- Gram Kulti, P.S.- Kalna, Dist- Purba Bardhaman, W.B.-712146, have changed my name and shall henceforth be known as 'BIMAL KUMAR GHOSH' vide an affidavit before the Notary Public at Purba Bardhaman on 20/02/2024. That Bimal KR Ghosh, Bimal Ghosh And Bimal Kumar Ghosh all are same and one identical person.

Name Change

I , Chandni Begom D/O- Basirali Sekh @ SK Basir resident of Vill- Kiskinda, P.O.- Bagila, P.S.- Memari, Dist- Purba Bardhaman, W.B.-713146, have changed my name and shall henceforth be known as 'CHANDNI BEGUM' vide an affidavit before the Notary Public at Purba Bardhaman on 16/02/2024. That Chandni Begom And Chandni Begum both are same and one identical person.

Name Change

I SOMNATH BISWAS, RESIDING AT 486 VIP NAGAR,PO - VIP NAGAR, KOLKATA - 700100,WEST BENGAL.THAT MY FATHER PUSHPEN BISWAS (RECORDED IN MY DRIVING LICENCE NO WB05 2022 0007093) SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS PUSPEN BISWAS VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE LD 1ST CLASS JUDICIAL MAGISTRATE AT ALIPORE COURT ON 20/02/2024. THAT PUSHPEN BISWAS AND PUSPEN BISWAS BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I PRAMILA CHAKRABARTY, WIFE OF KALIDAS CHAKRABORTY, RESIDING AT VILL - JASHRA,PO & PS - CHAKDAHA,NADIA - 741222, WEST BENGAL.HAVE CHANGED MY NAME (SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS) TO PROMILA CHAKRABORTY VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 20/02/2024. THAT PRAMILA CHAKRABARTY AND PROMILA CHAKRABORTY BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I MD. GORAI MOLLA, C/O IMAN ALI MOLLA, R/O KARIGAR PARA, PATHARGHATA, RAJARHAT, NORTH 24 PARGANAS, PIN-700135, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS GORAI MOLLA, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 20/02/2024, THAT MD. GORAI MOLLA AND GORAI MOLLA ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I CHANCHAL DUTTA, S/O PROMOTHO NATH DUTTA, R/O BABUPARA, GOBARDANGA (M), HABRA-1, SARKARPARA KUTHIPARA, NORTH 24 PARGANAS, PIN-743252, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS CHANCHAL KUMAR DUTTA, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 20/02/2024, THAT CHANCHAL DUTTA AND CHANCHAL KUMAR DUTTA ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I, Titas Pati (old name) W/O Subhamoy Pati, residing at P30, Sarsuna Main Road, Near Basudevpur High School, P.O.- Sarsuna, Kolkata- 700061, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Titas Pati Banerjee (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 20/02/2024. Titas Pati Banerjee (new name) and Titas Pati (old name) both are same identical person.

Name Change

I, Sarbani Poddar (old name) W/O Netai Podder, D/O Khudiram Debnath Residing at Durgachak, P.O.- Durgachak, Dist- East Medinipur, Pin- 721602, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Sarbani Podder (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 20/02/2024. Sarbani Podder (new name) and Sarbani Poddar (old name) both are same identical person.

তুফানগঞ্জে জহর নবোদয় বিদ্যালয়ের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন প্রধানমন্ত্রী

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ২০ ফেব্রুয়ারিঃ কোচবিহার জেলার তুফানগঞ্জ মহকুমায় জহর নবোদয় বিদ্যালয়ের স্থায়ী ভবনের ভার্চুয়ালি ভিত্তিপ্রস্তর

স্থাপন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। মঙ্গলবার ভিডিও কনফারেন্সের মধ্য দিয়ে তুফানগঞ্জ ১ নং ব্লকের অন্তর্গত কালিবাড়ি রেগুলেটি মার্কেট এলাকায় ১০ একর জমির উপর প্রায় ৩৫ কোটি টাকা ব্যয়ে নবনির্মিত জহর নবোদয় বিদ্যালয়ের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হলো। এদিন এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন নাটাবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক মিহির গোস্বামী সহ এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন তুফানগঞ্জ জওহর নবোদয় বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক - শিক্ষিকারা। এ বিষয়ে তুফানগঞ্জের জহর নবোদয় বিদ্যালয়ের প্রিন্সিপাল ইনচার্জ অর্চনা অলিভ টোপ্পো জানান জহর নবোদয় বিদ্যালয়-এর হেডকোয়ার্টার থেকে আমাদের কাছে একটি অর্ডার আসে যে আজ বহু সংখ্যক জহর নবোদয় বিদ্যালয় ও কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় এখনো পর্যন্ত স্থায়ীভাবে তৈরি হয়নি সেগুলির নবনির্মিত স্কুল তৈরির তৈরীর জন্য ভার্চুয়ালি দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ভিত্তিপ্রস্তর করবেন। এটা অনেক গর্বের বিষয় প্রায় ১৮ বছর পর স্থায়ীভাবে কোচবিহারের তুফানগঞ্জে স্থায়ীভাবে জহর নবোদয় বিদ্যালয় তৈরি হচ্ছে।

ভাষা আন্দোলনের বর্ষপূর্তি উদ্‌যাপন বিশ্বভারতীর বাংলাদেশ ভবনে

দুরন্ত বার্তা, বোলপুর, ২০ ফেব্রুয়ারিঃ 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি' গানের মধ্য দিয়ে বিশ্বভারতীতে উদ্‌যাপিত হবে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। তবে এবার বিশেষত্ব হলো বাহান্নর বাহাত্তর বর্ষপূর্তি উদ্‌যাপন। উপস্থিত থাকবেন বাংলাদেশ ও ভারত সহ দুই দেশের ছাত্র ছাত্রীরা। সেই উপলক্ষে আলপনায় সাজিয়ে তোলা হয় বাংলাদেশ ভবন চত্বর। অনুষ্ঠানের শুরুতে স্বাগত ভাষণ দেবেন ভাষা ভবনের অধ্যক্ষ মনোরঞ্জন প্রধান। বক্তব্য রাখবেন অধ্যাপক মৃণাল কান্তি সাহা। বাংলাদেশ ভবনের সমন্বয়ক মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায় জানান, সকাল আটটা দশে শোভাযাত্রা। 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি' গানের মধ্য দিয়ে পদযাত্রা করে পূর্বাই গেটে থেকে বাংলাদেশ ভবনে গিয়ে পৌঁছাবে। অধ্যাপক-অধ্যাপিকারা শহিদ বেদীতে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করবেন। এখানে ভাষা শহীদদের স্মরণে একটি অনুষ্ঠান হবে। বাংলাদেশ ভবনে সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টায় একটি অনুষ্ঠান হবে। বিশ্বভারতীর ভাষাভবনের চিনা, জার্মান, ফরাসী, সংস্কৃত, বাংলা সহ দেশি বিদেশি বিভিন্ন ভাষার ছাত্র-ছাত্রীরা তারা নিজ নিজ মাতৃভাষায় আবৃত্তি এবং সঙ্গীত পরিবেশন করবেন। কোনও কোনও সঙ্গীতের সঙ্গে থাকবে নৃত্য। উনিশশো বাহান্নর ভাষা আন্দোলনের এবার বাহাত্তর বর্ষ পূর্তি। সেই উপলক্ষে এবারের মূল অনুষ্ঠান বাহান্নর বাহাত্তর। বাংলাদেশের ছাত্রছাত্রী এবং বিশ্বভারতীর ছাত্রছাত্রীরা মিলে এই অনুষ্ঠান করবে। সবশেষে আশ্রম সঙ্গীত দিয়ে শেষ হবে অনুষ্ঠান।

গ্রাহকদের টাকা লুঠ করলেন খোদ পোস্ট মাস্টার, ঘটনায় চাঞ্চল্য

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২০ ফেব্রুয়ারিঃ পোস্ট অফিসে জমিয়ে রাখা গ্রাহকদের লক্ষ লক্ষ টাকা জালিয়াতি করে লোপাট করলেন খোদ পোস্ট মাস্টার। চাঞ্চল্যকর এই ঘটনা ঘটেছে জলপাইগুড়ির একটি পোস্ট অফিসে। জলপাইগুড়ি বামনপাড়া খড়িয়া পোস্ট অফিসে ঘটেছে চাঞ্চল্যকর এই ঘটনা। ঘটনায় রীতিমতো হইচই পড়ে গেছে গ্রাহকদের মধ্যে। অভিযোগ, সই ও সিল জাল করে গ্রাহকদের অ্যাকাউন্ট থেকে লক্ষ লক্ষ টাকা তুলে নিয়েছেন ওই পোস্ট মাস্টার। বিষয়টি নজরে আসতেই তদন্ত শুরু করেছেন ডআক বিভাগের উচ্চ পদস্থ আধিকারিকরা। এদিকে পোস্ট অফিসে জমিয়ে রাখা টাকা হারিয়ে মাথায় হাত পড়েছে গ্রাহকদের। কিভাবে সেই টাকা ফেরত পাবেন তা ভেবে পাচ্ছেন না গ্রাহকরা। জানা গেছে, বেশ কয়েকজন গ্রাহকদের অ্যাকাউন্ট থেকে লক্ষ লক্ষ টাকা লোপাট করেছেন অভিযুক্ত পোস্টমাস্টার জি শূর। জলপাইগুড়ির মুখ্য ডাক বিভাগের পক্ষ থেকে তাঁর বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।

জটেশ্বরে অনুষ্ঠিত হল ৩৫তম ফালাকাটা ব্লক ভাওয়াইয়া সঙ্গীত প্রতিযোগিতা

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ২০ ফেব্রুয়ারিঃ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অনগ্রসর শ্রেণী কল্যাণ দপ্তর ও আদিবাসী উন্নয়ন দপ্তরের উদ্যোগে জটেশ্বরে অনুষ্ঠিত হল ৩৫ তম ফালাকাটা ব্লক ভাওয়াইয়া সঙ্গীত প্রতিযোগিতা। মঙ্গলবার ফালাকাটা ব্লকের জটেশ্বর এক নম্বর গ্রাম

পঞ্চায়েতের সুকান্ত ভবনে এই প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। প্রদীপ প্রজ্বলনের মধ্য দিয়ে প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করা হয়। এদিন ভাওয়াইয়া সঙ্গীতের দরিয়া ও চটকা বিভাগে প্রতিযোগীরা অংশগ্রহণ করেন। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, ফালাকাটা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সুভাষ রায় ছিলেন ফালাকাটা পুরসভার চেয়ারম্যান প্রদীপ কুমার মুহুরী, জটেশ্বর এক নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান মস্তফা আলী ছিলেন বিশিষ্ট সমাজ সেবী সমরেশ পাল, মানিক সেন প্রমুখ।

বঞ্চিত শ্রমিকদের বকেয়া টাকা ফেরত দিতে উদ্যোগী হয়েছে রাজ্য

মতিয়ার রহমান, উলুবেড়িয়া, ২০ ফেব্রুয়ারি ঃ রাজ্যের ১০০ দিনের কাজের বঞ্চিত শ্রমিকদের বকেয়া টাকা ফেরত দিতে উদ্যোগী হয়েছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার। আর সেই টাকা যাতে ১০০ দিনের কাজের বঞ্চিত শ্রমিকরা ফেরত পায় তার জন্য প্রতি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় গত ১৮ ফেব্রুয়ারী থেকে সহায়তা শিবির খুলেছে তৃণমূল কংগ্রেস। আজ মঙ্গলবার বেলা ১২ টা নাগাদ উলুবেড়িয়া পূর্ব কেন্দ্রের রঘুদেবপুর অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের সহায়তায় শিবির পরিদর্শন করলেন উলুবেড়িয়ার সাংসদ সাজদা আহমেদ, পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন উলুবেড়িয়া পূর্বের বিধায়ক বিদেশ রঞ্জন বসু। ধুলাসিমলা বাজারে সহায়তা কেন্দ্রে পরিদর্শন করেন সাংসদ সাজদা আহমেদ। সঙ্গে ছিলেন গোপীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন তারা শিবির পরিদর্শনের পাশাপাশি কথা বলেন শিবিরে আসা ১০০ দিনের কাজের শ্রমিকদের সঙ্গেও। অপরদিকে উলুবেড়িয়া দক্ষিণ কেন্দ্রের বহিরা ও তপনা পঞ্চায়েতের সমরুক বাজারে সহায়তা কেন্দ্রে পরিদর্শন করেন রাজ্যের জনস্বাস্থ্য কারিগরি ও পূর্তমন্ত্রী পুলক রায়। সঙ্গে ছিলেন উলুবেড়িয়া ১নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি অতীন্দ্র শেখর প্রামানিক, কর্মাধ্যক্ষ সেখ মুরাদ আলি, সেখ মফিজুল, তপনা পঞ্চায়েতের প্রধান আসমিনা বেগম সেখ, উপপ্রধান উজ্জ্বল হালদার, নাসির উদ্দিন মোল্লা , সেখ ইসাহক প্রমুখ।

দুর্গাপুরে ট্রাক্টরের চাকায় পিষ্ট এক ব্যক্তি

দুরন্ত বার্তা, দুর্গাপুর, ২০ ফেব্রুয়ারি ঃ দুর্গাপুরের লিংক রোডে ট্রাক্টরের চাকায় পিষ্ট এক ব্যক্তি। দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানার কর্মস্থল থেকে বাড়ি ফেরার পথে দুর্ঘটনা জেরে প্রাণ হারালেন দুর্গাপুর ইস্পাত নগরীর রানা প্রতাপ-এর বাসিন্দা সঞ্জয় চক্রবর্তী (৫২)। ঘটনাস্থলে আসে দুর্গাপুর থানার পুলিশ বাহিনী। প্রতিবাদে রাস্তা অবরোধ করে স্থানীয় বাসিন্দারা ।

প্রয়াত হলেন বর্ধমানের মহারাজা স্বর্গীয় উদয়চাঁদ মহাতাবের কনিষ্ঠ পুত্র প্রনয় চাঁদ

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ২০ ফেব্রুয়ারি ঃ শ্বাসকষ্টজনিত কারনে প্রয়াত হলেন বর্ধমানের মহারাজা স্বর্গীয় মহারাজা উদয় চাঁদ মহাতাবের কনিষ্ঠ পুত্র ডঃ প্রনয় চাঁদ মহাতাব। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৮৪ বছর। তিনি দীর্ঘদিন ধরেই অসুস্থ ছিলেন। বর্ধমান রাজবংশের পারিবারিক বাড়ি কলকাতার আলিপুর প্যালেসে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। প্রনয় চাঁদের মৃত্যু সংবাদ পেয়ে দুঃখের আবহে বর্ধমান রাজপরিবারের সাথে জড়িত বর্ধমানের অগনিত মানুষজন। ডঃ প্রনয় চাঁদ মহাতাবের মৃত্যুর সাথে সাথেই এক কথায় বর্ধমানের সাথে বর্ধমান রাজবংশের শেষ সম্পর্কটুকুও থেমে গেল বলে মনে করছেন বিশিষ্ট জনেরা। বর্ধমানের বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ ডঃ সর্বজিত যশ জানিয়েছেন, বর্ধমানের স্বর্গীয় মহারাজ উদয় চাঁদের দুই পুত্রের মধ্যে প্রনয় চাঁদ ছিলেন কনিষ্ঠ। প্রনয় চাঁদের কৈশরকালীন সময়ে বর্ধমান রাজবংশের রাজত্ব চলে যায়। ১৯৫৫ সালে প্রণয় চাঁদ বর্ধমান ছেড়ে চলে যান। মহারাজা উদয় চাঁদের দুটি রাজবাড়ির একটি ছিল কালিঘাটে এবং অপরটি ছিল দার্জিলিঙে। প্রনয় চাঁদ দার্জিলিঙের রাজবাড়িটি পেয়েছিলেন এবং তিনি সেখানেই থাকতেন। রাজবংশ চলে যাওয়ার পর বর্ধমানে রাজবংশের মন্দিরগুলি দেখাশোনার জন্য মহাতাব ট্রাস্ট নামে একটি ট্রাস্ট তৈরী হয়। সেই ট্রাস্টের সম্পাদক ছিলেন সদ্যপ্রয়াত প্রনয় চাঁদ। মহারাজ উদয় চাঁদের বংশধরদের মধ্যে একমাত্র প্রনয় চাঁদেরই বর্ধমানের প্রতি একটা টান ছিল। তাই কখনও দিদি কিম্বা কখনও স্ত্রী কিম্বা পুত্রকে নিয়ে বর্ধমানে আসতেন তিনি। তার মৃত্যুতে রাজ বংশের সাথে বর্ধমানের সম্পর্ক অনেকটাই ছিন্ন হয়ে যাবে বলেই অভিমত সর্বজিতবাবুর। ট্রাস্টের কাজে তিনি মাঝে মাঝে বর্ধমানে আসতেন, বিশেষ করে ঝুলন এবং শিবরাত্রির সময়ে প্রনয় চাঁদ বর্ধমানে আসতেন এবং রাজবংশের পুরোনো লক্ষ্মী নারায়ণ জিউ মন্দিরের প্রায় ভঙ্গুর বাড়িতেই তিনি থাকতেন। তার মৃত্যু সংবাদ পেয়ে তাকে শেষ শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন বর্ধমান দক্ষিনের বিধায়ক খোকন দাস। বর্ধমানের বিশিষ্ট আইনজীবি সঞ্জয় ঘোষ জানিয়েছেন, বর্ধমানের স্বর্গীয় মহারাজা উদয় চাঁদের বংশধরদের মধ্যে একমাত্র প্রনয় চাঁদই বর্ধমানের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখতেন। বর্ধমান দেবসেবা ট্রাস্টের তিনি

সম্পাদক হিসাবে তার উপর কালনা, কাটোয়া, পানাগড়, মানকর, বেনারস সহ বিভিন্ন জায়গায় বর্ধমান রাজবংশের যে দেবত্তোর সম্পত্তি, ঠাকুর মন্দির ছিল সেগুলো তিনি দেখাশোনা করতেন। গত বছরও তিনি বর্ধমানে এসেছিলেন। বর্ধমানের প্রতি তার একটা নিবিড় যোগ ছিল। তিনি বর্ধমান ব্লাইন্ড একাডেমির ফাউন্ডার প্রেসিডেন্ট ছিলেন। তাছাড়া বর্ধমানের সর্বমঙ্গলা মন্দির, কমলাকান্ত মন্দির, ১০৮ শিব মন্দির, সোনার কালিবাড়ি সহ বিভিন্ন মন্দির দেখাশোনা করতেন। মানুষ হিসাবে তিনি অত্যন্ত ভাল ছিলেন। যে কোন প্রয়োজনে তার কাছে বর্ধমান থেকে কেউ গেলে তিনি নিজের পরিবারের লোকজনের মত আপ্যায়ন করতেন বলে জানিয়েছেন সঞ্জয়বাবু।

Lost & Found

I, Tapan Kumar Bhattacharya, a resident of Emami City, BL-C-1, 12th Floor, FL-1203, 2 Jessore Road, P.O. & P.S.- Dumdum, Kolkata-700028. Hereby inform that my daughter (Chiroshree Bhattacharya) documents of class X board ICSE pass certificate & Marksheet being Unique ID- 7526311 & Index No. 1223620/252 have been lost during my travelling at Gorabazar, Dumdum from my cystody. If anybody finds it, please contact at 9163174989. Suitable reward promised.

Notice inviting e-Tender for **NIT No-261/5 th FC/2023 – 24/Jangipara** for 08 nos works by the undersigned through online mode **(https://wbtenders.gov.in)**. Last date of submission of online bid on **24/02/2024 upto 15:00 Hours**.

Sd/-Executive Officer
Jangipara Panchayat Samity

শহরের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে ব্যবসায়ীদের নিয়ে বৈঠক করলেন ইংরেজবাজার থানার আইসি

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২০ ফেব্রুয়ারি ঃ ইংরেজ বাজার শহরের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে ব্যবসায়ীদের নিয়ে বৈঠক করলেন ইংরেজবাজার থানার আইসি। মালদা শহরে বেড়েই চলেছে বেআইনি মাদক ঠেক। মাঝেমধ্যেই চুরি, ডাকাতি ও খুনের ঘটনা ঘটায় আতঙ্কিত শহরবাসী। অপ্রীতিকর ঘটনা রুখতে সোমবার রাতে মালদা শহরের রথবাড়ি এলাকায় বাণিজ্য ভবনে বৈঠকের আয়োজন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন, ইংরেজবাজার থানার নবাগত আইসি সঞ্জয় ঘোষ, টাউন বাবু গৌতম চৌধুরী, মালদা মার্চেন্টস চেম্বার অফ কমার্সের সভাপতি জয়ন্ত কুন্ডু, সহ-সভাপতি কমলেশ বিহানি, সম্পাদক উত্তম বসাক, উপদেষ্টা মন্ডলীর সদস্য বিমল চন্দ্র দাস, বঙ্গীয় স্বর্ণশিল্পী ও স্বর্ণ ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক উজ্জ্বল সরকার সহ অন্যান্য ব্যবসায়ীরা। এদিন বৈঠকে আগত মালদা মার্চেন্টস চেম্বার অফ কমার্সের বিভিন্ন শাখা সংগঠনের কর্মকর্তারা বিভিন্ন অভিযোগ তুলে ধরেন আইসির সামনে। প্রত্যেকের অভিযোগ লিপিবদ্ধ করা হয় পুলিশের পক্ষ থেকে। ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে শুনে পুলিশ চিহ্নিত করে শহরের বেআইনি মাদক ঠেক গুলি। শহরে বিভিন্ন অসামাজিক কাজকর্ম রুখতে ব্যবসায়ীদের সাহায্য প্রার্থনা করেন ইংরেজবাজার থানার আইসি সঞ্জয় ঘোষ। তিনি তার ব্যক্তিগত মোবাইল নম্বর সহ থানার অন্যান্য অফিসারদের মোবাইল নম্বর শেয়ার করেন ব্যবসায়ীদের কাছে। যে কোন সমস্যায় তাকে ফোন করলে সমস্যা মেটানোর আশ্বাস দেন ইংলিশ বাজার থানার আইসি। তিনি শহরের সমস্ত সোনার দোকান রাত্রি আটটার মধ্যে বন্ধ রাখার নির্দেশ দেন। মালদা মার্চেন্টস চেম্বার অফ কমার্সের সভাপতি জয়ন্ত কুন্ডু বলেন, শহরের ক্রাইম ও অসামাজিক কাজকর্ম রোখার উদ্দেশ্যে পুলিশ ও ব্যবসায়ীদের বৈঠকের আয়োজন করা হয়। এর পাশাপাশি শহরের বিভিন্ন এলাকায় যে সমস্ত মাদক ঠেক রয়েছে তার বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করা হবে পুলিশের পক্ষ থেকে বলেও জানান তিনি। অপরাধের সঙ্গে যদি কোন ব্যবসায়ী যুক্ত থাকেন তার বিরুদ্ধেও পুলিশ ব্যবস্থা গ্রহণ করলে সেই বিষয়ে তারা কোনও হস্তক্ষেপ করবেন না। অপরাধ দমনে পুলিশের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন ব্যবসায়ীরা।

মুখ্যমন্ত্রীর অনুপ্রেরণায় ও এস জে ডি এর উদ্যোগে নির্মিত ফ্ল্যাট লটারির মাধ্যমে বণ্টন

সজল দাশগুপ্ত, শিলিগুড়ি, ২০ ফেব্রুয়ারি ঃ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় এস জে ডি এর উদ্যোগে কাওয়াখালীতে ৪২২টি নির্মিত ফ্ল্যাটের লটারি এদিন শিলিগুড়ির বাঘা যতীন পার্কে অনুষ্ঠিত হয় ।এদিন সকালে এই প্রক্রিয়া অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ি পুরো নিগমের মেয়র গৌতম দেব, এস জে ডি এর চেয়ারম্যান সৌরভ চক্রবর্তী, এছাড়া আরো অনেকে। সরকারি আধিকারিকদের তত্ত্বাবধানে এই লটারি প্রক্রিয়া অনুষ্ঠিত হয়। আবেদনকারীর সংখ্যা ১৮০০ এর উপর । মেয়র গৌতম দেব জানান শিলিগুড়ি জলপাইগুড়ি ডেভেলপমেন্ট অথরিটি প্রকল্প ৪২২টি ফ্ল্যাট নির্মাণ করা হয়েছে। সমাজে পিছিয়ে পড়া মানুষদের জন্য। শিলিগুড়ির বাঘাযতীন পার্কে এই লটারির প্রক্রিয়া অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে সাজিয়ে তোলা হয় বাঘাযতীন পার্ক ও রবীন্দ্র মঞ্চ। জনসাধারণের জন্য বসার বিশেষ ব্যবস্থা ছিল। এছাড়া সবাই যাতে ভালোমতো করে দেখতে পারে সেই জন্য জয়েন্ট স্ক্রিনের ব্যবস্থা করা হয় জানিয়েছেন চেয়ারম্যান ।

হরিশ্চন্দ্রপুর-২ ব্লকে শুরু হল স্বনির্ভর গোষ্ঠীর ক্ষুদ্র ঋণ মেলা

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২০ ফেব্রুয়ারি ঃ পশ্চিমবঙ্গ সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও বিত্ত নিগমের উদ্যোগে হরিশ্চন্দ্রপুর-২ ব্লকে শুরু হল স্বনির্ভর গোষ্ঠীর ক্ষুদ্র ঋণ মেলা। পশ্চিমবঙ্গ সংখ্যালঘু তথা রাজ্যের প্রতিমন্ত্রী তজমুল হোসেন সোমবার ফিতা কেটে এই মেলার শুভ উদ্বোধন করেন। গ্রামীন এলাকার স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের স্বাবলম্বী করতেই এই ক্ষুদ্র ঋণ মেলার আয়োজন বলে জানান বিডিও তাপস পাল। হরিশ্চন্দ্রপুর ১ ও ২ ব্লকের দায়িত্বে থাকা সংখ্যালঘু দপ্তরের ফিল্ড সুপারভাইজার আফজল হোসেন জানান , গোষ্ঠী ঋণ এবং ব্যক্তিগত ঋণের ক্ষেত্রে মহিলারা কিভাবে আবেদন করবেন এবং সর্বোচ্চ কত টাকা পর্যন্ত ঋণ দেওয়া হবে সেই ব্যাপারে জানাতে এই মেলার আয়োজন করা হয়। সোমবার থেকে এই মেলা শুরু হয়েছে, আজ মঙ্গলবার হয়ে শেষ। এদিন অনেক স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা ঋণ নিয়ে নিজেদের হাতে তৈরি করা খাদ্য সামগ্রী ও ব্যবহার্য জিনিসের দোকান নিয়ে বসেন। মুক্তি মহিলা সংঘের ভালুকা বাজার এলাকার নেতাজি স্বনির্ভর গোষ্ঠী নামের এক সদস্যা সুলতানা পারভীন জানান, এই সংখ্যালঘু দপ্তর থেকে ঋণ নিয়ে তারা বিভিন্ন হাতের কাজ শুরু করেছেন । যেমন - পাটের কাজ, সুতোরকাজ, কাঁথা সেলাই, স্কুলের পোশাক তৈরি, মাটির ছোট ছোট প্রতিমা তৈরি, মেয়েদের বোরখা ও কুর্তি সেলাই করে বিভিন্ন জায়গায় হোলসেল দরে বিক্রি করে থাকেন।এতে তাঁরা যথেষ্ট স্বাবলম্বী হতে পেরেছে।

অন্ধত্ব রোগ সম্পর্কে সচেতনতা

দুরন্ত বার্তা, দক্ষিণ দিনাজপুর, ২০ ফেব্রুয়ারি ঃ অন্ধত্ব রোগ সম্পর্কে পৌর এলাকার সাধারণ মানুষ জনকে সচেতন করতে উদ্যোগ গ্রহণ করল শিলিগুড়ি গ্রেটার লাইন্স হসপিটাল। মঙ্গলবার দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার গঙ্গারামপুর স্টেডিয়ামে পৌর এলাকার আশা কর্মী ও পৌরসভার ডেঙ্গু নিয়ে সচেতনতার মহিলাদের নিয়ে অনুষ্ঠিত হল প্রশিক্ষণ শিবির। মূলত, আশা কর্মীদের মাধ্যমে শহর এলাকার মানুষজনকে অন্ধত্ব রোগ সম্পর্কে সচেতন করতেই এমন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে হসপিটাল কর্তৃপক্ষ। এদিনের এই শিবিরে হাজির ছিলেন শিলিগুড়ি এই হাসপাতালের ইনচার্জ সঞ্জীব পাল সহ গঙ্গারামপুর পৌর এলাকার প্রায় ২০০ জন আশা কর্মী। পাশাপাশি হাজির ছিলেন বিশিষ্ট ডাক্তারবাবুরা।

সন্দেশখালিতে সাংবাদিক গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে ডেপুটেশন দিল আইজেএ

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান , ২০ ফেব্রুয়ারি ঃ সন্দেশখালিতে সাংবাদিককে গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে সরব হল ইন্ডিয়ান জার্নালিস্টস অ্যাসোসিয়েশনের পূর্ব বর্ধমান জেলা শাখা। মঙ্গলবার অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে একটি ডেপুটেশন পেশ করা হয় পূর্ব বর্ধমান জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক রামশঙ্কর মন্ডলের কাছে। সংগঠনের পক্ষে জানানো হয়েছে, সন্দেশখালিতে যেভাবে রিপাবলিক বাংলার সাংবাদিক সন্তু পানকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে তার তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছে। একইসঙ্গে তার মুক্তির দাবি করা হয়। সেইসঙ্গে আগামী লোকসভা নির্বাচনে কর্মরত সাংবাদিকদের নিরাপত্তার দাবিও করা হয় অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে। এদিন ইন্ডিয়ান জার্নালিস্টস অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন সাংবাদিক তারক নাথ রায়, জগন্নাথ ভৌমিক, অরুপ লাহা, পার্থ চৌধুরী, সোমনাথ ভট্টাচার্য, রাম কুন্ডু, জয়ন্ত দাস, দেবু গাঙ্গুলি, মনতোষ পোদ্দার, পাপাই সরকার সহ অন্যান্যরা।

TENDER ID:
2024_ZPHD_666795_1,
2024_ZPHD_666786_1,
2024_ZPHD_666786_3,
2024_ZPHD_666786_5,
2024_ZPHD_666792_1,
2024_ZPHD_666786_2,
2024_ZPHD_653210_2,
2024_ZPHD_666779_4,
2024_ZPHD_666779_5,
2024_ZPHD_666798_2,
2024_ZPHD_666795_2,
2024_ZPHD_666779_6,
2024_ZPHD_666779_1,
2024_ZPHD_666779_2,
2024_ZPHD_666779_3,
2024_ZPHD_666798_1,
2024_ZPHD_666786_4,
2024_ZPHD_666792_2.

Last date of submission of Bid:- **26/02/2024 up to 11.00 AM**. Bid Opening Date (Technical): **28/02/2024 at 12.00 PM**. For details please visit **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Pradhan
Harindanga I Gram Panchayat

Government of West Bengal
Office Of The Executive Officer
Sankrail Panchayat Samity, Howrah
ABRIDGED NOTICE INVITING e-TENDER

Executive Officer, Sankrail Panchayat Samity invites e-tender for following Work related to Civil Development Work as follows:

Sl. No.	Tender Reference No.	Tender ID	Tender Serial No.	Last Date of Submission	Date of Opening
1.	EO/SNK/eNIT-37/2023-24	2024_ZPHD_670062	01 to 011	27/02/2024	29/02/2024

Intending bidders are requested to visit the website http://wbtenders.gov.in for details. For other details may contact with the office of the undersigned.

Sd/- Block Dev. Officer
Sankrail Dev. Block, Howrah

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নোটিস নং ঃ এসজি.টেন্ডার/ডিএসটিই/এসডিএএইচ/৪৫৬, তারিখ ১৯.০২.২০২৪। সিনিয়র ডিভিসনাল সিগন্যাল অ্যান্ড টেলিকমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ার, শিয়ালদহ, পূর্ব রেলওয়ে, ৩য় তল, কন্ট্রোল বিল্ডিং, ডিআরএম অফিস, কাইজার স্ট্রিট, শিয়ালদহ, কলকাতা-৭০০০১৪ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **ই-টেন্ডার নং ঃ এসডিএসটিই/সিগ/টি/৩২/২৩-২৪/আরআরএসকে। স্থান সহ কাজের নাম ঃ** এএসটিই/ডব্লু/শিয়ালদহ-র আওতাধীনে ট্র্যাক পুনর্নবীকরণ কাজের পরিপ্রেক্ষিতে সিগন্যালিং-এর কাজ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৫৮,৮৯,৬৫১.৮৬ টাকা। **প্রদেয় বায়না অর্থ/দরপ্রস্তাব জামিন জমা ঃ** ১,১৭,৮০০.০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** শূন্য। **কাজ সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ১২ মাস। **টেন্ডার দাখিল শুরুর তারিখ ঃ** ০৪.০৩.২০২৪। **টেন্ডার দাখিলের শেষ তারিখ ঃ** ১৮.০৩.২০২৪ তারিখ দুপুর ২টো পর্যন্ত। **টেন্ডার দরপ্রস্তাব খোলার তারিখ ঃ** ১৮.০৩.২০২৪ তারিখ দুপুর ২টো ৩০ মিনিটে। **বিশদ পাওয়া যাবে ঃ www.ireps.gov.in। প্রযুক্তিগত যোগ্যতা শর্তাবলি ঃ** যে মাসে টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে, তার আগের মাসের শেষ দিন থেকে বিগত ০৭ (সাত) বছরের মধ্যে টেন্ডারদাতাকে নিম্নলিখিত ধরনের কাজ(সমূহ) সফলভাবে বা অধিকাংশভাবে অবশ্যই সম্পন্ন করে থাকতে হবে। (i) টেন্ডারের বিজ্ঞাপিত মূল্যের ৩০ শতাংশ-এর চেয়ে কম নয় এরূপ মূল্যের অন্তত তিনটি সমতুল ধরনের কাজ; অথবা (ii) টেন্ডারের বিজ্ঞাপিত মূল্যের ৪০ শতাংশের চেয়ে কম নয় এরূপ মূল্যের অন্তত দুটি সমতুল ধরনের কাজ; অথবা (iii) টেন্ডারের বিজ্ঞাপিত মূল্যের ৬০ শতাংশের চেয়ে কম নয়, এরূপ মূল্যের অন্তত একটি সমতুল ধরনের কাজ। **অর্থনৈতিক যোগ্যতা শর্তাবলি ঃ** টেন্ডারদাতার ন্যূনতম গড় বার্ষিক চুক্তিভিত্তিক টার্নওভার ভি/এন অথবা 'ভি'-এর মধ্যে যেটি কম তা হওয়া আবশ্যিক; যেখানে ভি = কোটি টাকায় টেন্ডারের বিজ্ঞাপিত মূল্য; এন = কাজটি সম্পূর্ণ করার জন্য প্রয়োজনীয় বছর সংখ্যা যার জন্য প্রস্তাব আহ্বান করা হয়েছে। অডিট করা ব্যালান্স শিট অনুযায়ী, পূর্বের তিনটি আর্থিক বছরের মোট চুক্তিভিত্তিক প্রদত্ত অর্থের গড় হিসাব করে গড় চুক্তিভিত্তিক বার্ষিক আয় নির্ণয় করা হবে। যদি, পূর্ববর্তী বছরের ব্যালান্স শিট প্রস্তুত/অডিট করা না হয়ে থাকে তাহলে পূর্ববর্তী চতুর্থ বছরের অডিট করা ব্যালান্স শিটে প্রাপ্ত অঙ্ক সংখ্যা গড় চুক্তিভিত্তিক বার্ষিক আয় নির্ণয়ে ব্যবহার করা হবে। টেন্ডারদাতাগণকে চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট দ্বারা শংসাপত্র প্রদত্ত হয়েছে এরূপ নিরীক্ষিত ব্যালান্স শিট/ব্যালান্স শিটের সঙ্গে চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট-এর সমর্থন করা শংসাপত্র সেই সঙ্গে চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট জিসিসি ২০২২-এর অ্যানেক্সার- VI বি অনুসারে প্রয়োজনীয় সকল তথ্যদি (বর্তমান টেন্ডার নথির ফর্ম -৬) দাখিল করতে হবে। **অন্যান্য দাখিল যোগ্য নথিপত্রাদি ঃ** টেন্ডার নথিতে যেমন উল্লেখ করা হয়েছে। **সমতুল ধরনের কাজ ঃ** এই টেন্ডারের কাজের জন্য সমতুল ধরনের কাজ বলতে 'প্যানেল ইন্টারলকিং অথবা রুট রিলে ইন্টারলকিং অথবা ইলেকট্রনিক ইন্টারলকিং অথবা আইবিএইচ অথবা অটোমেটিক সিগন্যালিং অথবা এলসি গেট ইন্টারলকিং অথবা এএফটিসি অথবা এসএসডিএসি অথবা এমএসডিএসি" ধরনের যে কোনো কাজকে বোঝাবে। **দ্রষ্টব্য ঃ** টেন্ডারদাতা টেন্ডার নথিতে উল্লিখিত যোগ্যতা শর্তাবলি পূরণে তাঁর দাবির স্বপক্ষে টেন্ডার প্রস্তাবের সঙ্গে নথিপত্রাদি দাখিল করবেন। নথির/শংসাপত্রের কপি-র প্রতি পৃষ্ঠায়, যা টেন্ডারদাতা তাঁর যোগ্যতার স্বপক্ষে দাখিল করবেন, টেন্ডারদাতা বা টেন্ডারদানকারী সংস্থার অনুমোদিত প্রতিনিধি কর্তৃক স্বপ্রত্যয়িত বা ডিজিটাল পদ্ধতিতে সেটি স্বাক্ষরিত হতে হবে। স্বপ্রত্যয়নে স্বাক্ষর, স্ট্যাম্প এবং তারিখ থাকতে হবে (প্রতিটি পৃষ্ঠায়)। SDAH-383/2023-24

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indian railways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

MIRAE ASSET
Mutual Fund

In order to impart an insight on mutual fund, to educate and create awareness among the investors about the financial market, Mirae Asset Mutual Fund undertakes numerous events and activities at various places across the country and in number of ways such as conducting Investor Awareness Programs (IAPs) / seminars, contents on investor awareness in print media (newspapers, magazines etc.) and programs on Mutual Funds in electronic media (TVs, radios etc.).

In this regard, please see below schedule of upcoming IAP:

Date	Time	Address
February 24, 2024	06:00 P.M.	Kenilworth Hotel, 1&2 Little Russel Street, Kolkata - 700 071.

MIRAE ASSET MUTUAL FUND (Investment Manager: Mirae Asset Investment Managers (India) Private Limited. CIN - U65990MH2019PTC324625)
Registered & Corporate Office: 606, 6th Floor, Windsor Building, Off CST Road, Kalina, Santacruz (E), Mumbai - 400098. ☎ 1800 2090 777 (Toll free), customercare@miraeasset.com www.miraeassetmf.co.in

Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Executive Engineer (Civil), Br.-I, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following work :

NIT No. : KMC/EE(C)/I/009/26/2023-2024

Name of the work : **Repairing of IPS and paver block, passages and footpaths at 29, Balaram Majumdar Street, 457, 480, Rabindra Sarani and different places in Ward No. 009;** Estimated Cost : **₹ 4,47,000.00 (Including GST & CESS);** Earnest Money : **₹ 9,000.00;** Period of completion : **30 Days**; Last date and time of submission of bid : **02.03.2024 upto 11 am**; Tender will be opened on : **05.03.2024 - 11 am**; The bid forms and other details are available on and from **20.02.2024 at 5 pm** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The **Executive Engineer (Civil), Br.-IV, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for following works :

(1) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-IV/027/039/2023-2024/R
Name of work : **Repairs to paver blocked footpath at 19, Mahendra Sreemani St., 77, 159/D, Vivekananda Road and others in Ward No. 27;** Estimated Cost : **₹ 2,81,188.07 (Including GST and CESS);** Earnest Money : **₹ 5,650.00;** Period of completion : **90 Days.**

(2) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-IV/027/040/2023-2024/R
Name of work : **Repairs to concrete and IPS passages and footpath at 10/B, Binod Saha Ln., 65/1, Sishir Bhaduri Sarani, 2/E/1, Chalta Bagan Ln. and others in Ward No. 27;** Estimated Cost : **₹ 2,66,357.59 (Including GST and CESS);** Earnest Money : **₹ 5,350.00;** Period of completion : **120 Days.**

(3) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-IV/039/IPS/23-24
Name of work : **Repairs to I.P. passage at Uriyapara Bustee area and other bustee places in Ward No. 039;** Estimated Cost : **₹ 1,99,419.60 (Including GST and CESS);** Earnest Money : **₹ 3,400.00;** Period of completion : **21 Days**; Last date and time of submission of bid : **29.02.2024 - 11 am (For Sl. No. 1 to 3)**; The tender will be opened on : **01.03.2024 - 11 am (For Sl. No. 1 to 3)**; The bid forms and other details are available on and from **20.02.2024 (5 pm) (For Sl. No. 1 to 3).** The website **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 to 3).**

The **Executive Engineer (Civil), Br.-XII, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for following works :

(1) NIT No. : KMC/EE(C)/Br.-XII/106/075/23-24
Name of work : **Renovation of damaged roads near prem No. 59/3 Purbachal Kalitala Road & others in Ward No. 106;** Estimated Cost : **₹ 3,55,298.99;** Earnest Money : **₹ 7,500.00;** Period of completion : **45 Days.**

(2) NIT No. : KMC/EE(C)/Br.-XII/109/116/23-24
Name of work : **Maintenance of bituminous road near prem No. 18/2/2A Kalikapur, 124 Hederhat etc. in Ward No. 109, Br.-XII;** Estimated Cost : **₹ 3,85,748.76;** Earnest Money : **₹ 8,000.00;** Period of completion : **120 Days.**

(3) NIT No. : KMC/EE(C)/Br.-XII/109/111/23-24
Name of work : **Maintenance of drainage system by changing of broken pit covers, S.W. Pipe etc. at Nayabad Avenue, Chakgaria etc. in Ward No. 109, Br.-XII;** Estimated Cost : **₹ 2,97,938.17;** Earnest Money : **₹ 6,000.00;** Period of completion : **75 Days.**

(4) NIT No. : KMC/EE(C)/Br.-XII/109/113/23-24
Name of work : **Maintenance of drainage system by removing chockage, cleaning of catch pit etc. at 6/B & 6/C Mukundapur etc. in Ward No. 109, Br.-XII;** Estimated Cost : **₹ 2,18,031.53;** Earnest Money : **₹ 4,500.00;** Period of completion : **90 Days.**

(5) NIT No. : KMC/EE(C)/Br.-XII/109/120/23-24
Name of work : **Maintenance of road near prem. No. 157 Purbaloke in Ward No. 109, Br.-XII;** Estimated Cost : **₹ 2,06,528.41;** Earnest Money : **₹ 4,500.00;** Period of completion : **95 Days.**

(6) NIT No. : KMC/EE(C)/Br.-XII/101/37/23-24
Name of work : **Maintenance of cement concrete roads near C69-Rabindrapally, C7/4-Patuli etc. in Ward No. 101;** Estimated Cost : **₹ 2,97,434.90;** Earnest Money : **₹ 6,000.00.**

(7) NIT No. : KMC/EE(C)/Br.-XII/101/38/23-24
Name of work : **Maintenance of cement concrete roads near 12A, 5/A-Asutoshpally etc. in Ward No. 101;** Estimated Cost : **₹ 2,97,458.77;** Earnest Money : **₹ 6,000.00.**

(8) NIT No. : KMC/EE(C)/Br.-XII/101/40/23-24
Name of work : **Restoration of passages near Patuli Mosque, SBD-4, Baishnabghata Patuli etc. in Ward No. 101;** Estimated Cost : **₹ 2,97,620.30;** Earnest Money : **₹ 6,000.00.**

(9) NIT No. : KMC/EE(C)/Br.-XII/106/060/23-24
Name of work : **Desilting of U/G drainage system at Nibedita Road & adjacent areas in Ward No. 106;** Estimated Cost : **₹ 1,04,636.00;** Earnest Money : **₹ 2,100.00.**

(10) NIT No. : KMC/EE(C)/Br.-XII/108/91/23-24 (2nd Call)
Name of work : **Maintenance of C.C. Roads at Chowbagha near H/O - Tapan Mondal, Pradip Naskar etc. in Ward No. 108;** Estimated Cost : **₹ 2,99,114.96;** Earnest Money : **₹ 6,000.00;** Period of completion : **60 Days (For Sl. No. 6 to 10)**; Last date and time of submission of bid : **29.02.2024 - 12 Noon (For Sl. No. 1 to 9), 02.03.2024 - 12 Noon (For Sl. No. 10)**; Date and time of opening of bid : **02.03.2024 - 1 pm (For Sl. No. 1 to 9), 04.03.2024 - 1 pm (For Sl. No. 10)**; The bid forms and other details are available on and from **20.02.2024 (5 pm) (For Sl. No. 1 to 10)**. The website **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 to 10).**

The **Executive Engineer (Civil), Br.-XIV, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following work :

NIT No. : KMC/XIV/130/046/23-24/D (1st Call)
Name of work : **Restoration of concrete passage in the bye lane of Fakir Para Road near Pr. No. 36B/1 & 40/12 etc. F.P. Road & 131/3/A etc. B.C. Road in Ward No. 130;** Estimated Cost : **₹ 2,84,474.65 (Including GST & CESS);** Earnest Money : **₹ 5,700.00;** Period of completion : **21 Days**; Last date and time of submission of bid : **02.03.2024 upto 11 am**; Tender will be opened on : **04.03.2024 - 11 am**; The bid forms and other details are available on and from **22.02.2024 (from 5 pm)** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The **Executive Engineer (Civil), Br.-IX, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works :

(1) NIT No. : KMC/IX/073/036/2023-2024 (1st Call)
Name of work : **Repairing of I.P. passages at 48, 50/1, 71, 76, Kalighat Road, 46, 80/3, Harish Chatterjee Street, 127C/2, 128, Hazra Road in Ward No. 73;** Estimated Amount : **₹ 2,98,130.17 (Incl. GST & CESS);** Earnest Money : **₹ 6,000.00;** Period of completion : **30 Days.**

(2) NIT No. : KMC/IX/079/051/2023-2024/R (1st Call)
Name of work : **Restoration of road surface by paver block at D.H. Road under Br.-IX;** Estimated Amount : **₹ 2,90,920.85 (Incl. GST & CESS);** Earnest Money : **₹ 6,000.00;** Period of completion : **15 Days.**

(3) NIT No. : KMC/IX/078/080/2023-2024 (1st Call)
Name of work : **Repairing of bustee I.P.S. passage at 42/H/30, 31, Ekbalpore Lane and its surrounding areas in Ward No. 78;** Estimated Amount : **₹ 2,87,624.16 (Incl. GST & CESS);** Earnest Money : **₹ 6,000.00;** Period of completion : **30 Days**; Last date and time of submission of bid : **07.03.2024 - 12 Noon (For Sl. No. 1 to 3)**; Tender will be opened on : **09.03.2024 - 12 Noon (For Sl. No. 1 to 3)**; The bid forms and other details are available on and from **22.02.2024 (5 pm) (For Sl. No. 1 to 3)** from the website **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 to 3).**

1470/23-24

জোড়া হাফ সেঞ্চুরিতেও স্বস্তি নেই, আরও পরীক্ষার মুখে পড়তে চলেছেন সরফরাজ

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

রাজকোটে এক নতুন নায়কের উত্থান দেখল ভারতীয় ক্রিকেট। যশস্বী জয়সওয়াল পর পর ডাবল সেঞ্চুরি করে যেমন চমকে দিচ্ছেন, তেমনই অভিষেক ম্যাচেই দুই ইনিংসেই দুটো হাফ সেঞ্চুরি করে চমকে দিয়েছেন। ভারতীয় টিমে ঢোকার দাবিদার অনেক দিন ধরেই। রঞ্জি ট্রফিতে ধারাবাহিক ভাবে পারফর্ম করেছেন। দীর্ঘ লড়াইয়ের পর রাজকোটে শিকে ছিঁড়েছে সরফরাজ খানের। সুযোগ পেয়ে হেলায় হারাননি তিনি। টিমের যখনই প্রয়োজন পড়েছে, নিজেকে মেলে ধরেছেন। টিমকে প্রয়োজনীয় রান দিয়েছেন। রাজকোটে যাই করে থাকুন না কেন, সরফরাজের লড়াই শেষ হচ্ছে না। ভারতীয় টিমে জায়গা পাকা করতে আরও কঠিন পরীক্ষার মুখে পড়তে হবে মুম্বইয়ের ক্রিকেটারকে। ২৩ ফেব্রুয়ারি থেকে রাঁচিতে শুরু হচ্ছে চতুর্থ টেস্ট। সিরিজে ভারত ২-১ এগিয়ে। রোহিতের টিম মহেন্দ্র সিং ধোনির পাড়াতেই সিরিজের ফয়সালা চাইছে। তারই মধ্যে ভালো খবর, চোট সারিয়ে টিমে ফিরছেন লোকেশ রাহুল। আগের টেস্টেই টিমে জায়গা পেয়েছিলেন। কিন্তু ফিটনেস নিয়ে প্রশ্ন থাকায় টিমে জায়গা হয়নি। এনসিএ-তেই রিহ্যাব করেছেন। রাঁচিতে টিমের সঙ্গে যোগ দেওয়ার কথা। যদি রাহুল ফেরেন টিমে, তা হলে সরফরাজ কত নম্বরে ব্যাট করবেন? রাজকোটে প্রথম ইনিংসে রোহিত-যশস্বী ওপেন করেছেন। তিন থেকে পাঁচে ব্যাট করেছেন শুভমন গিল, রজত পাতিদার ও রবীন্দ্র জাডেজা। ছয়ে ব্যাট করেছিলেন সরফরাজ। দ্বিতীয় ইনিংসে আবার পাঁচে ব্যাট করেছিলেন সরফরাজ। রাহুল যদি টিমে ফেরেন, তা হলে সরফরাজের ব্যাটিং অর্ডার বদলাবে। রজত পাতিদার নিজেকে প্রমাণ করতে পারেননি। তিনি বাদ পড়ছেন, ধরেই নেওয়া যায়। তা হলে সরফরাজ খেলবেন চার নম্বরে। রাঁচিতেও স্পিন সহায়ক উইকেট থাকবে ইংল্যান্ডের জন্য। সরফরাজ আবার নিজেকে মেলে ধরবেন, তা বলাই যায়। বড় ইনিংস খেলেলেও কি ভারতীয় টিমে জায়গা পাকা হতে পারে সরফরাজের? প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে কিন্তু। যা ব্যাটিং অর্ডার, তা যদি মানা হয়, বিরাট কোহলি ফিরলে নিজের জায়গা চার নম্বরেই খেলবেন। সরফরাজ কোথায় নামবেন? ছয়ে ব্যাট করবেন? বিদেশে টেস্ট হলে তিন পেসার, এক স্পিনার আর দেশে হলে তিন স্পিনার, এক পেসারেই মূলত খেলে ভারত। ছয়ে জাডেজা, সাতে স্পেশালিস্ট কিপার ব্যাট করবেন। সে ক্ষেত্রে রাহুলকে কিপিং করতে হবে টেস্টে, তবেই একাদশে জায়গা তৈরি হবে সরফরাজের। মুম্বইয়ের ক্রিকেটার এখন অঙ্ক-টঙ্ক নিয়ে ভাবতে চান না। বরং ভারতের হয়ে এমন পারফর্ম করতে চান, যার পর তাঁকে আর টিম থেকে বাদ না দেওয়া যায়। যা ফর্মে রয়েছেন, তাতে রাঁচিতে সরফরাজের ব্যাটে সেঞ্চুরির প্রত্যাশা করাই যায়।

চোটের কবলে সিএসকে'র তারকা অলরাউন্ডার

চেন্নাই, ২০ ফেব্রুয়ারিঃ রঞ্জি ট্রফির গ্রুপ পর্ব শেষ। এ বার নক আউটের পালা। আর নক আউট পর্ব শুরুর আগে হঠাৎই চাপে মুম্বই। একইসঙ্গে চাপে পড়ে গিয়েছে মহেন্দ্র সিং ধোনির চেন্নাই সুপার কিংসও। কারণ চোটের কারণে রঞ্জি ট্রফির বাকি মরসুম থেকে ছিটকে গেলেন অলরাউন্ডার শিবম দুবে। সংবাদমাধ্যমের খবর অনুযায়ী, আইপিএলে ধোনির সিএসকেতে খেলা শিবম দুবের সাইড স্ট্রেন চোট রয়েছে। অসমের বিরুদ্ধে রঞ্জিতে মুম্বইয়ের শেষ ম্যাচে ব্যাট করার সময় চোট পেয়েছিলেন শিবম। চলতি রঞ্জি মরসুমে ভালো ছন্দে ছিলেন শিবম দুবে। ৩০ বছর বয়সী অলরাউন্ডার ৪টি ম্যাচে ৪০৭ রান করেছেন। গড় ৬৭.৮৩। রয়েছে ২টি শতরান ও ২টি অর্ধশতরান। হঠাৎ চোটে তাঁর ছিটকে যাওয়া মুম্বইয়ের কাছে বড় ধাক্কা। শিবম দুবের পাঁজরে চোট লেগেছে বলা যেতে পারে। এতে ৪-৬ সপ্তাহ সময় লাগতে পারে পুরো ফিট হতে।

২২ মার্চ থেকে শুরু হবে আইপিএল!

মুম্বই, ২০ ফেব্রুয়ারিঃ আইপিএলপ্রেমীদের জন্য সুখবর। এমনটা বললে ভুল বলা হবে না। ভারতের সেরা সামার ফেস্টিভ্যাল ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগ কবে শুরু হবে, এই নিয়ে এল বড় আপডেট। দেশ-বিদেশের ক্রিকেটারদের ব্যাটে চার-ছক্কার বন্যা দেখা যায় আইপিএলে। থাকে হ্যাটট্রিকের ঝলকও। সারা ক্রিকেট বিশ্ব ভারতের এই ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগ দেখার জন্য বছর ভর অপেক্ষায় থাকেন। এর আগে শোনা গিয়েছিল ১৭তম আইপিএল লোকসভা ভোটের কারণে দেশের বাইরে হবে। কিন্তু চলতি ফেব্রুয়ারিতেই আইপিএলের চেয়ারম্যান অরুণ ধুমল জানিয়েছিলেন, ভারতের মাটিতেই অনুষ্ঠিত হবে পুরো আইপিএল। এ বার জানা গেল, আইপিএল শুরু হওয়ার সম্ভাব্য তারিখও। লোকসভা নির্বাচনের জন্য এখনও অবধি আইপিএলের সূচি প্রকাশ করতে পারেনি বোর্ড।

এ বারের লোকসভা নির্বাচন হওয়ার কথা এপ্রিল-মে-তে। আইপিএলের চেয়ারম্যান অরুণ ধুমল এর আগে বলেছিলেন আইপিএলের প্রথম ১৫দিনের সূচি ঘোষণা হবে। তারপর নির্বাচনের দিন ঘোষণা হলে আইপিএলের বাকি সূচি ঘোষণা হবে। এতদিন শোনা গিয়েছিল ২৩ মার্চ শুরু হবে ১৭তম আইপিএল। এ বার সংবাদ সংস্থা পিটিআইকে অরুণ ধুমল বলেছেন, ''আমরা ২২ মার্চ টুর্নামেন্ট শুরু করার কথা ভাবছি। সরকারি এজেন্সিগুলির সঙ্গে আমরা যোগাযোগ রাখছি। প্রথমে আমরা প্রাথমিক সূচি প্রকাশ করব। পুরো টুর্নামেন্টটি ভারতেই অনুষ্ঠিত হবে। পরের মাসে লোকসভা নির্বাচনের দিন ঘোষণা হতে পারে।''

'যশস্বীর কাছ থেকে শেখো', ইংল্যান্ডের ক্রিকেটারকে হুঁশিয়ারি নাসের হুসেইনের

লন্ডন, ২০ ফেব্রুয়ারিঃ টিম হারছে জন্য নয়, কৃতিত্ব নেওয়ার জন্য মঞ্চে উঠে পড়ছেন ইংলিশ ক্রিকেটার! কষ্ট কল্পনা নয়, এমনই ঘটেছে ভারত-ইংল্যান্ড সিরিজে। রাজকোটে বেন স্টোকসের টিমকে রিং থেকে ছিটকে দিয়েছে রোহিত শর্মার ভারত। পুরো টিম দুরন্ত পারফর্ম করেছে। বিশেষ করে টিমের তরুণ ক্রিকেটাররা বিপক্ষ শিবিরকে এমন চাপে ফেলে দিয়েছিল যে, সেখান থেকে আর প্রত্যাবর্তন হয়নি ইংল্যান্ডের। বিরাট কোহলি, লোকেশ রাহুল নেই। তাও রাজকোট টেস্টে ভরাডুবি হয়েছে ইংলিশ টিমের। বাজবল থিওরি নিয়ে মাঠে নেমেছিল তারা। কিন্তু যশস্বী জয়সওয়ালের মতো তরুণ ব্যাটার দেখিয়ে দিয়েছেন, আগ্রাসনের সঙ্গে দায়িত্বশীল হতে হয় কী ভাবে? যশস্বী নাকি বেন ডকেটের ঝোড়ো ব্যাটিং দেখেই শিখেছেন। ডকেটও সেঞ্চুরি করেছেন রাজকোটে। পাল্টা যশস্বী ডাবল সেঞ্চুরি করে ইংল্যান্ড মুঠো থেকে ম্যাচ বের করে নিয়েছিলেন। যশস্বী নাকি ডকেটকে দেখেই শিখেছেন, এমন কৃতিত্ব নেওয়া ডকেটকে এ বার পাল্টা হুঁশিয়ারি দিলেন ইংল্যান্ডের এক প্রাক্তন ক্যাপ্টেন। ডকেট বলেছিলেন, ''যখন প্রতিপক্ষ টিমের কাউকে অন্যদের থেকে আলাদা, অন্য ভাবে টেস্ট খেলার চেষ্টা করে, তখন কৃতিত্ব খানিকটা নিতে ভালোই লাগে।'' যা শুনে নাসের হুসেইনের মতো প্রাক্তন বলে দিয়েছেন, ''যশস্বী তোমার কাছে শেখেনি ডকেট। ও এর বেড়ে ওঠা থেকেই শিক্ষা নিয়েছে। আমার তো মনে হয়, ডকেট তোমাদের ওর কাছ থেকেই শেখা উচিত। আত্মসমীক্ষার সময় এসেছে। না হলে বাজবলের চরম ভরাডুবি দেখতে হবে।'' শুধু যশস্বীতেই থামেননি নাসের, সরফরাজ খানেরও প্রশংসা করেছেন। তাঁর কথায়, ''ওর ব্যাটিং ধারাটা খুব ভালো। প্রথম ইনিংসে রুট যদি রোহিতের ক্যাচটা ধরত, ভারত ৪৭-৪ হয়ে যেত। তখন সরফরাজকে পরীক্ষায় মুখে পড়তে হত। কিন্তু যখন ক্রিজে এসেছিল, ও কিন্তু আক্রমণাত্মক ব্যাটিংই করে গিয়েছিল। স্পিনের বিরুদ্ধে খুব ভালো প্লেয়ার। লেন্থটা খুব ভালো বোঝে। সুইপটা চমৎকার মারে।''

পর পর ৫, কেন জাতীয় দলে খেলা বরুণ, ধবলরা অবসর নিচ্ছেন ঘরোয়া ক্রিকেট থেকে?

নয়াদিল্লি, ২০ ফেব্রুয়ারিঃ বয়সের গণ্ডি খেলার ইচ্ছে শিমায় দিতে পারে না। ইচ্ছেশক্তি আর ফিটনেসের জেরে অনেকেই মহেন্দ্র সিং ধোনি, জেমস অ্যান্ডারসনের মতো চল্লিশের কোঠা পেরিয়েও দাপিয়ে খেলেন। আবার অনেক ক্রিকেটার এমনও রয়েছেন যাঁরা ঘরোয়া ক্রিকেটের গণ্ডিতেই আটকে থেকে যান। জাতীয় দলের দরজা মাঝে মাঝে তাঁদের জন্য খুললেও কেরিয়ার দীর্ঘায়িত হয় না। সময় পেরিয়ে যায়, আর জাতীয় দলে ধারাবাহিক সুযোগ পান না তাঁরা। যে কারণে একপ্রকার বাধ্য হয়ে অবসরের পথ বেছে নেন। ৩৪-৩৫ বছরেই ক্রিকেটকে বিদায় জানানো ক্রিকেটারদের তালিকাটাও নেহাতই কম নয়। চলতি রঞ্জি মরসুমে এমন ৫ ক্রিকেটার রয়েছেন, যাঁরা অবসর ঘোষণা করেছেন। মনোজ তিওয়ারি, সৌরভ তিওয়ারি, ধবল কুলকার্নি, ফৈয়জ ফজলল ও বরুণ অ্যারন এই ৫ ক্রিকেটার এ বারের রঞ্জি ট্রফি চলাকালীন ঘরোয়া ক্রিকেটকে বিদায় জানিয়েছেন। যার পর থেকে ক্রিকেট মহল বলছে, ঘরোয়া ক্রিকেটে এক স্বর্ণযুগের অবসান হল। এই ৫ ক্রিকেটার মোট ৫১টি আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলেছেন। তা হলে ভেবে দেখুন কী পরিস্থিতি! ঘরোয়া ক্রিকেটে ভালো পারফর্ম করলে জাতীয় দলের দরজা খোলে। এই তত্ত্ব এখনও মানা হয়। কিন্তু এই ৫ ক্রিকেটারের প্রতি কি সুবিচার হয়েছে? প্রশ্ন তুলছেন তাঁদের অনুরাগীরা। ঘরোয়া ক্রিকেটে ছাপ রেখে গিয়েছেন এই ৫ ক্রিকেটার। কিন্তু জাতীয় দলে সুযোগ না পাওয়ায় এ বার ক্রিকেটকে বিদায় জানালেন তাঁরা। এখন ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেট লিগের জমানা। এই ক্রিকেটাররা এ বার হয়তো উন্মুক্ত চন্দের মতো বিদেশের ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে পারফর্ম করতেও পারেন। ভারতকে অনূর্ধ্ব ১৯ বিশ্বকাপ জেতানো ক্যাপ্টেন উন্মুক্ত চন্দ যেমন দেশে সুযোগ না পেয়ে পাকাপাকি বিদেশে পাড়ি দিয়েছেন। সেই পথে ধবল-বরুণরা হাঁটলে অবাক হওয়ার থাকবে না।

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ

শুধু গোল করায় নয়, গোল মিসেও শীর্ষে হলান্ড

লন্ডন, ২০ ফেব্রুয়ারিঃ ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে গত রবিবার রাতে ম্যানচেস্টার সিটি বনাম চেলসি ম্যাচ। ইতিহাদে এই ম্যাচে ৩১টি শট নিয়েও একটির বেশি গোল পায়নি সিটি। সে গোলেও অবশ্য সিটি জিততে পারেনি ম্যাচ। ১-১ গোলের ড্রয়ে পয়েন্ট ভাগাভাগি করতে হয় দুই দলকে। নিজেদের মাঠে এই ড্র সিরোপার ধরে রাখার দৌড়ে নামা সিটির জন্য বড় ধাক্কা হয়ে এসেছে। এক ম্যাচ কম খেলে শীর্ষে থাকা লিভারপুলের চেয়ে এখন ৪ পয়েন্ট ব্যবধানে পিছিয়ে সিটি। ২৫ ম্যাচে লিভারপুলের পয়েন্ট ৫৭ ও তৃতীয় সিটির পয়েন্ট ৫৩। চেলসির বিপক্ষে হোঁচট খাওয়ার পথে সিটির হয়ে সেদিন ৯টি শট নিয়েও কোনও গোল পাননি হলান্ড। এই ৯ শটের মাত্র ২টি তিনি পোস্টে রাখতে পেরেছেন। সিটিতে আসার পর নির্দিষ্ট কোনও ম্যাচে এত শট নিয়েও তাঁর গোল না পাওয়ার ঘটনা এবারই প্রথম। তবে শুধু এ ম্যাচেই নয়, সামগ্রিকভাবেই চলতি মরসুমে অনেক গোলের সুযোগ হাতছাড়া করেছেন হলান্ড। ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ প্রকাশিত এক পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, হলান্ড চলতি মরসুমে এই প্রতিযোগিতায় ২১টি গোলের বড় সুযোগ হাতছাড়া করেছেন, যা কিনা প্রিমিয়ার লিগে যৌথভাবে সর্বোচ্চ। হলান্ডের মতো ২১টি সুযোগ হাতছাড়া করে অনাকাঙ্ক্ষিত এ তালিকায় যৌথভাবে শীর্ষে লিভারপুল স্ট্রাইকার দারউইন নুনিয়েজ। গত মরসুমে প্রিমিয়ার লিগে গোলের রেকর্ড ভাঙা হলান্ড অবশ্য এরপরও এবারের লিগ মরসুমে গোল করায় সবার ওপরে আছেন। ১৯ ম্যাচ করেছেন ১৬ গোল। তবু দায় মুক্তি নেই নরওয়েজীয় স্ট্রাইকারের। গত মরসুমে প্রিমিয়ার লিগে নিজের প্রথম ১৯ ম্যাচে ২১ গোল করেছিলেন হলান্ড। এবারও গোলের জন্য সিটি অনেকটাই তাঁর ওপর নির্ভরশীল। মাঝে চোটের কারণে তাঁর অনুপস্থিতিতে ভুগেছে ক্লাবটি। কিন্তু হলান্ডকে পেয়েও কি স্বস্তিতে থাকতে পারছে সিটি? কারণ, মূল স্কোরারের ২১টি বড় সুযোগ মিস করা ভেবেও অন্যদের চাপে ফেলতে যথেষ্ট। লিভারপুলের হয়ে নুনিয়েজ এ পর্যন্ত গোল করেছেন ৯টি। তবে 'অল রেড'দের হয়ে নুনিয়েজের ঘাটতি অনেকটাই মিটিয়েছেন সালাহ-দিয়েগো জোতারা। ১৫ গোল করা সালাহ এই মরসুমে গোল করায় আছেন হলান্ডের পরেই-মিস তারকা গোলের বড় সুযোগ মিস করেছেন ৯টি। এমনকি ১৯ ম্যাচ খেলা জোতাও করেছেন নুনিয়েজের সমান ৯ গোল। সর্বোচ্চ গোলের শীর্ষ ১২ জনের মধ্যে লিভারপুলের তিনজন জায়গা পেয়েছেন। অন্যদিকে সিটির হয়ে ৮টি করে গোল করেছেন হুলিয়ান আলভারেজ ও ফিল ফোডেন। কিন্তু এরপরও তাঁরা হলান্ডের মিসের ঘাটতি মেটাতে পারেননি। এ ছাড়া শীর্ষ চারে থাকা অন্য তিন দল লিভারপুল, আর্সেনাল ও অ্যাস্টন ভিলার বিপক্ষে হলান্ড পেয়েছেন ৩ ম্যাচে মাত্র ১ গোল। যেখানে আর্সেনাল ও অ্যাস্টন ভিলার বিপক্ষে হেরেছে যায় সিটি। আর লিভারপুলের বিপক্ষে হলান্ডের গোল পাওয়া ম্যাচটি হয় ১-১ ড্র। অর্থাৎ শিরোপা লড়াইয়ে থাকা অন্য তিন দলের বিপক্ষেই হলান্ড ছিলেন নিষ্প্রভ। যেখানে ম্যাচগুলো তারা জিততেও পারেনি। এটিও সামগ্রিকভাবে সিটির পারফরম্যান্সে বড় ধরনের প্রভাব ফেলেছে।

বাবরের চেয়েও বেশি অর্থ উপার্জন করেন মান্ধানা!

নয়াদিল্লি, ২০ ফেব্রুয়ারিঃ বাবর আজমের চেয়েও বেশি অর্থ রোজগার করেন স্মৃতি মান্ধানা! অবাক হওয়ার কিছু নেই। মেয়েদের প্রিমিয়ার লিগ বা মেয়েদের আইপিএলে স্মৃতি মান্ধানা যা টাকা পান, তা বাবর আজমের চেয়ে দ্বিগুণেরও বেশি। আইপিএলের ঢংয়ে বেশ কয়েক বছর ধরেই চলছে পাকিস্তান সুপার লিগ। বিশ্বের আরও অনেক জায়গাতেই টি-২০ ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগ অনুষ্ঠিত হয়। জনপ্রিয়তার নিরিখে অবশ্য এক নম্বরে আইপিএল। অস্ট্রেলিয়ার বিগ ব্যাশ লিগ বা ক্যারিবিয়ান লিগকেও পিছনে ফেলে দিয়েছে ভারতের টি-টোয়েন্টি লিগ। ছেলেদের পাশাপাশি মেয়েদের টি-টোয়েন্টি লিগকেও জনপ্রিয় করার চেষ্টায় ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড। ছেলেদের মতো মেয়েদের আইপিএলেও নিলাম হয়েছে। গত বছর ৩.৪ কোটি টাকায় স্মৃতি মান্ধানাকে দলে নেয় রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোর। এ বছরও স্মৃতিকে একই টাকায় রেখে দিয়েছে আরসিবি। ২৩ ফেব্রুয়ারি শুরু হবে উইমেন্স প্রিমিয়ার লিগ। ইতিমধ্যেই স্মৃতি মান্ধানারা প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছেন। অন্যদিকে পাকিস্তানে চলছে তাদের ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগ। পাকিস্তান সুপার লিগে বাবর আজম যা কামান, তার চেয়ে অনেক বেশি মান্ধানার বেতন। পেশোয়ার জালমির হয়ে পাকিস্তানের টি-টোয়েন্টি লিগে খেলেন বাবর। সেই দলের নেতৃত্বের দায়িত্বও রয়েছে পাক অধিনায়ক। এ দিকে স্মৃতি মান্ধানাও আরসিবিকে নেতৃত্ব দেন। ভারতীয় মুদ্রায় বাবরের বেতন ১.২৩ কোটি টাকা। সেখানে স্মৃতি মান্ধানার দর বাবরের চেয়ে অনেকটাই বেশি। জনপ্রিয়তার নিরিখে আইপিএলের থেকে অনেক কয়েক ধাপ পিছনে পাকিস্তান সুপার লিগ। এমনকি ভারতের মেয়েদের টি-টোয়েন্টি লিগও জনপ্রিয়তার বিচারে পাকিস্তানের ছেলেদের টি-টোয়েন্টি লিগের চেয়ে এগিয়ে।

চাহালের বিস্ফোরক দাবি ওড়াল বিরাটের টিম

বেঙ্গালুরু, ২০ ফেব্রুয়ারিঃ বছর দুয়েক আগে ফিরে গেলে দেখা যাবে ২০২২ সালের মেগা নিলামের আগে মাত্র ৩জন ক্রিকেটারকে রিটেন করেছিল বিরাট কোহলির রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোর। আট বছর আরসিবির জার্সি গায়ে চাপিয়ে খেলেছিলেন ভারতীয় তারকা স্পিনার যুজবেন্দ্র চাহাল। কিন্তু তাঁকে ধরে রাখেনি বেঙ্গালুরু। পরবর্তীতে যার ফলে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোর টিম ম্যানেজমেন্টকে নিয়ে ক্ষোভ উগরে দিয়েছিলেন যুজি। এ বার আরসিবির ডিরেক্টর অব ক্রিকেট মাইক হেসন তারকা স্পিনার যুজবেন্দ্র চাহালের বিস্ফোরক দাবি নস্যাৎ করে দিয়েছেন। অতীতে রণবীর এলাহাবাদিয়ার পডকাস্ট 'দ্য রণবীর শো'-তে চাহাল বলেছিলেন, ''আরসিবির হয়ে আমি ১৪০টি ম্যাচ খেলেছি। অথচ ওদের কাছ থেকে সেই নিলামের আগে আমার সঙ্গে কোনওরকম যোগাযোগ করা হয়নি। ওরা কথা দিয়েছিল, নিলামে আমার জন্য ঝাঁপাবে। কিন্তু তা করেনি। তাই কথা না রাখায় খুব রেগে গিয়েছিলাম। ওই টিমে আমি ৮ বছর খেলেছি। দল রিটেন না করায় নিশ্চিতভাবে আমি খুব কষ্ট পেয়েছিলাম।'' এ বার আরসিবির ডিরেক্টর অব ক্রিকেট মাইক হেসন টিম ইন্ডিয়ার সিনিয়র ক্রিকেটার যুজবেন্দ্র চাহালের বিস্ফোরক দাবির পাল্টা দিলেন। মাইক বলেন, ''আমার এখনও মনে আছে আমি যুজিকে ফোন করেছিলাম। ও বিরক্ত হয়েছিল। সেই সময় নিলামের ডায়নামিক ওকে বোঝানো খুব কঠিন ছিল। বোঝাই যাচ্ছিল ও এই পরিস্থিতি বিশদে জানতে আগ্রহী নয়। অবশ্য আমি এর জন্য ওকে দায়ী করছি না। ও একজন আরসিবিয়ান ছিল তাই হতাশ ছিল। তবে আমি সকলকে জানাতে চাই আমরা ওকে পরিস্থিতির ব্যাপারে জানিয়েছিলাম।''

হংকংয়ে না খেলা নিয়ে 'সম্পূর্ণ অসত্য' খবর ঠেকাতে মেসির ভিডিও বিবৃতি

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

প্রাক্-মরসুম প্রস্তুতিপর্ব শেষ করে ইন্টার মায়ামি এখন মেজর লিগ সকার (এমএলএস) শুরুর অপেক্ষা করছে। ভারতীয় সময় আগামী বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ছ'টায় রিয়েল সল্ট লেকের বিপক্ষে এমএলএসে নিজেদের প্রথম ম্যাচটি খেলতে নামবে ইন্টার মায়ামি। এর আগে দলটির আর্জেন্টিনা তারকা লিওনেল মেসিকে কথা বলতে হলো প্রাক্-মরসুম প্রস্তুতির একটি ম্যাচের বিতর্ক নিয়ে। প্রাক্-মরসুম প্রস্তুতির অংশ হিসেবে ইন্টার মায়ামি এশিয়া সফরে এসেছিল। সৌদি আরবে আল হিলাল ও আল নাসরের সঙ্গে দুটি ম্যাচ খেলার পর হংকংয়ে যায় তারা। সেখানে হংকং লিগ একাদশের সঙ্গে একটি ম্যাচ খেলে মায়ামি। অ্যাডাক্টর পেশির সমস্যার কারণে সেই ম্যাচে খেলতে পারেননি মেসি। মোটা অঙ্কের টাকাপয়সা খরচ করে টিকিট কেটে মেসিকে খেলতে দেখতে না পাওয়ায় বেজায় চটেছিলেন হংকংয়ের দর্শকেরা। আয়োজকদের কাছে অর্থ ফেরত চেয়ে গ্যালারিতে স্লোগানও দিয়েছিলেন তাঁরা। বিষয়টি নিয়ে নানা রকমের কথা বলেছেন হংকং সরকারের উচ্চপদস্থ অনেক কর্মকর্তা। এরপর আয়োজকরা মেসির না খেলার বিষয়ে বলেছেন, আর্জেন্টাইন তারকা যে খেলবেন না, এটা তাঁদের আগে বলা হয়নি। বিষয়টি তাঁরা জানতে পেরেছেন ম্যাচ শুরুর খানিক আগে। ইন্টার মায়ামি অবশ্য এ নিয়ে একটি ব্যাখ্যা তখনই দিয়েছে। মেসির না খেলার জেরে মার্চে চীন সফরে আর্জেন্টিনার দুটি প্রীতি ম্যাচ বাতিল হয়েছে। হাংজু ও বেইজিংয়ে ম্যাচ দুটি আর্জেন্টিনার খেলার কথা ছিল নাইজেরিয়া ও আইভরিকোস্টের বিপক্ষে।

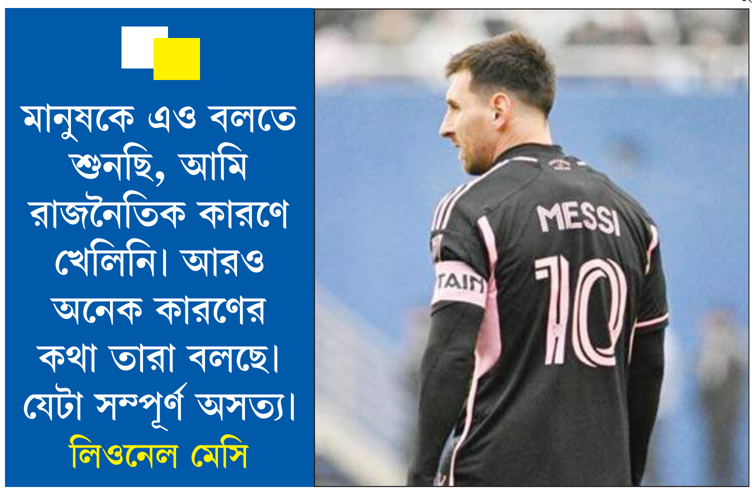

কিন্তু হাংজুর পর বেইজিং কর্তৃপক্ষও ম্যাচ বাতিল করে। সবকিছু নিয়ে মেসি যেন একটু বিরক্তই। এ কারণেই তিনি হংকংয়ে তাঁর না খেলাকে ঘিরে 'সম্পূর্ণ অসত্য' সব খবর নিয়ে একটি ভিডিও বিবৃতি দিয়েছেন। চিনের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ওয়েইবোতে পোস্ট করা এক ভিডিওতে মেসি বলেছেন, ''হংকংয়ের সেই ম্যাচের পর অনেক কিছু বলা হয়েছে, তার সবই আমি পড়েছি। আমি এই ভিডিও রেকর্ড করতে চেয়েছি আপনাদের সত্যি বিষয়টা জানানোর জন্য। যাতে কেউ যেন মিথ্যা খবরগুলো আর না পড়ে।'' চিনের কিছু রাজনীতিবিদ বলেছিলেন, মেসি পুরো ফিট থাকার পরও চিনকে ছোট করার জন্য হংকং লিগ একাদশের বিপক্ষে ম্যাচটি খেলেননি। তবে মেসি ভিডিওতে বলেছেন, ''মানুষকে এও বলতে শুনছি, আমি রাজনৈতিক কারণে খেলিনি। আরও অনেক কারণের কথা তারা বলছে। যেটা সম্পূর্ণ অসত্য।'' মেসি এরপর যোগ করেন, ''এটা যদি সত্যিই হতো তাহলে আমি জাপান বা চিন সফরে যেতাম না। দুই জায়গাতেই আমি অনেকবার গিয়েছি। ক্যারিয়ারের শুরু থেকেই চিনের সঙ্গে আমার সম্পর্ক অনেক ঘনিষ্ঠ ও বিশেষ।'' হংকং থেকে জাপান সফরে যায় ইন্টার মায়ামি। সেখানে ভিসেল কোবের সঙ্গে প্রীতি ম্যাচে বদলি হিসেবে মাঠে নেমেছিলেন মেসি। এরপর তো হংকং সরকার ইন্টার মায়ামির কাছে মেসিকে ভিসেল কোবের বিপক্ষে ম্যাচে কেন খেলানো হলো, সেই ব্যাখ্যা চেয়েছিল। মেসি অবশ্য হংকংয়ের বিপক্ষে খেলতে না পারার ব্যাখ্যা ভিসেল কোবের ম্যাচের আগেই সংবাদ সম্মেলনে দিয়েছিলেন। সেই সংবাদ সম্মেলনে বলা কথাগুলোরে রেশ টেনে মেসি ভিডিওতে বলেছেন, ''যেমন আমি সংবাদ সম্মেলনে বলেছিলাম, আমার অ্যাডাক্টরে সমস্যা হয়েছিল এবং সৌদি আরবে প্রথম ম্যাচটি খেলতে পারিনি। (সৌদি আরবে) দ্বিতীয় ম্যাচে আমি কিছু সময় খেলেছি। কিন্তু সমস্যা আরও বেড়েছে। এরপর হংকংয়ে ম্যাচের আগের দিন আমি অনুশীলনের চেষ্টা করেছি।'' এরপর জাপানে ভিসেল কোবের বিপক্ষে খেলার বিষয়ে মেসি বলেছেন, ''হংকং ছাড়ার দিন পর আমি একটু ভালো অনুভব করি। এই কারণেই আমি জাপানে কিছুটা সময় খেলতে পেরেছি। ফিট হয়ে উঠতে এবং গতি ফিরে পেতে আমাকে খেলতেও হতো।''

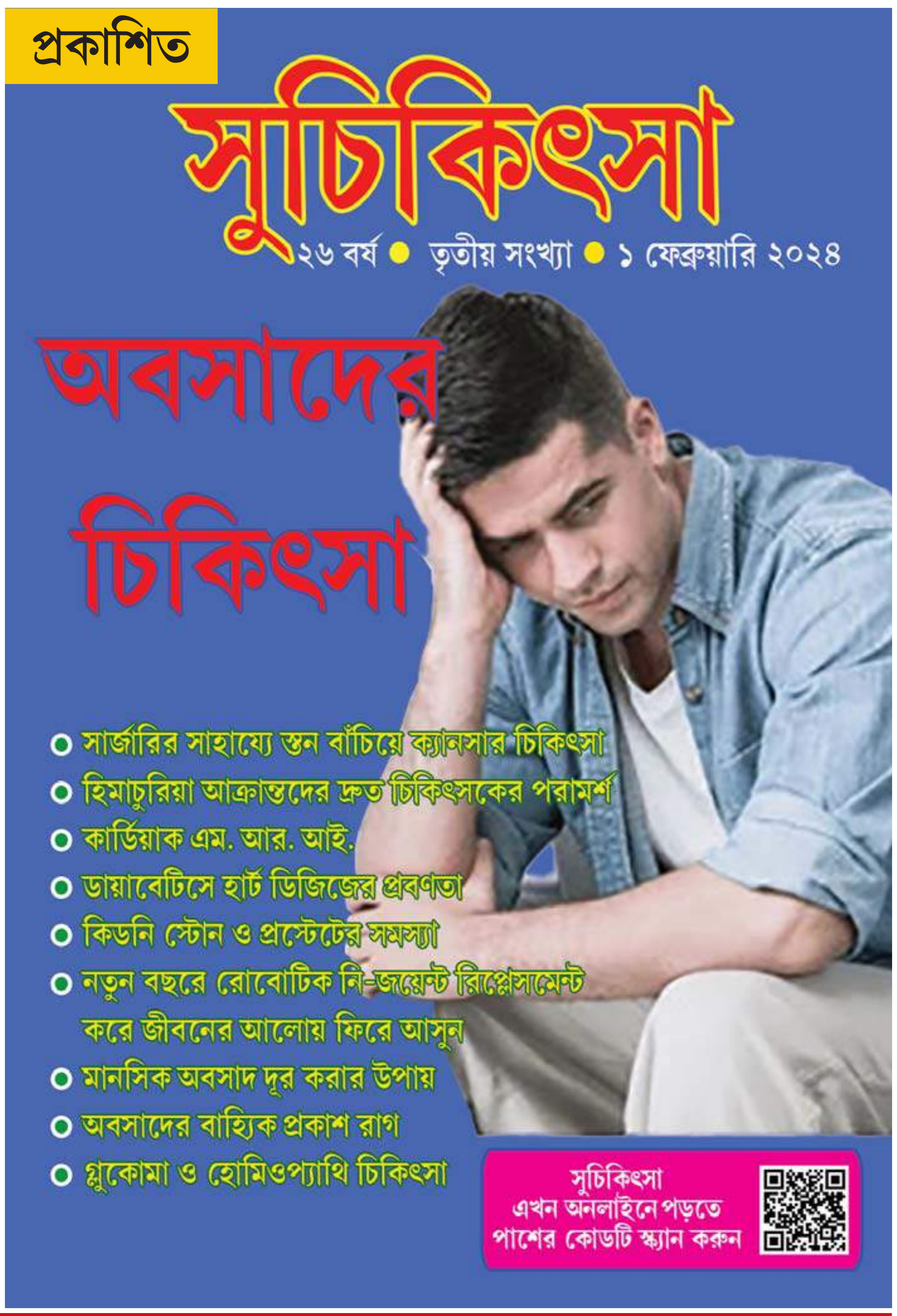

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৪র্থ তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar E-mail: dailydurantabarta@gmail.com